www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ-এর উৎপাদন
40-এরও বেশী দেশে এবং সমস্ত মহাদেশে
বিক্রয় হয়

ডাঃ রেকওয়েগ-এর উৎপাদন....
....এক শ্রেষ্ঠ নির্ণয়

ডাঃ রেকওয়েগ এন্ড কোং

D-64625 বেনসেইম, জার্মানি

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় ডিলারের সঙ্গে সম্পর্ক করুন

www.reckeweg-india.com

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

হোমিওপ্যাথি
সম্পূর্ণ ও সুরক্ষিত নিরাময়

বিশিষ্ট ওষুধ R1-R89

বায়োকেমিক ট্যাবলেট

ডাইলুশান

মাদার টিংচার

হোমিওপ্যাথিক ট্যাবলেট

সিনেরেরিয়া - চোখের ড্রপস

ডাঃ রেকওয়েগ এণ্ড কোং
জার্মানি

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

গ্রন্থস্বত্ব
ফার্মাজিউটিস্ ফেব্রিক
ডাঃ রেকওয়েগ এণ্ড কোং জিএমবিএইচ
বেনসেইম, জার্মানি
কতৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে প্রকাশনটির কোনরূপ উপযোগীকরণ বা ব্যবহার করলে গ্রন্থস্বত্ত্বের আইন লঙ্ঘন করা হবে।

ভারতে প্রকাশক
ডাঃ রোশনলাল আগরওয়াল এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৬, নেতাজী সুভাষ মার্গ, নিউ দিল্লী - ১১০০০২
দূরভাষ ঃ ০১১-৪৬৫৪০০০০
www.reckeweg-india.com

পুস্তিকাটি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডায়াবেটিস ???

R-40

ডাঃ রেকওয়েগ এণ্ড কোং
জার্মানি

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

www.Shifakhana.com

প্রিয় চিকিৎসক,

আমাদের নতুন বাংলা সংস্করণ "**হোমিওপ্যাথি সম্পূর্ণ ও সুরক্ষিত নিরাময়ে**"- পুস্তিকাটি এখন আপনাদের হাতে।

পাঠকদের সুবিদার্থে পুস্তিকাটি সহজ সরল ভাবে পুনর্গঠন করা হল এবং হোমিওপ্যাথিক বিশিষ্ঠতা সম্পন্ন R 76 - এর পরবর্তী ওষুধ সমূহ, চোখের জন্য সিনেরেরিয়া মেরাইটিমা চোখের ড্রপস এবং বর্তমানে ভারতীয় বাজারে উপলব্ধ হোমিওপ্যাথিক ট্যাবলেট-এর তালিকা অর্ন্তভুক্ত করা হল।

আমাদের সর্বশেষ গবেষণা অনুযায়ী বিশিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক R76 -এর পরবর্তী ওষুধগুলিতে সভ্যতার আধুনিকীকরণ জণিত কারণে সৃষ্টি রোগ সমুহের সমাধান দেওয়া হল।

আপনারা দেখবেন যে পুস্তিকাটির বিশেষ অধ্যায়ে বেশ কয়েকটি ওষুধে এলার্জির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা আজকের দিনে একটি গম্ভীর সমস্যা। অধিক থেকে অধিকতর দূষিত ও কলুষিত পরিবেশের সান্নিধ্যে আমাদের শরীর অনিবার্য কারণেই বিভিন্ন প্রকার বস্তুর প্রতি অসহনীয় ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পরে এবং এলার্জির সৃষ্টি হয়।

আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে প্রথাগত ভাবে যে সব ভেষজ হোমিওপ্যাথিতে ব্যবহৃত হয় সেগুলো এলার্জির চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সমস্ত সুফল আনতে পারে না, কিন্তু যথাযথ ভাবে জার্মান হোমিওপ্যাথিক ফারমাকোপিয়ার নিয়ম মেনে তৈরি, সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করা নোসডস প্রার্থীত উদ্দীপনাকে প্রনোদিত করে। এইসব নোসডস আক্রমনাত্মক প্রভাব দ্বারা কোনরূপ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই জীবদেহের নিরাময়ী শক্তিকে সহায়তা করে।

অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় জার্মান হোমিওপ্যাথিক ফারমাকোপিয়ার নীতি অনুসরণ করে, সর্বাধুনিক ও সর্ব্বোচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহারে বিকশিত হয়েছে উচ্চ ফলপ্রদ, এলকোহল বিহীন, জ্বালা মুক্ত অনন্য **সিনেরেরিয়া চোখের ড্রপস**।

পঠনের সুবিদার্থে ক্লিনিকাল রেপ্যার্টরি-র সংযোজন পুস্তিকাটিকে আরো রঙিন করে তুলেছে।

আশা রাখি বইটি ডাঃ রেকওয়েগ -এর ওষুধ সমূহের নিরাময়ী শক্তির অন্বেষণে আপনাদের পূর্ণ সহায়তা করবে।

www.youtube.com/shifakhana

www.facebook.com/shifakhana

হোমিওপ্যাথি

সম্পূর্ণ ও সুরক্ষিত নিরাময়

হোমিওপ্যাথি একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিহীন চিকিৎসা পদ্ধতি ঃ

হোমিওপ্যাথি - দুরাচার্য এই শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। চিকিৎসা জগতে এমন একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ পদ্ধতি যা কোমলতার সঙ্গে জীবদেহের প্রাকৃতিক নিরাময়ী সঞ্জীবনী প্রয়াসকে সহায়তা করে।

রাসায়নিক শিল্পবিকাশ সংশ্লিষ্ঠ কৃত্রিম উপায়ে ওষুধ তৈরির পূর্বে রোগ ব্যাধি কেবল মাত্র প্রাকৃতিক নিরাময়ী পদ্ধতিতেই চিকিৎসা করা হত। যদিও রাসায়নিক ভাবে প্রাপ্ত ওষুধের প্রয়োগ লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এইরূপ চিকিৎসায় ক্রমাগত ক্ষতিকারক প্রভাবই বেড়ে চলেছে তাই অবাঞ্ছিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে মানুষের মধ্যে ভীষণভাবে চিকিৎসা পদ্ধতির উপর সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে।

আজকের দিনে রোগীরা পুরানো দিনের থেকে অনেক বেশী সচেতন এবং তারা আর দীর্ঘ সময় ধরে অবাঞ্ছিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যুক্ত ওষুধ সেবন করতে রাজি নয়।

তাই বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ চিকিৎসক দ্বারাই প্রাকৃতিক তথা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের প্রয়োগ সন্তোষজনক ভাবে বেড়ে চলেছে। এটা হামিওপ্যাথি ওষুধের জগতে বিশ্বব্যাপী একটা নবজাগরণ বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যা মানব শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, সার্বভৌমিক ওষুধ প্রয়োগ বিধি দ্বারা, কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়া, রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করে চলেছে।

হোমিওপ্যাথি বাস্তবে কেমন করে কাজ করে ?

এর গৌরবান্বিত প্রতিষ্ঠাতা জার্মান চিকিৎসক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানী ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান প্রায় ২০০ বছর পূর্বেই কয়েকটি সাধারণ শব্দে "Similia Similibus Curentur" —হোমিওপ্যাথির কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করেছেন যার সাধারণ ইংরেজী অর্থ হল "like cures like". নিজস্ব গবেষণা প্রসূত আবিষ্কার থেকেই ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এই নীতির প্রবর্তন করেন। আধুনিক পরিভাষায় সমগ্র বিষয়টি সংক্ষেপে উদ্দীপনা চিকিৎসাবিদ্যা হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রতিটি রোগ ও নির্বাচিত ওষুধের মধ্যে লক্ষণগত সাদৃশ্য থাকায়, ওষুধ প্রয়োগে একটি নির্দ্দিষ্ট প্রকারের উদ্দীপনা প্রণোদিত হয়। যেসব বস্তু সুস্থ শরীরের উপর নির্দ্দিষ্ট প্রকারের লক্ষণাদি তৈরি করতে সক্ষম, তার দ্বারাই একই প্রকারের লক্ষণাদি যুক্ত রোগাক্রান্ত ব্যাক্তির নিরাময় সম্ভব।

সঙ্গতিপূর্ণ ভাবেই ডাঃ রেকওয়েগ-এর মিশ্র তৈয়ারি -শৃঙ্খলা (জার্মান ভাষায় Gastreu group)-য় সেইসব ওষুধ মিশ্রিত করা হয়েছে যার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট প্রকারের অসুস্থতার লক্ষণাদির উপর কার্যকর।

এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রত্যয়কে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসার সুযোগ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অল্প সময়ে উপযুক্ত ওষুধ নির্ণয় করে লক্ষ্যে উপনীত হবার সম্ভবনাও অনেক প্রসারিত হয়েছে।

www.Shifakhana.com

সূত্রপাত

সবটাই শুরু "ল্যাবরেটোরিয়াম ইউফা" থেকে

একটা পারিবারিক ব্যবসা আজ বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছে। মাত্র একটা শতাব্দী ফিরে তাকালেই দেখা যাবে, যখন হারফোর্ড-এর প্রাকৃতিক চিকিৎসক হেনরিচ রেকওয়েগ (১৮৭৭-১৯৪৪) "ল্যাবরেটোরিয়াম ইউফা"-র প্রতিষ্ঠা করেন এবং সর্বপ্রথম ডাঃ হ্যানিম্যানের সাদৃশ্য নীতি অনুযায়ী এক জটিল যৌগ তৈরি করেন। ১৯৪৭ সালে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ মেড এলফ্রেড রেকওয়েগ এবং তার ভাই ক্লাউস গম্থার কোম্পানীর দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন। ফলস্বরূপ চাহিদা ভীষণভাবে বেড়ে ওঠে, ক্রমাগত উৎপাদনের পরিসরও বাড়তে থাকে এবং সমগ্র মহাদেশ ও ৪০টি দেশে সুনাম অর্জন করে। হোমিওপ্যাথিতে ব্যবহৃত একক ওষুধ ও মাদার টিংচার-এর পাশাপাশি ইঞ্জেকশন-এর প্রচলনও চালু হয়।

ডাঃ রেকওয়েগ এণ্ড কোং জি. এম. বি. এইচ. ঃ ফার্মাসিউটিকাল ফ্যাক্টরী, সামর্থ এবং গুণমানের উপর ভিত্তি করে বিশ্ব মানদন্ডের সন্মান অর্জন করে, যা বর্তমানে ক্লাউস গন্থার রেকওয়েগ এবং তার পুত্র মাইকেল দ্বারা পরিচালিত। সর্বাধুনিক পদ্ধতি ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা থাকা সত্ত্বেও তারা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা চিকিৎসক হেনরিচ রেকওয়েগ "ল্যাবরেটোরিয়াম **ইউফা**", (গ্রীক অর্থ 'শুভ')- তে যেভাবে উচ্চকার্য শক্তি সম্পন্ন, সহনশীল, উত্তম প্রকৃতির ওষুধ তৈরিতে নিজেকে সমর্পন করেছেন সেই ঐতিহ্যকে বজায় রেখেই এগিয়ে চলেছেন।

সংক্ষেপে প্রথাগত পদ্ধতি মেনেই রেকওয়েগ-এর ওষুধ আজ বিশ্বখ্যাত।

হোমিওপ্যাথির সেবায় গবেষণা ঃ

উচ্চমানের ভেষজ উৎপাদনে **রেকওয়েগ** কোম্পানীর এই প্রচেষ্টা আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃতি ও প্রচার লাভ করেছে, যা সমস্ত মহাদেশে ও ৪০টি দেশে সমাদৃত এবং নির্ভরযোগ্য ওষুধ হিসাবে বিবেচ্য।

ডাঃ রেকওয়েগ-এর নিজস্ব গবেষণায় আবিস্কৃত ও পরীক্ষিত উৎপাদনের জন্যই এই সাফল্য প্রাপ্তি।

বর্তমানে এই পারিবারিক কোম্পানী **রেকওয়েগ** ফেডারেল অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্যা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রীর সদস্য, এই কমিটিতে রেকওয়েগ -এর বিশেষজ্ঞগণ সক্রিয় ভূমিকায় অংশ নেন। রাষ্ট্রীয় তদারকি সংস্থায় রেকওয়েগ কোম্পানী একটি মডেল উদ্যোগ হিসাবে চিহ্নিত, যা এই সম্পর্কে বিদেশাগত অতিথিদের অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে প্রদর্শন করানো হয়।

বর্তমানে গবেষণায় আরো বিনিয়োগ বাড়ানো হয়েছে। ওষুধ শিল্পেও আরো অনেক নতুন সম্প্রসার লক্ষণীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অনুরোধে, **জার্মান হোমিওপ্যাথিক ফারমাকোপিয়া** -র সহযোগে বিশ্লেষণ মূলক নতুন প্রকরণ গ্রন্থ প্রস্তুত করা হয়েছে।

www.Shifakhana.com

মাত্রা

আমাদের বিশিষ্ঠ ওষুধের সাধারণ প্রয়োগ বিধি ঃ

ওষুধ সব সময়ই খালিপেটে ১ চামচ পরিমান জলে মিশিয়ে খাওয়া উচিৎ। যদি দিনে ৩ বার করে দিতে হয়, সেক্ষেত্রে প্রথম ডোজ সকালে খালিপেটে, দ্বিতীয় ডোজ দুপুরে খাবার আগে এবং তৃতীয় ডোজ রাত্রে শোবার আগে নেওয়া উচিৎ। যদি বারবার ওষুধ দেবার প্রয়োজন হয়, তবে অতিরিক্ত ডোজ সারাদিনে সমানভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। যদি বেশ কিছুদিন ওষুধ সেবনের পরেও রোগীর কোন উন্নতি না হয়, তবে দ্বিধা না করে ডোজ বাড়ানো যেতে পারে। চিকিৎসার শুরুতে রোগের তীব্রতা অনুযায়ী ওষুধের ডোজ ও মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে।

আমাদের ওষুধ জীব দেহের সহজাত নিরাময়ী শক্তিকে জাগ্রত করবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই অতিরিক্ত ওষুধ প্রয়োগেও কোনপ্রকার ক্ষতিকারক প্রভাবের ভয় থাকে না।

জীব দেহের স্বয়ংক্রিয় স্বাস্থ্য রক্ষার প্রক্রিয়াকে সঠিক মূল্যায়নের দ্বারাই একজন অনুভবি চিকিৎসক অত্যাধুনিক অনন্য পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ করেন এবং তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ দেখান। তরুণ তীব্র জ্বরেও এই বিধি প্রযোজ্য, যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল রোগাক্রান্ত শরীর স্বয়ং স্বাস্থ্য পুনঃরুজ্জীবনের জন্য বাহ্যিক সহায়তার প্রতি আগ্রহ দেখায়। অতি উচ্চ জ্বর সহিত তরুণ সংক্রমণে আমাদের ওষুধ বারবার প্রয়োগের ২৪ ঘন্টা পরও যদি কোন প্রকার বাহ্যিক উন্নতি লক্ষ্য করা না যায়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই সংক্রমণ নিশ্চিৎরূপে প্রতিহত করে দ্রুত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে পেনিসিলিন প্রয়োগ করা উচিৎ, এই আনুষাঙ্গিক জৈব উদ্দীপকের প্রয়োগে শরীরের রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হয়ে গতিশীলতার সঙ্গে কাজ করে। অধিকাংশ সংক্রমণেই এইরূপ আনুষাঙ্গিক ভেষজ প্রয়োজন হয় না।

আমাদের জৈব ওষুধের প্রয়োগ একমাত্র নীতি ভিত্তিক নয় বরং এই ওষুধ শরীরের অন্তর্নিহিত নিরাময়ী শক্তিকে জাগ্রত করে, যা আজ পর্যন্ত কমই বিবেচিত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছোট করে দেখা ভুল হবে। অধিকাংশ পুরানো রোগেই কিছুদিন চিকিৎসার পর রোগী নিজেই অনুভব করতে শুরু করে যে, সে এখন নিরাময়ের দিকেই এগিয়ে চলেছে।

আমরা সানন্দে যেকোন প্রকার আনুষাঙ্গিক তথ্য দিতে প্রস্তুত। অন্যদিকে আমরা শুনে খুশি হবো যখন চিকিৎসকরা আমাদের ওষুধ প্রয়োগ করে নতুন এবং অনন্য অভিজ্ঞতার কথা বলবেন।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

বিশিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ

- R1 - R89
- আল্ফাল্ফা টনিক

ক্লিনিকাল রেপ্যার্টরি - অধ্যায়ের শেষে

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ - বিশিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক ওযুধ

ডাঃ রেকওয়েগ R1 .... Inflammation, Fever & Tonsilities drops (প্রদাহের ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R2 .... Gold drops (হৃদরোগের জন্য-গোল্ড ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R3 .... Heart drops (হৃদপিণ্ড সম্পর্কিত ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R4 .... Diarrhoea drops (ডায়রিয়া ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R5 .... Stomach drops (পাকস্থলীর ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R6 .... Influenza drops (ইনফ্লুয়েঞ্জার ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R7 .... Liver and gallbladder drops (যকৃত ও পিত্তথলির ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R8 .... Cough syrup (কাশির সিরাপ)
ডাঃ রেকওয়েগ R9 .... Cough drops (কাশির ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R10 .... Climacteric drops (রজঃনিবৃত্তিকালীন ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R11 .... Rheuma drops (বাতের ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R12 .... Calcification drops (ক্যালসিফিকেশন ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R13 .... Hemorrhoidal drops (অর্শের ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R14 .... Nerve and sleep drops (স্নায়ু এবং ঘুমের ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ Vita-C15 .... Nerve tonic (স্নায়ুর টনিক এবং ঘুমের ওযুধ)
ডাঃ রেকওয়েগ Vita-C15 Forte .. Nerve tonic, forte version (স্নায়ুর শক্তিবর্ধক টনিক)
ডাঃ রেকওয়েগ R16 .... Migraine and neuralgia drops (মাইগ্রেন ও স্নায়ুশূলের ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R17 .... Tumour drops (টিউমার ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R18 .... Kidney and bladder drops (কিডনি এবং মূত্রাশয়ের ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R19 .... Glandular drops for men (পুরুষদের জন্য গ্রন্থির ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R20 .... Glandular drops for women (মহিলাদের জন্য গ্রন্থির ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R21 .... Reconstituant drops (affections of blood and skin) (রক্ত ও ত্বকের পুণর্গঠনের ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R22 .... Drops for nervous disorders (anginous condition of the heart) (স্নায়ুরোগ ও হৃদশূলের ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R23 .... Eczema drops (একজিমার ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R24 .... Pleurisy, intercostal neuralgia (ফুসফুসের ঝিল্লি প্রদাহ ও পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থানের স্নায়ুশূল)
ডাঃ রেকওয়েগ R25 .... Prostatitis (প্রস্টেট গ্রন্থি প্রদাহের ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R26 .... Draining and stimulating drops (নিষ্কাসক এবং উদ্দীপক ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R27 .... Renal calculi drops (কিডনির পাথরের ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R28 .... Dysmenorrhea, amenorrhea (যন্ত্রণাদায়ক ঋতু ও ঋতুরোধের ড্রপস)
ডাঃ রেকওয়েগ R29 .... Vertigo, syncope (মাথাঘোরা ও সজ্ঞাহীনতার ড্রপস)
এটোমেয়র বেকেরণ - ডাঃ রেকওয়েগ R30 Universal ointment (এটোমেয়র বেকেরণ - সার্বিক মলম)

www.youtube.com/shifakhana

www.facebook.com/shifakhana

ডাঃ রেকওয়েগ R31 .... Energizes the appetite, increases blood supply, strengthens the liver (ক্ষুধা, রক্তসঞ্চালন ও যকৃতের শক্তি বর্ধক)

ডাঃ রেকওয়েগ R32 .... Hyperhydrosis of varying genesis (অত্যাধিক ঘামের ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R33 .... Constitutional treatment in epilepsy (মৃগী রোগীর শারীরবৃত্তির চিকিৎসা)

ডাঃ রেকওয়েগ R34 .... Recalcifying drops (পুনঃক্যালসিকরণ ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R35 .... Teething aches drops (দন্তশূলের ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R36 .... Diseases of the nerves, chorea, St.Vitus'dance (স্নায়ুরোগ, করীয়া, সেন্ট ভাইটাস ডান্স)

ডাঃ রেকওয়েগ R37 .... Intestinal colic drops (অন্ত্রশূলের ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R38 .... Affections of the abdomen, right side (পেটের ডানদিকের উপসর্গ)

ডাঃ রেকওয়েগ R39 .... Affections of the abdomen, left side (পেটের বাদিকের উপসর্গ)

ডাঃ রেকওয়েগ R40 .... Treatment of diabetes (ডায়াবেটিস-এর চিকিৎসা)

ডাঃ রেকওয়েগ R41 .... Sexual neurasthenia drops (স্নায়বিক যৌন দুর্বলতার ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R42 .... Venous stasis, varicosis, inflammation of the veins (শিরার স্থিরতা, স্ফীত হওয়া ও প্রদাহের ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R43 .... Against asthma - asthmatic constitution (হাঁপানির ওষুধ)

ডাঃ রেকওয়েগ R44 .... Disorders of the blood, hypotony (রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা, নিম্ন রক্তচাপ)

ডাঃ রেকওয়েগ R45 .... Illnesses of the larynx and upper breathing apparatus (কণ্ঠনালী এবং শ্বাসযন্ত্রের উপরিভাগের উপসর্গ)

ডাঃ রেকওয়েগ R46 .... In rheumatism of fore-arms and hands (বাহু ও হাতের বাত)

ডাঃ রেকওয়েগ R47 .... All hysteric complaints (সবধরণের মূর্ছা রোগ)

ডাঃ রেকওয়েগ R48 .... Pulmonary diseases (ফুসফুসের ব্যাধি)

ডাঃ রেকওয়েগ R49 .... Acute and chronic catarrh, sinusitis (তরুণ ও প্রাচীন সর্দি, সাইনাসের প্রদাহ)

ডাঃ রেকওয়েগ R50 .... Gynecological sacroiliac complaints, pains in sacral region (women) (মহিলাদের ত্রিকাস্থি অঞ্চলের উপসর্গ)

ডাঃ রেকওয়েগ R51 .... Thyroid intoxication (থাইরয়েড গ্রন্থির বিষক্রিয়া)

ডাঃ রেকওয়েগ R52 .... Vomiting, nausea, travel sickness (বমি, বমিভাব ও ভ্রমণকালীন অসুস্থতা)

ডাঃ রেকওয়েগ R53 .... Acne vulgaris, rash at puberty (ব্রণ, বয়ঃসন্ধিকালীন ফুসকুড়ি)

ডাঃ রেকওয়েগ R54 .... Functional disturbances of the brain (মস্তিষ্কের কার্যগত সমস্যা)

ডাঃ রেকওয়েগ R55 .... All kinds of injuries, healing effect on wounds (সবরকম আঘাত ও ক্ষতের চিকিৎসা)

ডাঃ রেকওয়েগ R56 .... Vermifuge (Against Worms) (কৃমি নাশক)

ডাঃ রেকওয়েগ R57 .... Pulmonary tonic (ফুসফুসের টনিক)

ডাঃ রেকওয়েগ R58 .... Against hydrops, stimulates the renal function (জলশোথ রোধকারী, বৃক্কের কার্যগত উদ্দীপক)

ডাঃ রেকওয়েগ R59 .... Against obesity, slimming effect (স্থূলতা রোধকারী, ওজন কমানোয় কার্যকর)

ডাঃ রেকওয়েগ R60 .... Blood purifier (রক্ত বিশোধক)

ডাঃ রেকওয়েগ R62 .... Measles drops (হামের ড্রপস, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ)

ডাঃ রেকওয়েগ R63 .... Drops for impaired circulation (বাধাপ্রাপ্ত রক্ত সঞ্চালনের ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R64 .... Albuminuria drops (মূত্রে এলবুমিনের উপস্থিতির ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R65 .... Psoriasis drops (সোরিয়াসিস-এর ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R66 .... Cardiac arrhythmia drops (অনিয়মিত ও অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দনের ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R67 .... Drops for circulatory debility (দুর্বল রক্ত সঞ্চালনের ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R68 .... Shingles drops (হারপিসের ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R69 .... Drops for pain between the ribs (পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী স্থানের বেদনার ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R70 .... Neuralgia drops (স্নায়ুশূলের ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R71 .... Sciatica drops (সায়াটিকার ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R72 .... Pancreas drops (অগ্নাশয়ের ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R73 .... Drops for the joints (অস্থিসন্ধির ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R74 .... Drops for nocturnal enuresis (রাত্রিকালীন বিছানায় প্রস্রাবের ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R75 .... Dysmenorrhoea drops (যন্ত্রণাদায়ক ঋতুস্রাবের ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R76 .... Asthma forte drops (হাঁপানির ফোর্ট ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R77 .... Anti-smoking drops (ধূমপান নিরোধক ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R78 .... Eye Care-drops for oral adminstration (চোখের সুরক্ষার ড্রপস - খাবার জন্য)

ডাঃ রেকওয়েগ R81 .... Maldol-Analgesic (বেদনা নাশক)

ডাঃ রেকওয়েগ R82 .... Mycox - Anti-Fungal drops (ছত্রাক নাশক ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R83 .... Food-Allergy drops (খাদ্য দ্রব্যে এলার্জির ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R84 .... Inhalent-Allergy drops (শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে আসা এলার্জির ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R85 .... High Blood pressure drops (উচ্চ রক্তচাপের ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R86 .... Hypoglycemia drops (নিম্ন রক্ত শর্করার ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R87 .... Anti-Bacterial drops (জীবাণু নাশক ও রোগ প্রতিরোধকারী ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R88 .... Anti-Viral drops (ভাইরাস বিরোধী ড্রপস)

ডাঃ রেকওয়েগ R89 .... Essential Fatty Acids drops (অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড ড্রপস) Hair Related Problem (চুলের সমস্যা)

ডাঃ রেকওয়েগ - আল্ফাল্ফা টনিক ...... General Tonic - energizes vital function (সাধারণ টনিক - মুখ্য জৈব ক্রিয়ার শক্তিবর্ধক)

www.Shifakhana.com

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R1

প্রদাহের ড্রপস

উপাদান ঃ

এপিস মেল D4, বেরিয়াম ক্লোরেট D6, বেলেডোনা D4, ক্যালসিয়াম জোডাট D4, হিপার সাল্ফ D12, ক্যালি বাই D4, ল্যাকেসিস D12, মেরাম ভেরাম D6, মার্ক সাব কর D5, ফাইটোলাক্কা D4.

লক্ষণ ঃ

স্থানীয় প্রদাহ : নতুন বা পুরানো, সর্দি বা পুঁয জাতীয়, গ্রন্থি ফুলে ওঠে। উচ্চ জ্বর নিয়ে হঠাৎ রোগের সংক্রমণ, সঙ্গে মস্তিষ্কের আবরণী, নেত্রবর্ত্মকলা ও গলবিলের উপদ্রব বা অস্বস্তি ভাব। বিশেষত : গলার লাসিকাবহের প্রদাহে ও পাকায়, মূলত সবরকম টনসিলের ব্যাথায়, প্রদাহে, এমন জ্বর যাতে চোখ, নাক, মুখ, কান লাল হয়ে ওঠে, কানের পাকায়, নেত্রাবরণী ও আইরিসের প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্কের আবরণী, ম্যাক্সিলারি সাইনাস এবং ডেন্টাল রুটের প্রদাহে ব্যবহার করা হয়। গ্রন্থি প্রদাহ : মাম্পস, অণ্ডকোষ, অগ্নাশয়, পিত্তথলি, এপেনডিক্স, প্যারামেট্রিয়াম এবং বার্থোলিন গ্রন্থিপ্রদাহ। বাতের ব্যাথা : ইউরিক অ্যাসিড জণিত বাতের ব্যাথা, লসিকা গ্রন্থির প্রদাহ, পুঁয জাতীয় পাকা, আঙ্গুলের মাথায় পাকা, বিস্ফোটক ফোঁড়া, নারাঙ্গা ও গলার ক্ষত।

কার্যপ্রণালী ঃ

এপিস মেল ঃ অনুপ্রবেশ জণিত প্রদাহ, ফুলে ওঠা। **বেরিয়াম ক্লোরেট ঃ** পুরানো রোগে গ্রন্থি ফুলে, পেকে ওঠার সঙ্গে বাচ্চাদের বিভিন্ন প্রকার গণ্ডদেশের রোগ সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করে। **বেলেডোনা ঃ** প্রদাহ জণিত কারণে ত্বক, গ্রন্থি ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায়, পুঁয জাতীয় সংক্রমণ, সঙ্গে অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, উচ্চ জ্বর। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির তরুণ প্রদাহ, মূর্ছা যাওয়া এবং জ্বর থেকে ত্বক ভিজে যাওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। **ক্যালসিয়াম জোডেটাম ঃ** বাচ্চাদের পুরানো টনসিলের প্রদাহ, ঘাড়ের পিছনে লসিকা গ্রন্থি ফুলে ওঠা। **হিপার সালফিউরিস্ ঃ** প্রদাহ এবং পেকে ওঠার প্রবণতা। **ক্যালি বাইক্রোম ঃ** নাক ও গলার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ঘাঁ থেকে গাঢ় আঠালো শ্লেষ্মা নির্গত হয়। **মেরাম ভেরাম ঃ** লসিকা গ্রন্থির অঙ্গজ বৃদ্ধি, নাকের পশ্চাৎদেশ থেকে পুরানো সর্দি নির্গত হয়। **মার্ক সাব কর ঃ** শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির তরুণ প্রদাহ, সঙ্গে গ্রন্থি ফুলে ওঠা এবং আঠাল ঘাম। **ফাইটোলাক্কা ঃ** গলবিল, টনসিল কালচে লাল হয়ে ফুলে ওঠে এবং এই ব্যাথা কান পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

মাত্রা ঃ

হঠাৎ উচ্চ জ্বর নিয়ে রোগের সংক্রমণ হলে : শুরুতে ১/২ - ১দিনের জন্য ১০-১৫ ফোঁটা অল্প জলে মিশিয়ে প্রতি ১/২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। পুঁয জাতীয় (টনসিল অথবা বিষফোঁড়া) প্রদাহের ক্ষেত্রেও একই চিকিৎসা করা হয়। অবস্থার উন্নতি হলে একই মাত্রায় ১-২ ঘন্টা পরপর সেবন করতে হবে। সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবার পরও ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ২-৩ বার এক

www.youtube.com/shifakhana

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

সপ্তাহের জন্য সেবন করা উচিৎ। **পুরাতন প্রদাহে :** ১০-১৫ ফোঁটা করে প্রতিদিন ২-৩ বার। **শারীরিক উন্নতির জন্য :** বাচ্চাদের পুরানো ফুলে ওঠা লসিকা গ্রন্থিতে ৫-৮ ফোঁটা একটু জলে মিশিয়ে দিনে ১ বার করে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে ঃ R6 ব্যবহার করুন। পুরানো বাতের ব্যাথায় ঃ R1 ব্যবহার করুন। তরুণ সন্ধিবাতে (রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস্) ঃ প্রথমে পর্যায়ক্রমে R24 এবং R1 প্রতি ১-২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। ডিম্বাশয়ের প্রদাহে ঃ R24 এবং R1 পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়। এডনেক্সাইটিস এবং প্যারামেট্রাইটিস্ : এর ক্ষেত্রে আনুসাঙ্গিক R38 এবং R39 দিনে ২-৩ বার দেওয়া হয়। মাঝে মধ্যে বেড়ে ওঠা পুরানো এপেনডিক্সের ব্যাথায় ঃ R1, R24, R38 দিনে একবার করে ১০-১৫ ফোঁটা ব্যবহার করা হয়। তরুণ এপেনডিক্সের ব্যাথায় ঃ অপারেশন না হওয়া পর্যন্ত, R24 এবং R38 পর্যায়ক্রমে ১০-১৫ ফোঁটা করে ১-২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। দাঁতের সমস্যায় ঃ R35 দেখুন। ব্রংকাইটিস্ এ ঃ R48, R57 দেখুন, প্রয়োজনে জুটুসিন R8 এবং R9 দিন। হুপিং কাশি ঃ R9 ড্রপস ও R8 দেখুন। পেশীবাত এবং পুরানো অস্থিসন্ধিবাতে ঃ R11 এবং R46 দেখুন। কিডনি বা প্রস্রাবের নালীতে পাথর ঃ R27 দেখুন। কিডনি ও মূত্রস্থলীর প্রদাহে ঃ R18 দেখুন। প্লুরাইটিস্ ঃ R24 দেখুন। কিডনি অথবা টনসিলের প্রদাহ জণিত কারণে প্রস্রাবে প্রোটিন থাকলে আনুসাঙ্গিক R64 ব্যবহার করা হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জায় ঃ R6 ব্যবহার করা হয়। অগ্নাশয়ের প্রদাহে ঃ R72 ব্যবহার করা হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R2

হৃদরোগের জন্য - গোল্ড ড্রপস

উপাদান ঃ

আর্ণিকা D3, অরাম ক্লোরেট D6, ক্যাক্টাস D4, ডিজিটালিস D3, ইগনেসিয়া D6, লরোসেরাসাস্ D3, স্পাইজেলিয়া D3, ভেলেরিয়ানা D2, ক্র্যাটেগাস Q, ক্যালিয়াম ফস্ফরিকাম D4, একোনাইটাম D6.

লক্ষণ ঃ

হৃদপিণ্ডের কার্যগত এবং গঠনগত সমস্যা, মূলত **হৃদপিণ্ডের পীড়া**, উদ্বেগ, এরিদমিয়া, ট্যাকিকার্ডিয়া, অতিসংকোচন, হৃদপিণ্ডের প্রদাহ, করোনারি ইনসাফিসিয়েন্সি, দৃঢ় নাড়ি, বুক ধড়ফড়, উত্তেজনা, শ্বাসকষ্ট, হৃদবেদনা ও হৃদপেশীর অসম সঞ্চালন।

কার্যপ্রণালী ঃ

আর্ণিকা ঃ হৃদপিণ্ডের বেদনাদায়ক অনুভূতি, হৃদপিণ্ডের স্নায়বিক সমস্যা। **অরাম ক্লোরেট ঃ** প্রধানত হৃদপেশী, মহাধমণী এবং হৃদধমণীর উপর কার্যকর। হৃদপিণ্ড প্রসারিত হয়ে যায় এবং শ্বাসকষ্ট হয়। মস্তিষ্কের রক্ত প্রবাহ প্রভাবিত হয় এবং হৃদঝিল্লিতে ব্যাথা হয়। **ক্যাক্টাস ঃ** মনে হয় দমবন্ধ হয়ে যাবে, নাড়ি দৃঢ়তার সঙ্গে চলতে থাকে। স্টেনোকার্ডিয়া ও হৃদশূলে ব্যবহার করা হয়। **ক্র্যাটেগাস ঃ** হৃদপিণ্ড এবং হৃদপিণ্ডর রক্তপ্রবাহের জন্য এটি একটি অতি গুণ সম্পন্ন টনিক। হৃদপেশীর দুর্বলতায় ভাল কাজ করে। **ডিজিটালিস ঃ** হৃদদুর্বলতার টনিক। দৃঢ়নাড়ি ও হৃদপিণ্ডের স্নায়বিক উত্তেজনা থেকে ব্যাথা সৃষ্টি হয়। **ইগনেসিয়া ঃ** হৃদপিণ্ডের বিভিন্নপ্রকার স্নায়বিক অনুভূতি দেখা যায়। মূলত অবসাদ জণিত উত্তেজনা বা অস্থিরতায় ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে স্নায়বিক উপদ্রব এবং অনিদ্রায় ও ব্যবহার করা হয়। **ক্যালিফস্ ঃ** সাধারণত স্নায়বিক অবসাদ, রক্তাল্পতা এবং হৃদপেশীর দুর্বলতায় ব্যবহার করা হয়। স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। **লরোসেরাসাস্ ঃ** হৃদপেশীর দুর্বলতার জন্য সায়ানোসিস দেখা যায়। বুকে চাপা ব্যাথা অনুভব হয়। **স্পাইজেলিয়া ঃ** অস্বাভাবিক দৃঢ় নাড়ি যা খালিচোখে দেখা যায় এবং অনুভব করা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই বুকের ব্যাথা হাতে নেমে আসে। **ভেলেরিয়ানা ঃ** স্নায়বিক উত্তেজনা, পরিবর্তনশীল মানসিকতা, স্নায়বিক সংবেদনশীলতা। হৃদপেশীর স্নায়বিক দুর্বলতা থেকে দৃঢ় নাড়ি, হৃদপিণ্ডের কার্যগত তফাৎ লক্ষ্য করা যায়।

মাত্রা ঃ

গুরুত্ব অনুযায়ী, শুরুতে ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে প্রতিদিন ৩-৬ বার দেওয়া হয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

হঠাৎ হৃদপিণ্ডের তীব্র সমস্যা হলে ১০-১৫ ফোঁটা করে ১৫মিঃ - ৩০মিঃ বাদে বাদে অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

হাল্কা থেকে মাঝারি হৃদ সমস্যায় R3 ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি পেটের বায়ু এবং হৃদ সমস্যা একসঙ্গে থাকে তবে R5 দিনে ১-৩ বার ১০-১৫ ফোঁটা করে খাবার আগে বা পরে দেওয়া যেতে পারে। অস্বাভাবিক এবং অনিয়মিত হৃদস্পন্দনে R66 এবং R22 দেওয়া যেতে পারে। এক্যিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনে ঃ প্রতি ১/২-১-২ ঘন্টা পরপর ১০-১৫ ফোঁটা R2, R67 এবং R55 দেওয়া হয়। ফলোআপে R3 এবং R44 ব্যবহার করা যেতে পারে।

কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের ব্যবহারের জন্য।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R3

হৃদপিণ্ড সম্পর্কিত ড্রপস

উপাদান ঃ

ক্যাকটাস্ D2, ক্র্যাটেগাস Q, ডিজিটালিস D3, ক্যালিয়াম কার্ব D3, ক্যালমিয়া D3, ফস্ফরাস D5, স্কিল্লা D2, স্পাইজেলিয়া D3, স্ট্রফেনথাস্ D3, আর্সেনিক এ্যাল্ব D5.

লক্ষণ ঃ

হৃদপিণ্ডের হাল্কা থেকে মাঝারি সমস্যা, যার জন্য শরীর ফুলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কপাটিকা জণিত রোগ, যার জন্য হৃদপেশী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং হৃদপিণ্ড আকারে বড় হয়ে যায়। সংক্রমণ জণিত কারণে হৃদপেশী দুর্বল হয়ে পরে। হৃদপেশীর ক্ষয় রোগ, ক্ষীণতা, হৃদপেশী কলার বিনষ্টিকরণ এবং কার্যগত অনিয়মতা দেখা যায়, পেশী এবং অভ্যন্তরীণ ঝিল্লি প্রদাহ।

কার্যপ্রণালী ঃ

নিম্ন বর্ণীত ওষুধ হৃদপেশীর শক্তি বাড়ায়। **ক্যাকটাস্** ঃ হৃদশূল, দৃঢ় নাড়ি, দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। **ক্র্যাটেগাস** ঃ হৃদপেশীর দুর্বলতা, সংক্রামক রোগে হৃদপিণ্ড দুর্বল হয়ে পরে। ফিক্ ব্যাথায়, নিম্নরক্ত চাপে, হৃদস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হলে, হৃদপিণ্ড কার্যগত ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে, দুর্বল, অস্থির হৃদবেদনা শুরু হয়ে যায়। শ্বাস প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটে। ক্লান্তি চলে আসে। **ডিজিটালিস** ঃ হৃদপেশী প্রসারিত হয়ে যায় ও হৃদস্পন্দন বন্ধও হয়ে যায়। **ক্যালিয়াম কার্বোনিকাম** ঃ এণ্ডোমায়োকার্ডাইটিসের জন্য হৃদপিণ্ড এবং সমগ্র কার্ডিও ভাসকুলার সিস্টেম দুর্বল হয়ে পরে, সঙ্গে হৃদপিণ্ডে তীক্ষ্ন ব্যাথা অনুভূত হয়। **ক্যালমিয়া** ঃ হৃদশূল যা হাত দিয়ে নেমে আসে। পুরানো হৃদরোগের সঙ্গে শ্বাস কষ্ট থাকে। হঠাৎ তীব্র পুরানো এণ্ডোকার্ডাইটিস থেকে বাত, গেঁটে বাত দেখা যায়। **ফস্ফরাস** ঃ বা দিকে কাত হয়ে শুলেই বুক ধড়ফড় করে, বুকে রক্ত প্রবাহ বেড়ে যায় ও শ্বাসকষ্ট হয়। সাধারণভাবে স্নায়বিক দুর্বলতা ও অতি সংবেদনশীলতা দেখা যায়। **স্কিল্লা** ঃ কার্ডিও-ভাসকুলার সিস্টেমের ক্ষীণতার জন্য অনিয়মিত নাড়ি চলাচল থেকে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। **স্পাইজেলিয়া** ঃ ভীষণ অস্বাভাবিক বুক ধড়ফড় করে। নাড়ি ধীরে চলে, এণ্ডোমায়োকার্ডাইটিস। **স্ট্রফেনথাস** ঃ হৃদপিণ্ডের টনিক হিসাবে দ্রুত কাজ করে।

মাত্রা ঃ

হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা অনুযায়ী, দিনে ৩ বার ১০-২০ বা ৩০ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে খেতে হবে। চিকিৎসার শুরুতে দিনে ৪-৬ বার খাওয়া যেতে পারে। হাইড্রপসি থাকলে জল ছাড়াও কয়েকদিন পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে। যদি এই মাত্রায় অবস্থার উন্নতি না হয় তবে ২০ ফোঁটা করে দিনে ৩বার খেতে হবে। অসুস্থতার সম্পূর্ণ উন্নতি হবার পর ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ২-৩ বার

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সেবন করা উচিৎ। একটু বেশী মাত্রায় সেবন করলেও কোন অসুবিধা হয় না। হৃদপিণ্ডের একিউট পরিস্থিতিতে প্রতি ১৫-২০ মিনিট বাদে বাদে ১০-২০ ফোঁটা করে দেওয়া যায়।

মন্তব্য ঃ

কার্ডিয়াক নিউরোসিস, হৃদশূল প্রভৃতি ক্ষেত্রে গোল্ড ড্রপস R2 ব্যবহার করা হয়। মায়োকার্ডাইটিস এবং এণ্ডোকার্ডাইটিস - এ আনুষাঙ্গিক R22 ব্যবহার করা যেতে পারে। ডিকমপেনসেটেড হার্ট - এর জন্য R58 ব্যবহার করা হয়। মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন - এ R67 এবং R2 ব্যবহার করা হয়। ফলোআপে R3 ভাল কাজ দেয়। কার্ডিয়াক এরিদমিয়ায় R66। কার্ডিয়াক নিউরোসিসে R22 প্রয়োগ করা হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R4

ডায়রিয়া ড্রপস

উপাদান ঃ

অ্যাসিড ফস্‌ফরিক D3, ব্যাপটিসিয়া D4, ক্যামোমিলা D4, চিনিনাম আর্সেনিকাম D3, কলোসিন্থিস D6, ফেরাম ফস্‌ফরিক D8, মার্ক-সাব-কর D5, অলিএণ্ডার D6, রাসটক্স D4, ভেরাট্রাম D6.

লক্ষণ ঃ

সবরকম একিউট বা ক্রনিক গ্যাস্ট্রো-এন্টেরো-কোলাইটিস। ঠান্ডা লেগে বা খাবারের গন্ডগোল থেকে গ্রীষ্মকালীন ডায়রিয়া। আন্ত্রিক শ্লেষ্মা, আন্ত্রিক ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডায়রিয়ার সঙ্গে জ্বর, টাইফয়েড জ্বর, আমাশা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

কার্যপ্রণালী ঃ

অ্যাসিড ফস্‌ ঃ টাইফয়েড জ্বর, ঘুম ঘুম ভাব, একিউট এবং ক্রনিক ডায়রিয়া। **ব্যাপটিসিয়া ঃ** শ্লেষ্মা যুক্ত ডায়রিয়া, নিস্তেজ মাথা ব্যাথা, জ্বরে জিহ্বায় বাদামী প্রলেপ দেখা যায়, সমস্ত শরীর ফুলে ওঠে। **ক্যামোমিলা ঃ** ঠান্ডা লেগে, পেটে ব্যাথা দিয়ে সবুজ পায়খানা হয়। **চিনিনাম আর্স ঃ** জীবাণু ঘটিত ডায়রিয়া, সঙ্গে জ্বর, দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও ক্লান্তি থাকে। **কলোসিন্থিস ঃ** ভীষণ ভাবে আন্ত্রিক ব্যাথা থাকে এবং আমাশা যুক্ত মল নির্গত হয়। **ফেরাম ফস ঃ** বায়ু সহ জলের মত পাতলা পায়খানা। জ্বর এবং প্রদাহের ওষুধ। **মার্ক-সাব-কর ঃ** প্রোটিন এবং রক্ত মিশ্রিত উজ্জ্বল মল, অবসাদময় পেট ব্যাথা এবং বিরামহীন অনমনীয় মল ত্যাগ করার ইচ্ছা। **অলিএণ্ডার ঃ** আন্ত্রিক ব্যাথা, শব্দসহ অপাচ্য মল বের হয়। **রাসটক্সিকোডেনড্রন ঃ** শ্লেষ্মা ও রক্ত মিশ্রিত জলের মত পায়খানা, অস্থির ও ঘুম ঘুম ভাব। বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে উপসর্গের শুরু হয়। **ভেরাট্রাম এলবাম ঃ** গ্রীষ্মকালীন ডায়রিয়া, ভীষণ কাঁপুনি দিয়ে বমি ও জ্বর শুরু হয়।

মাত্রা ঃ

তীব্র জ্বরে ২০ ফোঁটা করে জল ছাড়া ১/৪-১ ঘন্টা পরপর খাওয়া যেতে পারে। ১-২ দিনের মধ্যে অবস্থার উন্নতি হলে ১০-১৫ ফোঁটা করে প্রতি ১-২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার ১ সপ্তাহ ওষুধ সেবন করা উচিৎ।

সাধারণ ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে ; জ্বর না থাকলে রোগের গম্ভীরতা অনুযায়ী ১০-১৫ ফোঁটা করে প্রতি ১-৩ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। **টাইফয়েড জ্বরে;** অন্ত্রের অসুবিধা না থাকলে ১০-১৫ ফোঁটা করে ১-২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। **পুরানো ডায়রিয়ায়;** ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

দীর্ঘ সময় ধরে রোগাক্রান্ত থাকলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা তথা জীবনীশক্তি দুর্বল হয়ে পরে, সেক্ষেত্রে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে একবার R26 দেওয়া যেতে পারে। আন্ত্রিক ব্যাথায় আনুষাঙ্গিক R37 দেওয়া হয়। আরোগ্য লাভের পর্যায়ে ভিটা-সি-15 প্রয়োগ করা হয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R5

পাকস্থলীর ড্রপস

উপাদান ঃ

অ্যানাকার্ডিয়াম D6, আর্জেন্ট নিট D6, আর্সেন এ্যাল্ব D4, বেলেডোনা D4, কার্বোভেজিটেব D8, ক্যামোমিলা D2, চেলিডোনিয়াম D3, লাইকোপোডিয়াম D5, নাক্স ভোমিকা D4, স্ক্রোফুলারিয়া নোড D1.

লক্ষণ ঃ

বিশেষত আলসাস প্যারাপাইলোরিকাম। তরুণ এবং পুরানো গ্যাস্ট্রাইটিস, অজীর্ণ, পুরানো গ্যাস্ট্রাইটিস যা বার বার ফিরে আসে, এই ক্ষেত্রে আলসার থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। বুক জ্বালা করে, মুখের স্বাদ খারাপ হয়ে যায়, বার বার ঢেকুর ওঠে, বায়ু নিঃসরণ হয়। পাকস্থলীর ঝিল্লি প্রদাহে কাজ করে, পাকস্থলীর সমস্ত প্রকার বিধানে কার্যকরী।

কার্যপ্রণালী ঃ

অ্যানাকার্ডিয়াম ঃ পাচন সমস্যা ও উপদ্রবে ব্যবহৃত হয়, খেলে ভাল থাকে, মাঝরাতে পেটে ব্যাথা। **আর্জেন্ট নিট ঃ** এপি-গ্যাস্ট্রিক ব্যাথায়, সাময়িক উপশমের জন্য, আওয়াজ করে বার বার ঢেকুর তোলে। **আর্সেন এ্যাল্ব ঃ** শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ওষুধ। পাকস্থলীর জ্বালা, ব্যাথা সহ বমি হয়। **বেলেডোনা ঃ** পাকস্থলীর এপি-গ্যাস্ট্রিক সংবেদনশীলতা, আনুষাঙ্গিক অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে বমি বমি ভাব থাকে এবং বমিও হয়। **কার্বোভেজিটেব ঃ** সবসময় পেট ভরা ভরা ভাব, ভীষণ ভাবে দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পরে। **ক্যামোমিলা ঃ** স্নায়বিক সংবেদনশীলতা এবং খিটখিটে ভাব বেড়ে ওঠে। পাকস্থলী ফুলে যায়। **চেলিডোনিয়াম ঃ** যকৃৎ এবং পিত্তর উপর কার্যকর। কলেরায়ও কার্যকর। খাবার পর পেটের সমস্যা ভাল থাকে। **লাইকোপোডিয়াম ঃ**পাকস্থলী এবং অন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যায় ব্যবহার করা হয়। মুখ তিতো হয়ে থাকে, খিদে পায় না, কোষ্ঠকাঠিন্য, বায়ু জমে পেটে ব্যাথা হয়। **নাক্স ভোমিকা ঃ** স্নায়বিক চঞ্চলতা, উন্মাদনা, পাকস্থলীর সংকোচন, ধূমপান জণিত কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। **স্ক্রোফুলারিয়া নোডোসা ঃ** পেটে চাপা ব্যাথা, অম্লাধিক্য যা খাবার পর উপশম হয়।

যারা এই ওষুধটিতে অতিসংবেদনশীল হয় তাদের ক্ষেত্রে কিছুদিন সেবন করার পর ব্যাথা বাড়তেও পারে। একে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া বলা হয়। এই সব ক্ষেত্রে প্রথম ১-২ দিন সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসা বন্ধ রাখলে ভাল হয়। পুনঃ চিকিৎসায় ক্রমাগত অবস্থার উন্নতি হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে বিরতি না দিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া হয় অথবা ওষুধের মাত্রা কম করে দেওয়া হয় অথবা খাবার পর ওষুধ সেবন করতে বলা হয়।

ডাঃ রেকওয়েগ R5-এর এটাই লক্ষণীয় বৈশিষ্ঠ যে ধীরে ধীরে রোগ প্রত্যাবর্তন-এর গম্ভীরতা এবং মাত্রা সম্পূর্ন রুপে নিরাময় হয়।

মাত্রা ঃ

সাধারণত ১০-১৫ ফোঁটা ওষুধ জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয়। রোগের লক্ষণ সম্পূর্ণ চলে যাবার পরেও পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য এবং স্নায়ু ও শারীরিক মেলবন্ধনের জন্য বেশ কিছুদিন দিনে ১ বার করে ১০-১৫ ফোঁটা জলে মিশিয়ে মুখ্য ভোজনের আগে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

উচ্চ অম্ল রোগে প্রথমদিন বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করলেও গুণবত্তার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। খাদ্য সহজ পাচ্য হওয়া দরকার, শুঁটি, কপি, চর্বিযুক্ত সার্ডিন মাছ, ঝলসানো মাছ, আলু ভাজা ইত্যাদি খাবার না খাওয়াই ভাল। খাবার ভালো করে চিবিয়ে খাওয়া উচিৎ, তামাকু সেবন বন্ধ রাখা উচিৎ এবং শর্করা জাতীয় খাবার কম খেলে ভাল হয়। পাশাপাশি যকৃতের সমস্যা থাকলে R7, দিনে ২-৪ বার ব্যবহার করা হয়। পেটব্যাথায় : R37 দেওয়া হয়। অগ্নাশয়ের সমস্যা থাকলে R72 দেওয়া হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R6

ইনফ্লুয়েঞ্জার ড্রপস

উপাদান ঃ

ব্রায়োনিয়া D4, ক্যামফোরা D3, কষ্টিকাম হ্যানিম D6, ব্যাপটিসিয়া D4, ইউপাটোর পার্ফ D3, ফেরাম ফস D8, জেলসিমিয়াম D6, ইউক্যালিপটাস্ D3, সেবাডিলা D6, একোনাইট D4.

লক্ষণ ঃ

জ্বর জণিত কারণে তন্তু কলা ও সেরাস মেমব্রেনের তরুণ প্রদাহ। **গ্রীপফেকটান ঃ ইনফ্লুয়েঞ্জায় সেরাস মেমব্রেনের একটি বিশেষ ওষুধ।** সংক্রমণের ফলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভীষণ ব্যাথা হয়। খুব দুর্বলতা, মাথা ব্যাথা ও অস্থিরতা থাকে। তীব্র ব্যাথায় ত্বক শুকিয়ে আসে ও জ্বালা অনুভব হয়। জ্বরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি থেকে সর্দি নির্গত হয়। শ্বাসনালীর উপরিভাগের সংক্রমণ তথা রাইনোফ্যারেনজাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, পেরিকার্ডাইটিস, পেটের বিভিন্ন অঙ্গের প্রদাহ জণিত কারণে পেরিটোনাইটিস ও পেরিটোনিয়াম (পেটের আবরণ ঝিল্লি)-এর উপদ্রব বৃদ্ধি পায়।

কার্যপ্রণালী ঃ

ব্যাপটিসিয়া ঃ টাইফয়েড জ্বর, ক্লান্তি এবং অসারতা, ঠান্ডা, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপদ্রব। **ব্রায়োনিয়া ঃ** সর্দিজ জ্বর, মাথা ব্যাথা, কনকনে ব্যাথা, সেরাস কলা সমূহের প্রদাহ। **ক্যামফোরা ঃ** অ্যানালেপ্টিক, কালমেটিভ। **কষ্টিকাম ঃ** শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ঘা হবার অনুভূতি। ফাঁকা আওয়াজের কাশি, মূত্রাশয়ের স্ফিঙ্কটারের দুর্বলতা। **ইউক্যালিপটাস্ ঃ** উত্তেজিত এবং দীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাস, জ্বরের সঙ্গে সমস্ত শরীরে ক্লান্তি, কাঠিন্য ও মাথা যন্ত্রণা থাকে। **ইউপাটোরিয়াম পার্ফ ঃ** জ্বরে অস্বাভাবিক ক্লান্তি, শ্বাসনালীর উপরিভাগে সর্দিজ প্রদাহ থেকে কাশি হয় এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ঘা-এর মত সংবেদনশীলতা থাকে। **ফেরাম ফস্ ঃ** প্রদাহ এবং জ্বরের ওষুধ। ধীর নাড়ি, ফুসকুড়ি মাথায় বেশী দেখা যায়। বিশেষ করে উচ্চ শ্বাসনালীর প্রদাহে এবং ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ায় কার্যকর। শীত দিয়ে জ্বর আসে, চামড়া শুকিয়ে যায়, লাল হয়ে ওঠে, ভীষণ অস্থিরতা দেখা যায়। **জেলসিমিয়াম ঃ** রক্ত সঞ্চালন বেশী হওয়ার জন্য মাথা ব্যাথা হয়, ঘুম ঘুম ভাব পায়, কাঁপুনি দেয় ও শরীর সম্পূর্ণ বলহীন হয়ে পড়ে। **সেবাডিলা ঃ** হাঁচির কেন্দ্রে ক্রমাগত খিঁচুনির মত উদ্দীপনা প্রেরিত হয়, জ্বালা অথচ ঠান্ডা, কাশির কেন্দ্রেও উদ্দীপনা প্রেরিত হয়। বুকে ফিক ব্যাথা দেখা যায়।

মাত্রা ঃ

জ্বর সম্পর্কিত একিউট অসুস্থতায় ঃ ১০ ফোঁটা ওষুধ কিছুটা জলে মিশিয়ে ১৫-৩০ মিঃ পরপর দেওয়া হয়। ১-২ দিনে জ্বর চলে যাবার পর যখন ঘাম শুরু হয় তখন ১০-১৫ ফোঁটা করে ১-২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

সম্পূর্ণভাবে জ্বর চলে যাবার পরও ১০ ফোঁটা করে ২-৩ ঘন্টা পরপর কিছুদিন পর্যন্ত দেওয়া হয়। **ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারী প্রতিরোধে ঃ** ১০-১৫ ফোঁটা করে জলে মিশিয়ে দিনে ৩-৪ বার দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

উচ্চ জ্বর নিয়ে তীব্র সংক্রমণ হলে, মস্তিষ্কের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহের জন্য মুখ লাল হয়ে যায়, প্রলাপ বকা শুরু হয় এবং নেত্রবর্ত্মকলার প্রদাহ শুরু হয়। এইক্ষেত্রে R1 ও ব্যবহৃত হয়। ব্রংকাইটিস-এ ঃ জুটুসিন ড্রপস R9 এবং সিরাপ R8 দেওয়া যেতে পারে। প্লুরাইটিস-এ ঃ R24 দেখুন। সাইনাস আক্রান্ত হলে ঃ R49 দেওয়া হয়।

লক্ষণ অনুযায়ী উপরিউক্ত ওষুধগুলি R6-এর সঙ্গে ব্যবহার করা যায় বা অদল বদল করে ব্যবহার করা যেতে পারে। জলবসন্তে ঃ আনুষাঙ্গিক R68 ব্যবহার করা হয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R7

যকৃৎ ও পিত্তথলির ড্রপস

উপাদান ঃ

কার্ডুয়াস মেরি D2, চেলিডোনিয়াম D2, কোলেস্টেরিনাম D6, কলোসিন্থিস D6, লাইকোপোডিয়াম D4, নাক্স ভোমিকা D4, চায়না D3.

লক্ষণ ঃ

যকৃৎ ও পিত্তথলির কার্যগত এবং গঠনগত সমস্যা, হেপাটোপ্যাথি, কোলিসিস্টোপ্যাথি, পাথর, পিত্তক্ষরণের সমস্যা, যকৃতের প্রদাহ, পেট ফুলে যাওয়া, অল্পতেই পেটভরে যায়, ক্ষুধামান্দ্য, মুখে তিতো স্বাদ, পেট ফাঁপ ধরা, কোষ্ঠকাঠিন্য, খাবার পর উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়, মানসিক ও স্নায়বিক উদ্বেগ দেখা যায়।

কার্যপ্রণালী ঃ

কার্ডুয়াস মেরি ঃ যকৃৎ বেড়ে যায়, ব্যাথা হয়, পান্ডু রোগ, পিত্তথলির পাথর, কোলেঞ্জাইটিস্। **চেলিডোনিয়াম ঃ** যকৃৎ বড় হয়ে যায়, যকৃৎ ও পিত্তথলির উপর চাপ ব্যাথা অনুভব হয়, এই ব্যাথা ডানদিকের অংসফলক পর্যন্ত প্রসারিত হয়। কোলাগগ। **কোলেস্টেরিনাম ঃ** যকৃৎ বেড়ে যায়, পান্ডু রোগ দেখা দেয় এবং পিত্তথলিতে পাথর সৃষ্টি হয়। **কলোসিন্থিস ঃ** পেটে খিঁচ ধরা ব্যাথা হয়। সাধারণ কাপড়ের চাপও সহ্য হয় না। খুব জোরে চেপে রাখলে বা সামনের দিকে ঝুঁকে ভীষণ চাপ সৃষ্টি করলে ব্যাথা উপশম হয়। **লাইকোপোডিয়াম ঃ** হঠাৎ হঠাৎ ক্ষণস্থায়ীভাবে পেট ফেঁপে ওঠে, মুখের স্বাদ তিতো হয়ে যায়, মানসিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দেখা যায়। **নাক্স ভোমিকা ঃ** নিজের শরীর নিয়ে উদ্বেগ শুরু হয়, যকৃৎ-এর সংকোচন ও অস্বাভাবিক রক্ত চলাচল শুরু হয়, বমি বমি ভাব পায়, তামাক সেবন থেকে উপসর্গ বৃদ্ধি পায়, পান্ডু রোগ, গ্যাস্ট্রো-ডিওডেনাল শ্লেষ্মা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বায়ু রোগ, পেট ফুলে যায়, বায়ুজণিত কারণে পেটে ব্যাথা হয়।

মাত্রা ঃ

সাধারণত ১০-১৫ ফোঁটা করে জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার করে খাবার আগে দেওয়া হয়। যদি ৮-১৪ দিনের মধ্যে আশাপ্রদ ফল না আসে তবে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৪-৬ বার দেওয়া হয় এবং অবস্থার উন্নতি হলে মাত্রা কমিয়ে আনা হয়। রোগের লক্ষণ সম্পূর্ণ চলে যাবার পরও ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ১-৩ বার পর্যন্ত বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সেবন করা উচিৎ। আহারাদির উপর বিশেষ ধ্যান রাখা প্রয়োজন।

মন্তব্য ঃ

যকৃৎ এবং পিত্তকোষের প্রদাহ জণিত রোগে আনুষাঙ্গিক R1 ব্যবহার করা হয়। সঙ্গে পাকস্থলীর প্রদাহ, ঘাত থাকলে R5 ব্যবহার করা হয়। ক্ষতে ১০-১৫ ফোঁটা করে R5 দিনে ৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয় এবং ১০-১৫ ফোঁটা করে R7 দিনে ২-৪ বার খাবার সঙ্গে দেওয়া হয়। অর্শ থাকলে R13 দেওয়া হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

জুটুসিন - ডাঃ রেকওয়েগ

R8 কাশির সিরাপ - R9 কাশির ড্রপস

উপাদান ঃ

R8 ঃ এ্যামোনিয়াম কষ্ট D2, বেলেডোনা D2, ব্রায়োনিয়া D2, ক্যামোমিলা D2, কক্কাস ক্যাক্টি D5, কোরালিয়াম রুব্রাম D10, কিউপ্রাম অ্যাসিটেট D10, ড্রসেরা রোটান্ডি D2, ইপিকাক D3, থাইমাস ভাল্গ D2, স্যাকারাম এলবাম, স্যাকারাম টোস্টাম। **R9 ঃ** বেলেডোনা D4, ব্রায়োনিয়া D3, কক্কাস ক্যাক্টি D6, কোরালিয়াম রুব্রাম D12, কিউপ্রাম অ্যাসিটাম D12, ড্রসেরা রোটান্ডি D4, ইপিকাক D6, স্পঞ্জিয়া D6, স্টিক্টা পালমোনারিয়া D4, থাইমাস ভাল্গারিস Q.

লক্ষণ ঃ

উচ্চ শ্বাসনালীর সর্দি জাতীয় সমস্যা। রাইনো লেরিঙ্গো ফেরেনঞ্জাইটিস, বিশেষত ব্রংকাইটিস এবং সর্বস্তরের হুপিং কাশি, পুরানো ব্রংকাইটিস, শ্বাসকষ্ট, যক্ষ্মারোগে কাশতে কাশতে চেতনাহীন হয়ে যাওয়া প্রভৃতি সবই ক্ষেত্রে ভাল এক্সপেক্টোরেন্ট হিসাবে কাজ করে।

কার্যপ্রণালী ঃ

এ্যামোনিয়াম কষ্টিকাম ঃ খিঁচ ধরা কাশি, অনেক তরল সর্দি থাকে। **বেলেডোনা ঃ** খিঁচ ধরা কাশি, শুকনো আওয়াজ সহ কাশি হতে থাকে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শুঁকিয়ে যায়। **ব্রায়োনিয়া ঃ** কর্কশ, শুকনো কাশি, বুকে ব্যাথা থাকে। **ক্যামোমিলা ঃ** খিঁচ ধরা কাশি, সর্দি ঘরঘর করে, গলায় আঠাল সর্দি জমে থাকে। শুকনো কাশি, মূলত সন্ধ্যায় এবং রাত্রে বাড়ে। **কক্কাস ক্যাক্টি ঃ** ফ্যারিংসের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সংবেদনশীলতা বেড়ে যায়। থেকে থেকে প্রচন্ড কাশি সহ আঠাল, চট্‌চটে ও চকচকে কফ নির্গত হয়। **কোরালিয়াম রুব্রাম ঃ** তীব্র খিঁচ ধরা কাশি, কাশতে কাশতে দমবন্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। **কিউপ্রাম অ্যাসিটিকাম ঃ** দমবন্ধ করা কাশি, আঠাল সর্দি, শ্বাস কষ্ট। **ড্রসেরা রোটান্ডিফোলিয়া ঃ** খিঁচ ধরা কাশি, সঙ্গে সায়ানোসিস দেখা যায় ও শ্বাস কষ্ট হয়। হাঁপানিও থাকে। **ইপিকাক ঃ** শ্বাসরোধকারী শুষ্ক কাশি, আলজিহ্বার খিঁচুনি থেকে বমি বমি ভাব দেখা যায়এবং বমিও হয়। **স্পঞ্জিয়া ঃ** বিশেষত রাতের দিকে ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে কাশি হয়। **স্টিক্টা ঃ** নাক থেকে গলবিল ও শ্বাসনালী পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে যায় এবং পরে ব্রংকাইটিস দেখা দেয়। নাকে ভীষণ চাপ অনুভূত হয়। **থাইমাস ভাল্গারিস ঃ** এক্সপেক্টোরেন্ট হিসাবে কাজ করে।

মাত্রা ঃ

হুপিং কাশি ঃ শুরুতে ১০ ফোঁটা বা ১ চামচ সিরাপ জলে মিশিয়ে ১ ঘন্টা পর পর দেওয়া হয়। প্রতি ১ ঘন্টা পর পর পর্যায়ক্রমে ড্রপস ও সিরাপ দেওয়া হয়। ২-৩ দিনের মধ্যে গম্ভীর অবস্থা কেটে গেলে ২ ঘন্টা পরপর সেবন করতে দেওয়া হয়। হুপিং কাশির পর যেকোন প্রকার অনির্দ্দিষ্ট সর্দিতে ১০-১৫ ফোঁটা অথবা ১ চায়ের চামচ পরিমান (৫মিলি) কিছুটা জলে মিশিয়ে খাওয়া উচিৎ। **একিউট ব্রংকাইটিস এবং লেরিঙ্গো - ফেরেনঞ্জাইটিস ঃ** প্রতি ২-৩ ঘন্টা পরপর ১০-১৫ ফোঁটা অথবা ১ চা-চামচ পরিমান সিরাপ জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

ইনফ্লুয়েঞ্জাতে R6 ও ব্যবহার করা হয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R10

রজঃনিবৃত্তিকালীন ড্রপস

উপাদান ঃ

অ্যাসিড সাল্ফ D4, সিমিসিফিউগা D4, ল্যাকেসিস D12, সেঙ্গুনেরিয়া D4, সিপিয়া D4.

লক্ষণ ঃ

ঋতুবন্ধের সমস্যা ঃ মাথা গরম হয়ে যায়, প্রচুর ঘাম নিঃসৃত হয়। শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পরে, অবসাদগ্রস্থ দেখা যায়, মাথা ব্যাথা ও অনিয়মিত ঋতুস্রাব। যোনিদ্বারে চুলকানি, মানসিক ক্লান্তি ও উদাসীনতা।

কার্যপ্রণালী ঃ

ডিম্বাশয়ের সমস্ত প্রকার ব্যাধিতে R10-এর অনুকূল জীবতাত্ত্বিক প্রভাব আছে। **অ্যাসিড সাল্ফ ঃ** শারীরিক দুর্বলতা, বায়ু, অবসাদ, মাথা গরম হয়ে অস্বাভাবিক ঘাম হওয়া, রক্তক্ষরণের প্রবণতা, যোনিদ্বারে চুলকানি। **সিমিসিফিউগা ঃ** বিশেষত ঋতুবন্ধের পর অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির ত্রুটি, মানসিক অবসাদ, উত্তেজনা ও অস্থিরতা। **সেঙ্গুনেরিয়া ঃ** ভেসো-মোটর উপদ্রব, কখনো ঠান্ডা কখনো গরম, স্নায়বিক অস্থিরতা এবং মাথা ব্যাথা। **সিপিয়া ঃ** হরমোন সম্পর্কিত সমস্যা। শারীরিক এবং মানসিক ক্লান্তি। দুর্বল হয়ে পরা, ঘুম ঘুম ভাব এবং উদাসীনতা। মাথা গরম হয়ে প্রচুর ঘাম হয়। মানসিক সংবেদনশীলতা ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। মনে হয় পেট ভিতরের দিকে টেনে নিচ্ছে, অনিয়মিত ঋতুস্রাব হয়। আবেগ প্রকাশ পায় এবং শরীর কাঁপতে থাকে, মাথা ঘোরে, শ্বাসকষ্ট হয়, হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা দেখা যায়। ঋতুস্রাব শুরু হলে অবস্থার উন্নতি হয়।

মাত্রা ঃ

রোগের তীব্রতা অনুযায়ী ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩-৬ বার দেওয়া হয়। অবস্থার উন্নতি হলেই ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার করে দেওয়া হয়। সম্পূর্ণভাবে মানসিক সমতা না আসা পর্যন্ত ১০-১৫ ফোঁটা করে ১-২ বার দিনে ব্যবহার করা উচিৎ। R10 -এ কোন হরমোন নেই। যা সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়। এই রকম দ্রব্যাদির আনুষাঙ্গিক প্রয়োগ জীব প্রক্রিয়ায় কোন প্রভাব ফেলে না অথচ অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়।

মন্তব্য ঃ

স্ত্রী যৌনাঙ্গের অনেক সমস্যায় R10 ফলপ্রসূ। বিশেষত যোনির চুলকানি। মেট্রাইটিস, প্যারামেট্রাইটিস, ডিম্বাশয়ের প্রদাহে R10 এবং R1 ২-৩ ঘন্টা পর পর পর্যায়ক্রমে দেওয়া হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R11

বাতের ড্রপস

উপাদান ঃ

বারবারিস D4, ক্যালকেরিয়া ফস D12, কষ্টিকাম D6, ডালকামারা D4, নাক্সভোম D4, রোডোডেনড্রন D4, রাসটক্স D4.

লক্ষণ ঃ

নতুন অথবা পুরানো মাংসপেশীর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, রিউমাটিক ডায়াথিসিস। ভিজে যাওয়া, আঘাত পাওয়া, মাত্রাধিক পরিশ্রম থেকে সমস্যার সৃষ্টি হয়। অজানা উৎস থেকেও কোমর ব্যাথা আসতে পারে। হাড় ও মাংসপেশীর ব্যাথা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ভিজে গিয়ে সায়াটিকা, ঠান্ডা জায়গায় বসার থেকে এবং ঘাম বসে গিয়ে সায়াটিকার ব্যাথা চালু হয়। পুরানো অঙ্গবিকৃত সন্ধি বাত, স্পণ্ডিল আর্থ্রাইটিস, স্পণ্ডিলোসিস, সেক্রো-ইলিয়াক আর্থ্রাইটিস। বাতের ব্যাথা (মাংসপেশী, অস্থি সন্ধি, সন্ধি বন্ধনী) তাপমাত্রা পরিবর্তনে বিশেষত আর্দ্র আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পায়।

কার্যপ্রণালী ঃ

বারবারিস ঃ হঠাৎ কোমরে তীব্র ব্যাথা, প্রস্রাবে জ্বালা ও পাথর। **ক্যালসিয়াম ফস্ফর ঃ** কাঁধ এবং মেরুদণ্ডের মাংসপেশীর দুর্বলতা, হাড়ের বিকৃতি। রিউমাটিক ডায়াথিসিস, আদ্র জলবায়ুতে বৃদ্ধি পায়। শরীরের গঠন প্রকৃতির উপর কাজ করে। **কষ্টিকাম ঃ** উঠে বসা বা দাঁড়ানোর সময় কোমরে ব্যাথা। ঘাড় ও পৃষ্ঠদেশীয় মাংসপেশীর বেদনাদায়ক আড়ষ্ঠতা। স্নায়ুশূল, বিকৃত, দুর্বল, বেদনাদায়ক অস্থিসন্ধি। **রোডোডেনড্রন ঃ** ছোট ছোট অস্থিসন্ধির বাতের ব্যাথা। বজ্রপাত ঝড় বৃষ্টির সময় উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। **রাসটক্স ঃ** অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়ালেই ভেঙে যাওয়ার মত ব্যাথা অনুভব হয়। ভিজে যাবার পর বা ঘাম বসে এরকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। রাত্রে বা বিশ্রামের সময় উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। চলাচল করলে এবং গরমে উপশম হয়। ঠান্ডা লেগে পৃষ্ঠদেশের মাংসপেশীতে ব্যাথা হয়, সকালের দিকে ও ঠান্ডা আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পায়। সাধারণত স্নায়বিক উত্তেজনা থাকে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সন্ধি বাতে স্নায়ুশূল থাকে, দুর্বল আড়ষ্ঠতার সঙ্গে ত্রিকাস্থি অঞ্চলে কাঁপুনি অনুভব হয়। জলবায়ুর পরিবর্তনে এবং ভেজা স্যাঁত স্যাঁতে আবহাওয়ায় ব্যাথা বাড়ে। গরমে উপশম হয়। অনেক সময় ঠান্ডা জায়গায় বসার থেকেই বাত - গেঁটে বাত আসতে পারে।

মাত্রা ঃ

একিউট ব্যাথায় (কটিবাত বা সায়াটিকা), ১০ ফোঁটা করে প্রতি ১/২-১-২ ঘন্টা পর পর কিছুটা জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণত ১-২ দিনের মধ্যেই অবস্থার উন্নতি হয়। তারপর ১০ ফোঁটা করে ১-২ ঘন্টা পর পর দেওয়া হয়। রোগ সম্পূর্ণ নিরাময়ের জন্য বা প্রত্যাবর্তন বন্ধ করার জন্য বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার দেওয়া হয়। পুরোনো

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

পেশীবাত এবং সন্ধি বাতে, স্পণ্ডিল আর্থ্রাইটিস এবং স্পণ্ডিলোসিস-এ উপশম না হওয়া পর্যন্ত ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ২-৩ বার কিছুটা জলে মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

তীব্র রিউমাটিক পলিআর্থ্রাইটিস -এ R1 এবং R6 ব্যবহার করা হয়। ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্ক প্রলেপ্স -এর পর সাইটিকার ব্যাথায় R71 ব্যবহার করা হয় আবার পর্যায় ক্রমিকভাবেও ব্যবহার করা হয়। পাঁজরের মধ্যবর্ত্তী স্নায়ুশূলে আনুষাঙ্গিক R69 দেওয়া হয়। স্ত্রীরোগ সম্বন্ধীয় কোমর ব্যাথায় R50. অস্টিও আর্থ্রাইটিস-এ সঙ্গে R73 দেওয়া হয়। তীব্র সন্ধিবাতে R1 এবং R24. কাঁধ, হাত ও বাহুর বাতজণিত ব্যাথায় R46. সঙ্গে অস্টিওপোরোসিস থাকলে R34 দেওয়া হয়। সমস্ত প্রকার বাতে এটোমেয়র-বেকেরণ R30 ভীষণ ভালো কাজ করে।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R12

ক্যালসিফিকেশন ড্রপস

উপাদান ঃ

আর্ণিকা D3, আর্সেন জোডেট D4, অরাম ক্লোরেট D6, বেরিয়াম ক্লোরেট D4, ক্যালসিয়াম জোডেট D3, কোনিয়াম D5, গ্লোনোইন D6, ক্যালিয়াম জোডেট D3, প্লাম্বাম অ্যাসিটিক D6, ফস্‌ফরাস D5.

লক্ষণ ঃ

সাধারণত আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস এবং হাইপারটোনিয়া, মস্তিষ্কের আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস , মহাধমণী এবং হৃদধমণীর স্কেরোসিস, নেফ্রোস্ক্লেরোসিস, ডিস্‌বেজিয়া, পেটের ডিস্‌প্রাজিয়া, বার্ধক্য, দুর্বল স্মৃতিশক্তি, রক্ত জমে ওঠা, মাথা ঘোরা, ভুলে যাওয়া, সন্ন্যাস রোগ এবং এর পরিনাম সমূহ, গলগণ্ড এবং থাইরোটক্সিকোসিস-এর প্রবণতা।

কার্যপ্রণালী ঃ

বিভিন্ন প্রকার আয়োডেট ব্যবহার করায় দীর্ঘকালীন আয়োডিন চিকিৎসায় এই জৈব উপাদানটি ভীষণভাবে কার্যকর। **আর্ণিকা ঃ** সন্ন্যাস রোগের প্রবণতা, সন্ন্যাস রোগক্রান্ত হওয়ার শুরুতে এই ওষুধটি রোগীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। **অরাম ক্লোরেটাম ঃ** অবসাদগ্রস্থ মানসিক রোগ, মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়, বুক ধড়ফড় করে। **বেরিয়াম ক্লোরেট ঃ** ক্রমাগত স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, অস্থিরতা, মানসিক পরিবর্তন। মাথা ঘোরা, বধিরতা এবং বার্ধক্য নেমে আসে। **কোনিয়াম ঃ** মাথা ঘোরা, উঠলে পরেই বাড়ে, রক্তস্ফীতি হয়, স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, মানসিক পরিবর্তন, স্নায়ুতন্ত্রের দুর্বলতা এবং অতিসংবেদনশীলতা দেখা যায় ও পুরুষত্বহীনতা দেখা যায়। **আয়োডেটস্‌ ঃ** রক্তের সান্দ্রতা বৃদ্ধি পায়, থাইরয়েড গ্রন্থির উপর কাজ করে। রক্তবাহের দৃঢ়তা বাড়ে, আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস। **গ্লোনোইন ঃ** মস্তিষ্কে রক্তস্ফীতি দেখা যায়, নাড়ি দৃঢ়তার সঙ্গে চলে, বুক এবং হৃদপিণ্ডে চাপ অনুভব হয়। **প্লাম্বাম অ্যাসিটিকাম ঃ** বিবর্ণ, উচ্চরক্তচাপ, স্মৃতিশক্তি লোপ। নেফ্রোস্ক্লেরোসিস ও সন্ন্যাস রোগের পরিনাম হিসাবে ল্যাংড়ানো লক্ষ্য করা যায়।

মাত্রা ঃ

সাধারণভাবে ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার দেওয়া হয়। তীব্র অবস্থায়, শুরুতে দিনে ৪-৬ বার দেওয়া যায়। ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে অবস্থার উন্নতি হলে, দিনে ১-২ বার করে দীর্ঘদিন সেবন করতে দেওয়া উচিৎ। চিকিৎসা চলাকালীন খাবার লবন বন্ধ রাখা হয়। অবস্থার উন্নতি হলে স্বল্পমাত্রায় খেতে দেওয়া যেতে পারে। **গলগণ্ড এবং টক্সিক গলগণ্ডের** প্রবণতা থাকলে, ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ১ বার ৪-৬ সপ্তাহ দেওয়া উচিৎ। এইমাত্রা ১ মাস

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

পরপর পুনরাবৃত্তি করা হয়। **সন্ন্যাস** রোগে শুরুতে ১০-১৫ ফোঁটা করে ১-২ ঘন্টা পরপর বারে বারে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৪-৬ বার পর্যন্ত দেওয়া যায়।

মন্তব্য ঃ

পাশাপাশি হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা থাকলে R12 এবং R3 পর্যায়ক্রমিক ভাবে প্রতিটি ওষুধ দিনে ২-৩ বার দেওয়া হয়। **হৃদপেশী কলা বিনষ্ট হলে ঃ** R67এবং R2 দেখুন। **হৃদশূলে ঃ** পর্যায়ক্রমিক ভাবে R2 ব্যবহার করা হয়। **হৃদপিণ্ডের ক্ষীণতায় ঃ** R3 দেখুন। **কার্ডিয়াক ডিকম্পেন্সেশন -এ ঃ** R58. **মাথা ঘোরায় ঃ** পর্যায়ক্রমিক ভাবে R29. **ইন্টারমিটেন্ট ক্লডিকেশন, পেরিফেরাল ভাসকুলার সমস্যায়** R63 দেখুন।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R13

অর্শের ড্রপস

উপাদান ঃ

অ্যাসকিউলাস D2, কলিনসোনিয়া ক্যান D4, গ্রাফাইটস D8, হেমামেলিস D3, ক্যালিয়াম কার্বন D6, লাইকোপোডিয়াম D5, পেয়োনিয়া অফ D3, সালফার D5, অ্যাসিড নাইট্রিক D6, নাক্সভোমিকা D3.

লক্ষণ ঃ

অর্শ, চুলকানি, ব্যাথা, রক্তপাত, মলদ্বার চিড়ে যাওয়া, মলদ্বার বাইরে বেরিয়ে আসা, মলদ্বারের একজিমা, মলদ্বারে রক্তাধিক্য।

কার্যপ্রণালী ঃ

অ্যাসিড নিট ঃ অন্ত্রে ছুরিমারা, পেরেক ফোঁটানো ব্যাথা, মলত্যাগের সময় পেটে সম্পীড়ন ব্যাথা অনুভব এবং মলত্যাগের পরও এই ব্যাথা দীর্ঘ সময় বর্তমান থাকে। **অ্যাসকিউলাস হিপ ঃ** কালচে, লাল অর্শ মলদ্বার থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। শুকনো জ্বালাদায়ক বাহ্যিক অর্শ। ত্রিকাস্থি সংক্রান্ত জায়গায় সব সময় হাল্কা ব্যাথা অনুভব হয়, ভেনাস স্টেসিস। **কলিনসোনিয়া ক্যান ঃ** শ্রোনীচক্রে রক্তসঞ্চলন বেড়ে যায়, কোষ্ঠকাঠিন্য, বায়ু নিঃসরণ এবং রক্তপাতপূর্ণ অর্শ। **গ্রাফাইটস ঃ** কোষ্ঠকাঠিন্য, আম যুক্ত চকচকে ডেলা পাকানো মল। বায়ুর প্রকোপ, মলদ্বারে চুলকানি ও একজিমা। **হেমামেলিস ঃ** ভেরিসেস, রক্তপাতপূর্ণ অর্শ। **ক্যালিয়াম কার্বোনিকাম ঃ** কোমরে ব্যাথা, বায়ু নিঃসরণ, শক্ত মল ও মলদ্বারে জ্বালা। **লাইকোপোডিয়াম ঃ** ক্ষণস্থায়ী, বায়ু, অসম্পূর্ণ শুকনো মল, রক্তপূর্ণ অর্শ ও মলদ্বার বাইরে বেরিয়ে আসে এবং টাটানো ব্যাথা থাকে। সাধারণত বিষণ্ণতা, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং উদর অংশের বৃদ্ধি হয়। **পেয়োনিয়া ঃ** অর্শ সবসময় ভিজা থাকে, বেদনাদায়ক এনাল ফিসার, অর্শতে ব্যাথা ও চুলকানি থাকে যা থেকে রক্তপাতও হয়। **সালফার ঃ** মলদ্বার লাল হয়ে যায়, চুলকানি, একজিমা এবং অপরিচ্ছন্ন চর্ম রোগীদের জন্য একটি ভীষণ কার্যকারী ঔষধ।

মাত্রা ঃ

সাধারণভাবে ১০-১৫ ফোঁটা দিনে ৩ বার করে কিছুটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়। তীব্র ব্যাথায় শুরুতে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৪-৬ বার দেওয়া হয়। রোগ সমস্যা সম্পূর্ণভাবে দূর হবার পরেও ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ১-২ বার বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সেবন করা উচিত। কোষ্ঠকাঠিন্যের ক্ষেত্রে, পাশাপাশি মল নিয়ন্ত্রন রাখা বিশেষ প্রয়োজন। স্বভাবতই সকালে ও রাত্রের খাবারে পেট পরিষ্কার থাকে এমন খাদ্যগুণ সম্পন্ন খাবার খাওয়া উচিৎ। যেমন - সিদ্ধ ফল, তিসি, সবুজ মটর/

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

রাই-এর আটার রুটি, সাওয়ার ক্রাডট, দই ইত্যাদি। কোষ্ঠকাঠিন্য হয় এমন খাবার যেমন - সাদা রুটি, ক্যাকাও, শর্করা না খাওয়াই ভাল।

মন্তব্য ঃ

আনুষাঙ্গিক যকৃতের সমস্যা থাকলে, R7 দিনে ৩ বার খাবার আগে এবং ১০-১৫ ফোঁটা করে R13 খাবার পর দেওয়া হয়। ভেরিকোসিটি বা ভেনাস্টেসিস থাকলে পর্যায়ক্রমে R42 ব্যবহার করা হয়। রক্তপূর্ণ অর্শ থেকে প্রচুর রক্তপাতের কারণে পাণ্ডুরোগ দেখা দিলে সঙ্গে R31 ব্যবহার করা হয়। মহিলাদের ত্রিকাস্থি সংক্রান্ত অঞ্চলে কোমর সহ ব্যাথা হলে R50 দেখুন।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R14

স্নায়ু এবং ঘুমের ড্রপস

উপাদান ঃ

এভেনা স্যাটিভা D1, এ্যামোন ব্রোম D3, ক্যামোমিলা D4, এস্কলজিয়া D2, ইগনেশিয়া D6, হিউমিউলাস লুপ D2, প্যাসিফ্লোরা D2, ভেলেরিয়ানা Q, জিংকাম ভ্যাল D6, কফিয়া D4.

লক্ষণ ঃ

অনিদ্রা এবং ঘুম সম্পর্কিত নানা সমস্যা। অগভীর হাল্কা ঘুম বা নিদ্রাহীণতা, সকালের দিকে ঘুম ভাব, দিনের বেলা ক্লান্তি, সন্ধ্যায় উৎফুল্লতা। স্নায়বিক অস্থিরতা এবং স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা। দীর্ঘদিন মানসিক মতবিরোধের ফলস্বরূপ স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দেয়।

কার্যপ্রণালী ঃ

অনিদ্রা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, নিদ্রাহীণতার জন্য সৃষ্ট অন্যান্য সমস্যা নিয়মিত করে এবং রোগীর অনুকূলে নিয়ে আসে। **এ্যামোন ব্রোম ঃ** ঘুমের ওষুধ। **এভেনা স্যাটিভা ঃ** অত্যাধিক মানসিক চাপের ফলে স্নায়বিক দুর্বলতা এবং যৌন দুর্বলতা দেখা যায়। অবসাদ জণিত অনিদ্রা থেকে ক্রমশ আরোগ্য লাভ হয়। **ক্যামোমিলা ঃ** উত্তেজিত অতি সংবেদনশীল স্নায়ু তন্ত্রের উপর ভাল কাজ করে। অস্বস্তিকর ঘুম। **এস্কলজিয়া ঃ** ঘুমের ওষুধ। **হিউমিউলাস লুপ ঃ** সাধারণ স্নায়বিক ক্লান্তি, স্নায়বিক দৌর্বল্য, উন্মাদনা এবং অনিদ্রা। **ইগনেশিয়া ঃ** মানসিক পরিতাপ থেকে বিষন্নতা। স্নায়বিক দুর্বলতা ও উত্তেজনা প্রকাশ পায়, এরফলে দুঃখ ও উদ্বেগ দেখা দেয়। আত্মকেন্দ্রিক, নির্জনতা পছন্দ করে। **প্যাসিফ্লোরা ঃ** ঘুমের ওষুধ। স্নায়ু তন্ত্রের অস্থিরতা ও খিটখিটে ভাব। মানসিক ও শারীরিক ভাবে উৎফুল্ল থাকে, কিন্তু ঘুমোতে গেলেই নানান চিন্তা, উপদ্রব, ঘুম না হওয়ায় চনমনে ভাবের অভাব। **ভেলেরিয়ানা ঃ** হাল্কা ঘুম, ঘুম না হবার অবসাদ। স্নায়বিক দুর্বলতা এবং অস্থিরতা। **জিংকাম ভ্যাল ঃ** অনিদ্রা, হাতে-পায়ে হাল্কা ঝাঁকি অনুভব, দুঃস্বপ্ন, পায়ের অস্থিরতা।

মাত্রা ঃ

চূড়ান্ত স্নায়বিক দুর্বলতায় ও অনিদ্রায় ১০-১৫ ফোঁটা ওষুধ কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার দেওয়া হয়। রাত্রে ২০ ফোঁটা হাল্কা মিষ্টি জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কিছুদিনের মধ্যে সাধারণ সমস্যার সমাধান হয় বা ঘুমজণিত উদ্বেগভাব কেটে যায়। তারপর ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ১-২ বারই পর্যাপ্ত। যদিও বিভিন্ন ব্যক্তির উপর R14 ভিন্ন ভাবে কাজ করে। অতি সংবেদনশীল রোগীদের কখনো কখনো রোগ সমস্যা বাড়তেও পারে। বিশেষ করে অনিদ্রা জণিত সমস্যায়। এই সব ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের মাত্রা ৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার করে দেওয়া উচিৎ। কখনো এর থেকেও কম, এমনকি দিনে ১ বার করেও দেওয়া হয়ে থাকে (সন্ধ্যাবেলা সেবন করা উচিৎ নয়)। রোগী অনুসারে ওষুধের মাত্রা নির্ণয় করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফলাফল পাবার জন্য ২০-৩০ ফোঁটা করেও দিনে ৩ বার দেওয়া হয়। যদিও মাত্রা বাড়ানোর আগে বেশ কিছুদিন ওষুধের ক্রিয়া লক্ষ্য করা উচিৎ।

মন্তব্য ঃ

সাধারণ স্নায়বিক দুর্বলতায় আনুষাঙ্গিক ভিটা-সি 15 ভাল কাজ করে।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ভিটা-সি 15 ডাঃ রেকওয়েগ

স্নায়ুর টনিক ও ঘুমের ওষুধ

উপাদান ঃ

অ্যাসিড ফস D3, সাইট্রাস মেডিকা লিমোনাম D1, ককিউলাস D5, হেলোনিয়াস ডায়োকা D5, সিপিয়া D5, জিংকাম মেট D6, স্যাকারাম, করিজেনসিয়া, ইগনেশিয়া আমারা D5.

লক্ষণ ঃ

স্নায়বিক ক্লান্তি, স্নায়বিক দুর্বলতা, পরিশ্রান্তি, মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে অনিদ্রা ও স্নায়বিক মাথা ব্যাথা, সহজেই দুর্বল হয়ে পরা। সাধারণ স্নায়বিক দৌর্বল্য জণিত ক্লান্তি, কর্মশক্তির অভাব, মনঃসংযোগে অসমর্থ।

কার্যপ্রণালী ঃ

শারীরিক শক্তি প্রদান কারক। **অ্যাসিড ফস্ ঃ** শারীরিক এবং মানসিক দুর্বলতা, কটিদেশ ও পৃষ্ঠদেশের দুর্বলতা, মানসিক কাজ করতে অসমর্থ হয়ে পরে আত্মবিশ্বাস হীণতা। দিনের বেলায় ঘুম ঘুম ভাব, কথা বলতে অপছন্দ করে। বীর্য দুষণ ও যৌন দুর্বলতা। **সাইট্রাস মেডিকা লিমোনাম ঃ** রক্ত ও রক্ত সঞ্চালনের উপর কার্যকর। মুর্চ্ছা যায় ও নাড়ি দুর্বল থাকে। **ককিউলাস ঃ** শারীরিক দুর্বলতা, ক্লান্তি, উত্তেজনা, মানসিক অবসাদগ্রস্থ, নিদ্রাহীণতা, ঘাড়ের মাংসপেশীর দুর্বলতা ও মাথা ভার ভার ভাব। **হেলোনিয়াস ঃ** বিশেষত মহিলারা জরায়ুজণিত রোগে অতি দুর্বলতা ও শ্রান্তি অনুভব করে। স্নায়বিক উত্তেজনা, অবসাদ এবং একা থাকতে চায়। **সিপিয়া ঃ** বিষন্ন, উত্তেজিত এবং মনমরা হয়ে থাকে। কর্মে উদাসীনতা, বিশেষ করে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। **জিংকাম মেট ঃ** ভীষণ স্নায়বিক ক্লান্তি, পায়ের অস্থিরতা, স্নায়ুতন্ত্রের নিস্পিশ ভাব, মিতভাষী, ধীর অনুধাবন ক্ষমতা, স্মৃতি দুর্বলতা, সুষুম্নাকাণ্ড ধরে জ্বালা ভাব এবং দুর্বলতা, হাতে এবং পায়ে অবশ ভাব এবং সুচ ফোঁটানো অনুভূতির উপলব্ধি হয়।

মাত্রা ঃ

চিকিৎসার শুরুতে ১ চা চামচ (৫ মিলি) থেকে ১ লিকার গ্লাস (৩০ মিলি) পরিমান দিনে ৩ বার করে দেওয়া হয়। অবস্থার উন্নতি হলে একই মাত্রা কেবলমাত্র সন্ধ্যাবেলা দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

ঘুমের সমস্যায় ঃ R14 দেখুন, যা একই সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। রজঃবন্ধকালীন অবস্থায় ঃ আনুষাঙ্গিক R10 দেওয়া হয়। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির সমস্যায় ঃ R19 ও R20 দেখুন। রক্তচাপ কম থাকলে ঃ R44 দেখুন। পুরুষত্ব হীনতায় ঃ R41 ব্যবহার করা যেতে পারে।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R16

মাইগ্রেন ও স্নায়ুশূলের ড্রপস

উপাদান ঃ

সিমিসিফিউগা D4, জেলসিমিয়াম D3, আইরিস D2, সেঙ্গুনেরিয়া D3, স্পাইজেলিয়া D4.

লক্ষণ ঃ

আধকপালে, স্নায়বিক মাথা ব্যাথা, মস্তিষ্কের স্নায়ুশূল, সামান্য ঠান্ডা লেগে নিয়মিত মাথা ব্যাথা থাকার জন্য বিতৃষ্ণা এসে যায়।

কার্যপ্রণালী ঃ

সিমিসিফিউগা ঃ ডিম্বাশয়ের সমস্যা থেকে স্নায়ুশূলের উৎপত্তি, চোখের উপরি অংশে ব্যাথা, মস্তিষ্কের উপরিভাগে তাপ অনুভব হয়। **জেলসিমিয়াম ঃ** মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। ভীষণ দুর্বলতা অনুভব, আলো অপছন্দ করে, চোখের উপরিভাগে ব্যাথা অনুভূত হয়। **আইরিস ভার্স ঃ** পর্যায়ক্রমিক আধকপালে, ভীষণ মাথা ব্যাথা, সাময়িক দৃষ্টিশক্তিও লোপ পেতে পারে, মাথা যন্ত্রণার চূড়ান্ত পর্যায়ে তিতো বমিও হয়। **সেঙ্গুনেরিয়া ঃ** স্নায়বিক অস্থিরতা, মাথা ব্যাথা, পর্যায়ক্রমে শরীরে গরম ও কাঁপুনি ভাব অনুভব হয়। আলো ও শব্দে অনীহা, শুয়ে থাকলে একটু ভালো লাগে। **স্পাইজেলিয়া ঃ** একদিকের মাথা ব্যাথা, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাথার বৃদ্ধি এবং সূর্যাস্তের সঙ্গে হ্রাস পায়। আনুষাঙ্গিক হৃদরোগও থাকতে পারে।

মাত্রা ঃ

মাথা যন্ত্রণার তীব্রতা অনুসারে ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলের সঙ্গে দিনে ৩-৬ পর্যন্ত দেওয়া হয়। এমনকি অবস্থার উন্নতি হলেও দিনে ২-৩ বার ১০ ফোঁটা করে সেবন করতে দেওয়া উচিৎ।

মন্তব্য ঃ

ইনফ্লুয়েঞ্জায় R6 ও ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্কের স্নায়বিক প্রদাহ এবং সাইনাসের প্রদাহে, ১০-১৫ ফোঁটা করে R1 কিছুটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিনে ৩-৬ বার দেওয়া হয়। আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস, মস্তিষ্কের স্ক্লেরোটিক সমস্যায় এবং উচ্চরক্ত চাপে R12 দেওয়া হয়। বাত ও স্নায়ু সম্বন্ধিত মস্তিষ্কের সমস্যায় ঃ R11 দেখুন। সাইনুসাইটিস্-এ ঃ R49 এবং R1 দেখুন। ট্রাইজেমিনাল এবং মুখের স্নায়ুশূল ঃ R70 দেখুন। উপরে বর্ণিত সব ওষুধই প্রয়োজনে R16-এর সঙ্গে ব্যাবহার করা যায়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R17

টিউমার ড্রপস

উপাদান ঃ

নাজা ট্রাইপুডিয়ান্স D6, স্ক্রোফুলারিয়া নোডোসা D2, অ্যাসিডাম ল্যাক্ট D4.

লক্ষণ ঃ

সবরকম টিউমার, মেলিগন্যান্ট অথবা বিনাইন, ক্যান্সার। রোগাক্রান্ত কলাকোষের পুনঃগঠন (যক্ষ্মার ক্ষত)। অস্বাভাবিক কলাকোষের বৃদ্ধি এবং একজিমা যা শরীরের ভিতর এবং বাইরে প্রভাব ফেলে। গ্রীষ্মকালীন প্রদাহ জণিত ফুসকুড়ি। অস্বাভাবিক এপিথেলিয়াল বৃদ্ধি, আঁশ ও আঁচিলের উৎপত্তি।

কার্যপ্রণালী ঃ

নাজা ট্রাইপ ঃ রোগাক্রান্ত কলাকোষের পুনঃরুদ্ধার করে, ক্যান্সার জাতীয় বৃদ্ধি দমন করে। শরীরের প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধি করে। টিউমার এবং স্কার থেকে, ফুলে যাওয়া চামড়া থেকে, পূঁয ক্ষরণ হ্রাস করে এবং রোগীর উপশম হয়। আক্রান্ত হওয়া চামড়ার রক্ত মাংস সংক্রান্ত স্তর, মাংশপেশী এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি থেকে পূঁয ক্ষরণ হ্রাস করে। টিউমার পরিবেষ্ঠিত ফুলে ওঠা চামড়া থেকেও পূঁযক্ষরণ কম হয়। **স্ক্রোফুলারিয়া নোডোসা ঃ** কার্সিনোমাটা: ক্যান্সার জাতীয় গ্রন্থির বৃদ্ধি, রোগাক্রান্ত কলাকোষের পুনঃরুদ্ধার করে। স্তনে বিনাইন এবং ম্যালিগন্যান্ট উভয় প্রকার পিণ্ডই দেখা যায়, যা ধীরে ধীরে টিউমারের রূপ নেয়। পাকস্থলীর ক্যান্সার জাতীয় ঘাত, জরায়ুর টিউমার, ক্যান্সার জাতীয় টিউমার, এপিথেলিয়াল এবং রক্তমস্তপূর্ণ টিউমার।

মাত্রা ঃ

সাধারণত কিছুটা জলে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয়। যদি ক্যান্সার সনাক্ত হয় তবে কিছুটা জলের সঙ্গে ২০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার দেওয়া হয়। অবস্থার উন্নতি শুরু হলে ধীরে ধীরে মাত্রা কমানো হয় এবং অনেক মাস পর্যন্ত ওযুধ প্রয়োগ করা হয়।

মন্তব্য ঃ

এই ওযুধটি ক্যান্সারের চিকিৎসায় সম্পূরক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অপারেশনের পর বা রেডিও থেরাপী শেয হবার পরও রোগীর সার্বিক উন্নতির জন্য R17 ব্যবহার করা হয়। ক্যান্সারের অগ্রিম পর্যায়ে তীব্র ব্যাথায় R17 অনেকটাই উপশম দেয়। মহিলাদের শ্রোণী চক্রের রোগে যথাক্রমে R38 ও R39 আনুযাঙ্গিক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। রক্তাল্পতায় ঃ R31 প্রস্টেট গ্রন্থির রোগে ঃ R25 দেখুন। যকৃতের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একই সঙ্গে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে বার R7 দেওয়া হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R18

কিডনি এবং মূত্রাশয়ের ড্রপস

উপাদান ঃ

বারবারিস D4, ক্যান্থারিস D4, ডালকামারা D4, ইকুইজিটাম D6, ইউপাটোরিয়াম D3.

লক্ষণ ঃ

বৃক্কের প্রদাহ, ত্রিকাস্থি স্থলে ব্যাথা, পেটের আবরক ঝিল্লির প্রদাহ, মেট্রাইটিস, মূত্রস্থলীর তীব্র ব্যাথা, মূত্রস্থলীর প্রদাহ, প্রস্রাবে জ্বালা, হলুদ-ঘেলাটে প্রস্রাব।

কার্যপ্রণালী ঃ

বারবারিস ঃ বৃক্কদেশে তীব্র ব্যাথা হয়, যা চাপে বৃদ্ধি পায়। ত্রিকাস্থি স্থলের ব্যাথা, পশ্চাৎদেশে কাঠিন্য এবং অবশতা, মনে হয় চামড়ার মধ্যে দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে। **ক্যান্থারিস ঃ** বৃক্কদেশে লঘু ব্যাথা, প্রস্রাবের সময় জ্বালা ও বারবার প্রস্রাব করার বেগ পায়, প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা করে নির্গত হয়, লালচে রঙের এলবুমিন যুক্ত থাকে এবং কিঞ্চিৎ পরিমান রক্তও মিশ্রিত থাকে, মূত্রস্থলীর প্রদাহ। **ইকুইজিট হাইম ঃ** স্যালিসিক অ্যাসিড থাকার জন্য ক্যান্থারিসের মতই বৃক্ক এবং মূত্রস্থলীর উপর কাজ করে। বারবার প্রস্রাব পাওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায় এবং প্রস্রাবে রক্তের পরিমানও কমে যায়। প্রস্রাবের বেগ ধারন ক্ষমতা কমে যায়, বিশেষ করে মহিলাদের মূত্রস্থলীর উপদ্রব দেখা যায়। মূত্রে এলবুমিন ও রক্ত থাকে। মূত্রে ইউরিক অ্যাসিড থাকে বলে প্রস্রাবে জ্বালা পায়। **ইউপাটোর পারফ ঃ** মূত্রস্থলীর উদ্বেগ ও বারবার যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাবের বেগ পায়, এসব ক্ষেত্রেই বিশেষ করে ব্যবহৃত হয়। বার বার বেদনাদায়ক প্রস্রাবের বেগ পায়, কিন্তু পর্যাপ্ত প্রস্রাব হয় না বরং এলবুমিন যুক্ত ও রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব হয়। **ডালকামারা ঃ** মূত্রস্থলীর উদ্বেগ, বারবার বেদনাদায়ক প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাব স্বল্প মাত্রায় হয় এবং এলবুমিন ও রক্ত মিশ্রিত থাকে। ভিজে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় রোগের বৃদ্ধি, পক্ষাঘাত গ্রস্থ মূত্রস্থলী। মূত্রস্থলীর ঝিল্লিপর্দার পচন শুরু হয়, দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব হতে থাকে।

মাত্রা ঃ

মূত্রস্থলীর প্রদাহে এবং বৃক্ক-শ্রোণীর প্রদাহে শুরুতে ১০ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় দেওয়া হয়। পরে ২ ঘন্টা পর পর দেওয়া হয়। পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ১০-১৫ ফোঁটা দিনে ৩-৪ বার করে কিছুটা জলে মিশিয়ে খেতে বলা হয়। পুরানো মূত্রস্থলীর প্রদাহে, বৃক্কশ্রোণীর প্রদাহে এবং মূত্রে ব্যাকটেরিয়া থাকলে, রোগের লক্ষণ সম্পূর্ণ দূর না হওয়া পর্যন্ত ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ২-৩ বার কিছুটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। মূত্রস্থলীর উপদ্রবে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ১-২ বার কিছুটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

বৃক্কে পাথর থাকলে আনুযাঙ্গিক ১০-১৫ ফোঁটা করে R27 দিনে ২ বার দেওয়া হয়। প্রস্টেট গ্রন্থির প্রদাহে ঃ R18 এবং R25 পর্যায়ক্রমিক ভাবে দেওয়া হয়। মূত্রে এলবুমিন থাকলে, বৃক্কের রোগে, পুরানো নেফ্রাইটিস্ এ আনুযাঙ্গিক R64 ব্যবহার করা হয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R19

পুরুষদের জন্য গ্রন্থির ড্রপস

ডাঃ রেকওয়েগ R20

মহিলাদের জন্য গ্রন্থির ড্রপস

উপাদান ঃ

গ্লান্ডুলি থাইমি D12, থাইরয়ডিনাম D12, হাইপোফাইসিস D12, প্যানক্রিয়াস D12, গ্লান্ডুলি সুপ্রারেনালিস D12, টেস্টিস D12 (R20- তে ওভারিয়া D12).

লক্ষণ ঃ

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির উপসর্গ, বৃদ্ধি জণিত সমস্যা, পিটুইটারি গ্রন্থির ত্রুটিপূর্ণ ক্রিয়ার জন্য সৃষ্টি স্থূলতা, যথাক্রমে কম ওজন, গলগণ্ড, গ্রেভস ডিজিজ, এডিসন ডিজিজ, মিক্সিডিমা ইত্যাদি।

কার্যপ্রণালী ঃ

গ্লান্ডুলি সুপ্রারেনালিস ঃ দুর্বলতা, ওজন কমে যাওয়া, পেশীর দুর্বলতা। এলার্জি জাতীয় সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, হাইপারটোনিয়া-হাইপোটোনিয়া। **হাইপোফাইসিস** ঃ হরমোন তন্ত্রের একটি অপরিহার্য উপাদান। অন্তঃক্ষরণ নিয়ন্ত্রন করে, রক্তের ল্যাক্টিক অ্যাসিড, ধাতব পরিণতি এবং তরল পদার্থের সাম্য নিয়ন্ত্রণ করে (অতিরিক্ত মূত্র উৎপাদন হ্রাস করে)।**প্যানক্রিয়াস** ঃ অগ্ন্যাশয় জণিত বহুমূত্র। পাচকরস তৈরি উদ্দীপিত করে। **টেস্টিস (পুরুষ) অথবা ওভারিয়া (মহিলা)** ঃ বার্ধক্য, শক্তি হ্রাস, স্মৃতি লোপ, অবসাদ, গ্রন্থির কার্যগত সমস্যার সৃষ্টি, হীনন্মন্যতা, ক্রিপ্টঅরকাইডিজম, রাত্রিকালীন বিছানায় প্রস্রাব, পুরুষত্বহীনতা, উদাসীন মহিলা, স্বকামী মানসিকতা। বীর্যে শুক্রানু অনুপস্থিত থাকে বা কম থাকে। রক্ত প্রবাহ জণিত সমস্যা, রক্ত জমে যায়। পিটুইটারী গ্রন্থির অস্বাভাবিক ক্রিয়া হ্রাস করে। **গ্লান্ডুলি থাইমি** ঃ শ্রান্ত, মঙ্গোলিজম। **থাইরয়ডিনাম** ঃ থাইরয়েড গ্রন্থিকে নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরয়েড গ্রন্থির অনিয়মিত বিকাশ হয়। মিক্সিডিমা, শরীরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়, রক্তে কোলেষ্টেরল এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধির বিকাশ হ্রাস পায়।

মাত্রা ঃ

সাধারণতঃ ১০-১৫ ফোঁটা কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

প্রতিটি ওষুধই কিছুটা করে প্রাথমিক কলা কোষ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং শক্তি বাড়ানো হয়। শক্তিবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় মূলত পৃষ্ঠতল বাড়ানো হয়, যা থেকে ওষুধ গুলির স্থূল অবস্থার বিপরীত মুখি উপকারী কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় (Arndt-Schulz নীতি অনুসারে)। এইভাবেই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ত্রুটিপূর্ণ ক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলা সম্ভব অন্যথায় এইকাজ খুবই কঠিন। দুর্বল রোগাক্রান্তের প্রতিক্রিয়া বাড়ানোর জন্য R26 ব্যবহার করা হয়। মেদ বৃদ্ধিতে R59.

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R21

রক্ত ও ত্বকের পুনর্গঠনের ড্রপস

উপাদান ঃ

থুজা D30, সোরিনাম D30, মেডোরিনাম D30, ভ্যাক্সিনিনাম D30,

লক্ষণ ঃ

পুরানো একজিমা, যেখানে সাধারণ চিকিৎসায় কোন ফলাফল পাওয়া যায় না। চর্মরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক গঠন প্রকৃতির উন্নতি হয়।শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

কার্যপ্রণালী ঃ

মেডোরিনাম ঃ পায়ের বিভিন্ন জায়গায় চুলকানি হয়, সন্ধ্যাবেলা চুলকানি বৃদ্ধি পায়। দাগগুলি লাল ও তামাটে লাল হয়, কখনো কখনো বাদামী রঙ এ রূপান্তরিত হয়, আঁচিল। গনোরিয়া চেপে থাকার ফলেই রোগের উৎপত্তি। **সোরিনাম** ঃ লসিকা ও গ্রন্থিতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। গুটিকা, নোডিউল ও ফুসকুড়ি। রোগী সাধারণত দুর্বল থাকে, দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষরণ হয়। **থুজা** ঃ ত্বক বেদনাদায়ক ও অতি সংবেদনশীল হয়। স্পর্শ করলে উপসর্গ বাড়ে, গায়ে পিঁপড়ে চলে বেড়ানোর মতো অনুভূতি, চুলকানি ও জ্বালা থাকে। মাথায় ও মুখে একজিমা দেখা যায়, আঁচিল। **ভ্যাক্সিনিনাম** ঃ গুটিবসন্তের টীকাকরণ থেকে উৎপত্তি সমস্যা, লাগাতার চামড়ায় গুটি বের হয়। স্নায়ুশূল ও সাধারণ শারীরিক অস্বাভাবিক অবস্থা লক্ষ করা যায়।

মাত্রা ঃ

সাধারণত ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার খাবার আগে দীর্ঘদিন দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

একজিমায় ঃ R23 , যেখানে সমস্যা বার বার ফিরে আসে সেক্ষেত্রে ১০-১৫ ফোঁটা করে R21 দিনে ১-২ বার দেওয়া হয়। লক্ষণীয় উন্নতি হবার পরও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত মাত্রা কমিয়ে দিনে ১ বার করে দেওয়া হয়। শরীরের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাপনাকে উদ্দীপিত করার জন্য এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা বাড়ানোর জন্য R26. সোরিয়াসিস - এ ঃ R65 দেখুন।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R22

স্নায়ুরোগ ও হৃদশূলের ড্রপস

উপাদান ঃ

গ্রাইগুেলিয়া রোব D4, ল্যাকেসিস D12, ন্যাজা ট্রাইপুডিয়ান্স D12.

লক্ষণ ঃ

স্নায়বিক উপদ্রব, বায়ু নিঃসরনের পরেও চাপবোধ ও শ্বাসরোধকারী অবস্থার সৃষ্টি হয়, হৃদশূলের মত পরিস্থিতি।

কার্যপ্রণালী ঃ

ন্যাজা ট্রাইপ ঃ হৃদশূলের মতন অবস্থায় কপাল এবং কানের দুদিকে ব্যাথা, বেদনা, চাপবোধ, সাধারণ স্নায়বিক অস্থিরতা দেখা যায়। তরুণ স্নায়বিক কাশি থেকেও হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা এবং অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। **গ্রাইণ্ডেলিয়া ঃ** বক্ষদেশের তুলনায় হৃদপিণ্ড আকারে বড় হয়ে গেছে বলে মনে হয়। হৃদপিণ্ড এবং শ্বাসযন্ত্রের দুর্বলতা, বিছানায় শুলেই মনে হয় শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। **ল্যাকেসিস ঃ** স্নায়বিক দৌর্বল্য, আধ্যাত্মিক বিদ্বেষ, বিশেষ করে বাদিকের চোখের উপর থেকে মাথাব্যাথা, বুক ধড়ফড় করে, মনে হয় দমবন্ধ হয়ে যাবে,রাত্রে শোবার সময় এবং গরম থেকে উপসর্গ বৃদ্ধি পায়।

মাত্রা ঃ

সাধারণত দীর্ঘদিন ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

হৃদপিণ্ডের অপ্রতুলতা এবং ক্ষয়রোগে R3 দেখুন। এই ওষুধটি R22-এর সঙ্গেও দেওয়া যেতে পারে। হৃদশূলে ঃ R2. হৃদপিণ্ডের কার্যগত বিপত্তি হলে ঃ R58. মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনে ঃ R67 এবং R55. হৃদস্পন্দনের সমস্যায় ঃ R66.

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R23

একজিমার ড্রপস

উপাদান ঃ

আর্সেন এ্যাল্ব D30, এপিস মেলিফিকা D30, রাসটক্সিকোডেনড্রন D30, সালফার D30.

লক্ষণ ঃ

তরুণ এবং প্রাচীন একজিমা, ব্রণ, হারপিস, উদ্ভেদ, এসার।

কার্যপ্রণালী ঃ

এপিস মেলিফিকা ঃ চারদিকে এরিসেপালাস বেষ্টিত রক্তমস্তপূর্ণ আবরণ ফুলে ওঠে এবং ছুরি মারার মত ব্যাথা অনুভব হয়। চুলকানি যুক্ত ডার্মাটোসিস। **আর্সেন এ্যাল্ব ঃ** ত্বক শুকনো, আঁশযুক্ত, একজিমা থেকে ফোস্কা, পুঁয জমে যাওয়া এবং এসার, খুশকি। মাথায় মোটা আঁশযুক্ত দুর্গন্ধময় পুঁয জাতীয় একজিমা। **রাসটক্স ঃ** চামড়ার এরিসেপালাস, লাল ফোস্কা। এরিদিমা (লাল হয়ে ফুলে থাকা ত্বক) দ্রুত ফোস্কায় রূপান্তরিত হয়। প্রায়ই এরকম ফুলে ওঠে। পুঁয তৈরি হয় ও এসার। একজিমার চারপাশের চামড়া প্রদাহ জণিত কারণে লাল হয়ে ফুলে ওঠে।

মাত্রা ঃ

সকাল ও সন্ধ্যায় ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দীর্ঘদিন সেবন করতে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

পুরোনো একজিমায় শারীরিক উন্নতির জন্য প্রতিদিন ১০-১৫ ফোঁটা করে R21দেওয়া যেতে পারে। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ঃ আনুষাঙ্গিক R26. হারপিস জোস্টার - এ ঃ R68 দেখুন। সোরিয়াসিস - এ ঃ R65 দেখুন। ক্রেডল ক্যাপ - এ ঃ R34. ঘাম - এ ঃ R62 দেখুন।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R24

ফুসফুসের ঝিল্লি প্রদাহ, পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থানের স্নায়ুশূল

উপাদান ঃ

সিমিসিফিউগা D6, কলোসিস্থিস D8, ক্যালিয়াম কার্ব D6, ন্যাট্রাম সাল্ফ D6, রেনানকিউলাস বাল্বোসাস D4, ব্রায়োনিয়া D4.

লক্ষণ ঃ

প্লুরাইটিস, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহে যন্ত্রনাদায়ক ব্যাথা। এপেন্ডিসাইটিস, ওভারাইটিস, পেরিটোনাইটিস, পেরিকার্ডাইটিস ইত্যাদি। একিউট আর্থ্রাইটিস ও পলি আর্থ্রাইটিস।

কার্যপ্রণালী ঃ

সিমিসিফিউগা ঃ প্লুরোডায়নিয়া, বিশেষ করে ডানদিকে, স্নায়বিক মহিলাদের জন্য। **কলোসিস্থিস ঃ** স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব দ্বারা এটি প্লুরোসিতেও কাজ করে। **ক্যালিয়াম কার্ব ঃ** প্লুরোডায়নিয়া, বুকে সুচ ফোঁটানো ব্যাথা, নড়াচড়ায় অপরিবর্তনীয়, মূলত বিকেলের দিকে বৃদ্ধি পায়। নিউমোনিয়া, প্রচুর রস জমে ও শব্দসহ কাশি হয়। ফুসফুসের কলাকোষের উপর কাজ করে, অত্যধিক ঘাম বসে গিয়ে নিউমোনিয়ার সৃষ্টি, প্লুরিসিতে রস জমে, প্লুরোনিউমোনিয়া। **ন্যাট্রাম সাল্ফ ঃ** হাইড্রোজিনয়েড শারীরবৃত্তিক গঠনের মূল ওষুধ। স্যাঁতস্যাঁতে বা পারিপার্শিক ভেজা আবহাওয়ায় ব্যাথা বৃদ্ধি পায়। বাদিকে ৯ এবং ১০ নং পাঁজরের স্থানে বুকে সর্দি জমে ওঠে। **রেনানকিউলাস বাল্ব ঃ** পাঁজরের অন্তঃবর্তী স্থানে বাতের ব্যাথা। বুকে তীক্ষ্ণ ব্যাথা, শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে, চাপ দিলে, তাপমাত্রার পরিবর্তন হলে বৃদ্ধি পায় এবং দমবন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়।

মাত্রা ঃ

সাধারণত ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৪-৬ বার খাবার আগে দেওয়া হয়। অবস্থার উন্নতি হলে ১০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘদিন যাবৎ সেবন করা উচিৎ।

মন্তব্য ঃ

যদি আগে থেকেই ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ হয় ঃ আনুষাঙ্গিক R6, দিনে ২-৩ বার দেওয়া হয়। যদি কণ্ঠনালীর প্রদাহ থাকে ঃ সেক্ষেত্রে ১০-১৫ ফোঁটা করে R1 দিনে ১-২ বার দেওয়া হয়। ব্রংকাইটিস ও হুপিং কাশিতে ঃ জুটুসিন ড্রপস R9 এবং জুটুসিন সিরাপ R8 তুলনামূলকভাবে দেওয়া হয়। শ্বাসনালীর সর্দিতে ঃ R48 দেখুন। পুরানো যক্ষ্মাজণিত ব্রংকাইটিস -এ ঃ R57 দেখুন। ডিম্বাশয়ের প্রদাহে ঃ পর্যায়ক্রমে R1 এবং প্রয়োজন মত R38 ও R39 ব্যবহার করা হয়। একিউট এপেন্ডিসাইটিসে ঃ অপারেশন না করা পর্যন্ত R28 এবং R38 পর্যায়ক্রমিকভাবে ১০-১৫ ফোঁটা করে প্রতি ১-২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। বারবার ফিরে আসা এপেন্ডিসাইটিসে ঃ দিনে ১ বার ১০-১৫ ফোঁটা করে R1, R24 এবং R38 দেওয়া হয়। একিউট আর্থ্রাইটিসে অথবা পলিআর্থ্রাইটিসে ঃপর্যায়ক্রমিকভাবে R1 এবং R24 ১-২ ঘন্টা পরপর, একদম শুরুতে ১/২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। পাঁজরের মধ্যবর্তী স্নায়ুশূল - এ ঃ R69 এবং R24 পর্যায়ক্রমিকভাবে দেওয়া হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R25

প্রস্টেট গ্রন্থি প্রদাহের ড্রপস

উপাদান ঃ

চিমাফাইলা আম্বিলাটা D3, ক্লিমেটিস D3, কোনিয়াম D5, ফেরাম পিক D4, পেরেইরা ব্রাভা D2, পপিউলাস ট্রেম D3,পালসেটিলা D3, সাবাল সেরুলাটা D2.

লক্ষণ ঃ

তরুণ এবং পুরোনো প্রস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ এবং এর প্রভাব সমূহ।

কার্যপ্রণালী ঃ

চিমাফাইলা আম্বিলাটা ঃ প্রস্রাব করার সময় তীব্র ব্যাথা, রাত্রে বারবার প্রস্রাবের বেগ পায়। মূত্রাশয় থেকে মূত্রনালীর শেষ পর্যন্ত ব্যাথা প্রবাহিত হয়, মূত্রাশয়ের পাথর। **ক্লিমেটিস ঃ** প্রদাহজণিত কারণে মূত্রনালীর সংকোচন, মূত্র চক্‌চকে হয় কিন্তু কোন পূঁয থাকে না। থেকে থেকে প্রস্রাব হয়। ফোঁটা ফোঁটা করে জ্বালাসহ প্রস্রাবের জন্য অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়, শেষ পর্যন্ত জ্বালাহীন ধারায় প্রস্রাব হয়। গনোরিয়া, অন্ডকোষের প্রদাহ। **কোনিয়াম ঃ** প্যারালাইসিস জণিত দুর্বলতা, দুর্বল মূত্র প্রবাহ। **ফেরাম পিকরিন ঃ** রাত্রিকালীন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, অসারে মূত্রক্ষরণ, প্রচুর মূত্রত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে। **পেরেইরা ব্রাভা ঃ** বারবার মূত্রত্যাগের তীব্র প্রবণতা, ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব হয়। বৃক্ক থেকে ব্যাথা উরু পর্যন্ত নেমে আসে, মূত্রে পাথর থাকে, মূত্র রক্তমিশ্রিত ও আম্লিক হয়। মূত্রস্থলীর পাথর। **পপিউলাস ট্রেমিউল ঃ** মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, বেদনাদায়ক হয়। প্রস্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধি পায়, কুঁচকিতে ব্যাথা হয়। **পালসেটিলা ঃ** প্রস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ, অন্ডকোষের প্রদাহ, গনোরিয়া, ঘোলা এবং হলদে প্রস্রাব, প্রস্টেট গ্রন্থির হাইপারট্রফি, সঙ্গে কুঁচকিতে ব্যাথা। **সাবাল সেরুলাটা ঃ** প্রস্টেট গ্রন্থির হাইপারট্রফি, সঙ্গে মূত্রস্থলীও যুক্ত থাকে, বারবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রস্রাব বেদনাদায়ক হয়।

মাত্রা ঃ

সাধারণত ১০-১৫ ফোঁটা ওষুধ কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৪-৬ বার খাবার আগে দেওয়া হয়। অবস্থার উন্নতি হলে ১০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার, সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘদিন সেবন করা উচিৎ।

মন্তব্য ঃ

প্রস্টেট গ্রন্থির তরুণ প্রদাহ ঃ আনুষাঙ্গিক R1. বৃক্ক ও মূত্রস্থলীর প্রদাহে ঃ তুলনামূলকভাবে রোগের লক্ষণ মিললে R25 এবং R18 দেওয়া হয়। নিতম্ব বেদনায় ঃ R71. বৃক্কের রোগ সমূহে ঃ R64. একই সঙ্গে আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস থাকলে ঃ আনুষাঙ্গিক ভাবে R12 দেওয়া হয়। হৃদধমণীর স্ক্লেরোসিস- এ ঃ সঙ্গে R2 দেওয়া হয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R26

নিষ্কাসক এবং উদ্দীপক ড্রপস

উপাদান ঃ

অ্যাসিড নাইট্রিক D12, অ্যাসিড ফস্‌ফরিক D12, ক্যালসিয়াম জোডেটাম D12, ফেরাম জোডেটাম D12, সালফার আয়োড D12.

লক্ষণ ঃ

দুর্বল জীবদেহের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করে। নিম্নে বর্ণিত উপাদানগুলির গুণগত কার্যের জন্য শরীরের প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

কার্যপ্রণালী ঃ

অ্যাসিড নাইট্রিক ঃ সামান্য পরিশ্রম করলেই বুক ধড়ফড় করে, রাত্রে প্রচুর ঘাম হয় এবং তার জন্য ক্লান্তি আসে, সকালের দিকে ত্বক ঠান্ডা থাকে, বিছানায় গেলে কাঁপুনি হয়। **অ্যাসিড ফস্‌ফরিক ঃ** অধিক পরিশ্রম থেকে বিশেষ করে মস্তিষ্কসুষুম্নীয় দুর্বলতা দেখা যায়, হাত ও পা ভারী ও অবশ হয়ে যায়, মাথা ঘোরে। **ক্যালকেরিয়া জোডেটাম ঃ** রক্তের সান্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। ফেরাম জোডেটাম-এর সঙ্গে একযোগে থাইরয়েডের উপর কাজ করে। **ফেরাম জোডেটাম ঃ** অনিয়মিত রক্তসংবহন, মুখমন্ডল সাধারণত বিবর্ণ থাকে কিন্তু সামান্য উত্তেজনাতেই লাল হয়ে ওঠে। পাকস্থলীর সমস্যা। নাক দিয়ে রক্ত আসে, মাথা ব্যাথা হয়, ক্লান্তি ভাব, নাড়ি সম্পূর্ণ শিথিল হয়ে পরে।

মাত্রা ঃ

অন্য মিশ্র ওষুধের সঙ্গে এটি ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ১ বার দেওয়া হয়। R26-এর এরকম প্রয়োগে যদি উপকার না তবে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ২-৩ বার কিছুদিন পর্যন্ত দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

সব রকম মিশ্র ওষুধের সঙ্গে R26 ব্যবহার করা যেতে পারে। মনে রাখা দরকার যে R26 মূলত পুরাতন রোগ লক্ষ্য করেই ব্যবহৃত হয়। যখন আপাত দৃষ্টিতে সদৃশ ওষুধ থেকে আর কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না, সেইক্ষেত্রে R26 কখনো অন্তর্বর্তী বা কখনো এককভাবে বারবার যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করা যেতে পারে।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R27

কিডনির পাথরের ড্রপস

উপাদান ঃ

অ্যাসিডাম নাইট্রিক D6, বারবারিস D3, লাইকোপোডিয়াম D5, রুবিয়া টিঙ্কটর D2, সারসাপারিল্লা D3, লেপিস রেনালিস D12.

লক্ষণ ঃ

কিডনির পাথর, তীব্র যন্ত্রণা, কটিদেশের যন্ত্রণা। সুচ ফোঁটার মত, লাল, উজ্জ্বল মূত্র তৎসহ এপিথেলিয়াল কোষ এবং অবয়হীন (এমরফাস) বর্জপদার্থ থাকে। মূত্রে অক্সালিক অ্যাসিড ও পাথর থাকে।

কার্যপ্রণালী ঃ

অ্যাসিড নাইট্রিক ঃ অক্সালিক অ্যাসিড থেকে মূত্রে পাথর হয়। কারণ অক্সালিক অ্যাসিডই পাথর -এর মূল উপাদান। **বারবারিস ঃ** বৃক্কে তীব্র যন্ত্রণা হয়, চাপে ব্যাথা বাড়ে। ত্রিকাস্থি অঞ্চলে ব্যাথা হয়, ব্যাথা কিডনি থেকে শুরু হয়, রোগী ব্যাথার জন্য নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারে না। প্রস্রাব লালচে ও উজ্জ্বল হয়। **লাইকোপোডিয়াম ঃ** প্রস্রাবে ব্যাথা, পাথর। বৃক্কশূল (ডানদিক আক্রান্ত হয়)। ব্যাথা মূত্রনালী দিয়ে মূত্রস্থলী পর্যন্ত প্রসারিত হয়। **রুবিয়া টিঙ্কটর ঃ** পাথর থাকার জন্য মূত্রস্থলীর সর্দি। রাত্রে বারবার প্রস্রাবের বেগ পায়, ভীষণ দুর্বলতা থাকে। বৃক্ক থেকে মূত্রনালী পর্যন্ত ব্যাথা প্রসারিত হয়। **সারসাপারিল্লা ঃ** পাথর, প্রস্রাবের সময় তীব্র ব্যাথা।

মাত্রা ঃ

সাধারণত ১০-১৫ ফোঁটা কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার দেওয়া হয়। চিকিৎসার এক সপ্তাহ পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত ৫-১৮ ফোঁটা করে দিনে ২-৩ বারই পর্যাপ্ত।

মন্তব্য ঃ

পাথরের জন্য বৃক্কশূলে ঃ ১৫-৩০ মিনিট পরপর ১০ ফোঁটা করে R37 কিছুটা জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়। প্রস্রাবে এলবুমিন থাকলে এবং নেফ্রোসিস -এ ঃ R64. মূত্রস্থলীর প্রদাহে, মূত্রস্থলী ও বৃক্কের প্রদাহে এবং প্রস্রাবে জীবাণু সংক্রমণ হলে ঃ আনুষাঙ্গিক R18 ব্যবহার করা হয় অথবা R27-এর সঙ্গে পর্যায়ক্রমিক ভাবে ব্যবহার করা হয়। প্রস্টেট গ্রন্থির হাইপারট্রফির সঙ্গে মূত্রস্থলীর প্রদাহে ঃ R25 দেখুন।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R28

যন্ত্রণাদায়ক ঋতু ও ঋতুরোধের ড্রপস

উপাদান ঃ

অ্যাসিড সালফিউরিক D4, এ্যাসকিউলাস D2, ক্রোকাস D4, ফেরাম ফস্‌ফরিক D8, হেমামেলিস D6, সিকল কর D6.

লক্ষণ ঃ

যন্ত্রণাদায়ক ঋতু, ঋতুরোধ। অরেখ পেশীতন্তুর উপর কাজ করে। রক্তক্ষরণ থেকে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পরে। শরীরে গরম প্রবাহ ও তারপর ঘাম হয়। কটিদেশে মৃদু যন্ত্রণা থাকে।

কার্যপ্রণালী ঃ

অ্যাসিড সাল্ফ ঃ যেকোন প্রকার রক্তপাত, গরম প্রবাহ ও তারপর ঘাম। ক্লান্ত, শ্রান্ত। **এ্যাসকিউলাস ঃ** চরিত্রগত প্রভাব ঃ সাধারণ ভেনাস স্ট্যাসিস, কটিদেশ জুড়ে ব্যাথা, সারা শরীরেই স্পন্দন অনুভব হয়। জরায়ুর স্থানচ্যুতিতে শ্রোণীদেশে আজব ব্যাথা হয় (বাদিকে)। একই রকম ব্যাথা গর্ভাবস্থায় অনুভব করা যায়। **ক্রোকাস ঃ** গর্ভপাত বিহীন ঋতুস্রাব গাঢ় লাল বা কালচে লাল, ডেলা পাকানো থাকে। মনে হয় পেটের চারিদিকে কিছু একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। **ফেরাম ফস্‌ ঃ** রক্ত সংবহন-এ শক্তি যোগায়। শিরার প্রসারণে ভাল কাজ করে। **হেমামেলিস ঃ** রক্তক্ষরণে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে শিরাকে প্রভাবিত করে। মাথা ব্যাথা। কালচে রঙের রক্ত, আক্রান্ত অঙ্গে ব্যাথা অনুভব হয়। রক্তক্ষয় থেকে নির্জীবতা। **সিকল কর ঃ** মূলত অরেখ পেশী তন্তুর উপর কাজ করে, রক্ত জমা, বেদনা এবং জরায়ুর স্থানচ্যুতি। প্রাথমিকভাবে অরেখ পেশী তন্তুর সংকোচন হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রসারিত হয়।

মাত্রা ঃ

গম্ভীরতা অনুযায়ী, ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৪-৬ বার খাবার আগে দেওয়া হয়, অবস্থার উন্নতি হলে মাত্রা কমিয়ে ১০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ নিরাময়ের পরও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ওষুধটি সেবন করা উচিৎ। পরবর্তী ঋতুস্রাবের প্রায় ৮ দিন আগে থেকে ৫-১০ ফোঁটা করে দিনে ২ বার (সকাল ও রাত্রে) ওষুধটি সেবন করতে বলা হয়।

মন্তব্য ঃ

রজঃনিবৃত্তি কালে অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হলে ঃ R10 শ্রোণীচক্রের অঙ্গ প্রদাহেঃ যথাক্রমে R38 ও R39 দেখুন। যেসব ওষুধ R28-এর সঙ্গে একসাথে বা পালাক্রমে দেওয়া যায়, অবশ্যই সেইসব ওষুধের রক্তপাতের কারণ হিসাবে প্রদাহ, সিস্ট বা একইরকম অবস্থা থাকতে হবে। ভেনাস্টেসিস -এ ঃ R42. মহিলাদের ত্রিকাস্থিদেশীয় ব্যাথায় ঃ R50 দেখুন। রক্তাল্পতায় ঃ R31 দেখুন। বেদনাদায়ক ঋতুস্রাবে ঃ R75 দেখুন।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R29

মাথাঘোরা ও সংজ্ঞাহীনতার ড্রপস

উপাদান ঃ

আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম D30, ককিউলাস D30, কোনিয়াম D30, থেরিডিয়ন কিউরাসেভিক D30.

লক্ষণ ঃ

বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতি জণিত মাথাঘোরা। মিনারস রোগ জণিত কারণে মাথাঘোরা, সেরিব্রাল স্ক্লেরোসিস থেকে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বিঘ্নিত হয়, এ. এন. এস নির্ভরশীল রক্ত চলাচলের সমস্যা। ভ্রমণ জণিত অসুস্থতা।

কার্যপ্রণালী ঃ

আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম ঃ মাথাঘোরা এবং সাধারণ অস্থিরতা। স্নায়ুর দুর্বলতার জন্য শরীর কাঁপতে থাকে, কানে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ হয়, বিতৃষ্ণা। **ককিউলাস ঃ** মস্তিষ্ক-সুষুম্না কাণ্ডের উপর কাজ করে। মাথাঘোরা বসলে বারে, বমিভাব থাকে, বমি করার এবং মূর্ছা যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। **কোনিয়াম ঃ** মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা, মাথাঘোরা ভাব, বিছানায় পাশ ফিরলেই বৃদ্ধি পায়। মাথায় অবশভাব থাকে। বেশী বয়সে সহজেই ক্লান্ত হয়ে পরে। **থেরিডিয়ন কিউরাসেভিকাম ঃ** মাথাঘোরা, চোখ বন্ধ করলেই বৃদ্ধি পায়, বসে থাকলেও বাড়ে, শুলেও বাড়ে, শব্দে বাড়ে, সূর্যের তাপে বাড়ে।

মাত্রা ঃ

সাধারণত দীর্ঘদিন ধরে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার কিছুটা জলে মিশিয়ে খাবার আগে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

আর্টেরিও স্ক্লেরোসিস-এ ঃ আনুষাঙ্গিক R12. হৃদপিণ্ড জণিত মাথাঘোরায় ঃ আনুষাঙ্গিক R3. হৃদশূলে ঃ আনুষাঙ্গিক R2. রজঃনিবৃত্তি কালে ঃ আনুষাঙ্গিক R10. নিম্ন রক্তচাপে ঃ আনুষাঙ্গিক R44. হৃদপিণ্ডের কার্যক্ষমতা বন্ধ হবার উপক্রম হলে ঃ R67 দেখুন। প্রয়োজনে R22. উপরিউক্ত ওষুধ দুটির মাত্রা, ঐ ওষুধে যেভাবে বর্ণিত আছে সেভাবেই দেওয়া হয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R30

এটোমেয়র বেকেরণ — সার্বিক মলম

উপাদান ঃ

আর্ণিকা D3, বেলেডোনা D3, কেলেনডুলা D3, ক্যামফোরা D3,ডালকামারা D3, ইকাইনেশিয়া D3, হেমামেলিস D3, হাইপেরিকাম D3, মিলিফোলিয়াম D3, নাক্স ভোমিকা D3, রাস্ টক্স D3.

লক্ষণ ঃ

পেশী এবং সন্ধিবাত, স্নায়ুশূল এবং সায়াটিকা। ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্ক -এর ডিজেনারেটিভ প্রক্রিয়া, হাড়ের গাঁটে গাঁটে বাত। অঙ্গচ্ছেদের স্নায়ুশূল। স্ট্রোক জণিত কারণে পক্ষাঘাত, মুখের পক্ষাঘাত, অস্টিও কনড্রাইটিস, কালশিটে পরা, পেশীর বেদনা, মচকা লাগা, ফোঁড়া এবং বিস্ফোটক ফোঁড়া।

কার্যপ্রণালী ঃ

বেলেডোনা ঃ সমস্ত প্রকার রক্তস্ফীতি জণিত প্রদাহে কার্যকর। **কেলেনডুলা** ঃ বিশেষ করে আঘাত প্রাপ্ত, থেঁতলান ক্ষতে কার্যকর। **ইকাইনেশিয়া** ঃ কলাকোষের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। **হেমামেলিস** ঃ শিরা সংক্রান্ত রক্তক্ষরণ। সাধারণ ব্যাথা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যাথা। **মিলিফোলিয়াম** ঃ রক্ত প্রদাহ জণিত ওষুধ।

মাত্রা ঃ

সকাল ও সন্ধ্যায় স্থানীয় প্রয়োগই যথেষ্ট। তীব্র সমস্যা, যেখানে শূলানী ব্যাথা থাকে, সেইক্ষেত্রে বেশ কয়েকবার ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। ক্ষত, ফোঁড়া ইত্যাদিতে আক্রান্ত কলাকোষের চারদিকে মলমের প্রলেপ দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

এটোমেয়র - বেকেরণ R30-এর বাহ্যিক প্রয়োগের সঙ্গে নিম্নলিখিত ওষুধ গুলির আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ প্রয়োজন। সন্ধিবাত ও পেশীবাত, অস্টিও আর্থ্রাইটিস এবং অস্টিও কনড্রাইটিস-এ ঃ R11. সায়াটিকায় ঃ R71. মস্তিষ্ক এবং মাথার পিছনের দিকের স্নায়ুশূলে ঃ R16. কাঁধ এবং হাতের বাত জণিত ব্যাথায় ঃ R46. মহিলাদের পিঠের ব্যাথায় ঃ R50. অস্টিও আর্থ্রাইটিস-এ ঃ R73.

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R31

ক্ষুধা, রক্তসঞ্চালন ও যকৃতের শক্তিবর্ধক

উপাদান ঃ

এরেনিয়া ডায়াডেমা D30, আর্সেনিকাম জোডেটাম D6, সিয়ানোথাস আমেরিকানাস D6, চায়না D6, ফেরাম ক্লোরেটাম D6, লাইকোপোডিয়াম D12, সালফার D30.

লক্ষণ ঃ

রক্তাল্পতা, ক্ষুধামান্দ্য, বিশেষ করে শিশুদের, তরুণ রোগে প্রায়শই ফুলে ওঠে। অন্যান্য যে কোন রোগের ফলে সৃষ্টি রক্তাল্পতা।

কার্যপ্রণালী ঃ

চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী এটি দুভাবে কাজ করে; লাইকোপোডিয়াম যকৃতের গাঁজনতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে যকৃৎকে পরিচালিত করে এবং ফেরাম ক্লোরেটাম নির্দ্দিষ্টভাবে অস্থিমজ্জাকে উদ্দীপিত করে পরিচালিত করে। আর্সেন জোডেটাম কোষীয় বিপাক প্রক্রিয়ার উপকার করে। অর্থাৎ এইসব ক্রিয়া রক্ত উৎপাদন তন্ত্র পর্যন্ত পৌঁছায় এবং সিয়ানোথাস আমেরিকানা দ্বারা উজ্জীবিত কর্মরত প্লীহার লাইকোপোডিয়াম দ্বারা উন্নতি লাভ হয়। চিকিৎসার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওষুধের কার্যকারিতা লক্ষ করা যায়। তাই বাড়তি কোন উপায় ছাড়াই এটিকে শরীরের ক্ষুধাবর্ধক ও উচ্চলৌহবর্ধক বলা হয়। এতে কোথাও কোন চর্বি জমেনা। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সবসময়ই অবিষাক্ত এবং সমন্বয় ভিত্তিক পথে কাজ করে। নিম্নে বর্ণিত লক্ষণাবলীকে কেন্দ্র করেই R31 কার্যকর হয়। **এরেনিয়া ডায়াডেমা** ঃ আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সংবেদনশীল। **আর্সেনিকাম জোডেটাম** ঃ কোষীয় রূপান্তরে নির্দ্দিষ্ট ভাবে কাজ করে। কোষীয় বিপাকে সহায়তা করে। **সিয়ানোথাস আমেরিকানাস** ঃ ক্ষতিগ্রস্থ প্লীহা (বিশেষ করে ম্যালেরিয়ার পর) থেকে পেটে (বাঁদিকে) ব্যাথা। রক্ত তৈরি এবং সঞ্চালনের বিষয়ে দুশ্চিন্তা। **ফেরাম ক্লোরেটাম** ঃ গৌণ রক্তাল্পতা; লৌহজ উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি করে। **লাইকোপোডিয়াম** ঃ এটি যকৃতের একটি টনিক ও কার্যগত ওষুধ। যদি যকৃৎ আকারে বড় হয়ে যায় (ডানদিকে ব্যাথা করে)। ক্ষুধামান্দ্য (অল্পতেই-তৃপ্তি); মূত্রে লালচে বস্তু জমা হয়। **সালফার** ঃ সূক্ষ বিক্রিয়াশীল শক্তি। সালফার বিপাক সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় করে। মাথায় চাপ বৃদ্ধি পায়, সংবহনে বিঘ্ন ঘটে।

মাত্রা ঃ

সাধারণ বিধি ঃ ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয়। যদি অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তাল্পতা থাকে তবে চিকিৎসার প্রথমদিন বারবার সর্বাধিক ৬-১০ বার পর্যন্ত ১০-১৫ ফোঁটা করে দেওয়া যায়। অবস্থার উন্নতি হলে মাত্রা কমিয়ে ২-৩ বার করা হয়। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে বাচ্চাদের কোন চকোলেট, ডিম, মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য দেওয়া উচিৎ নয়। কারণ এসব

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

খাবার যকৃতের ধকল বাড়িয়ে দেয়, ফলে ক্ষিদে কমে যায়। **বাচ্চাদের উপযোগী খাদ্য ঃ** দুধের পুডিং, ওট, ফ্লেক্স, শাকসব্জি, ফল এবং মাংসকে একটি পরিপূরক খাদ্য হিসাবে দেওয়া হয়। যদিও যেকোন প্রকার শুয়োরের মাংস, বেকন, সসেজেস, হ্যাম ইত্যাদি বর্জন করা উচিৎ। রক্তাল্পতায় আক্রান্ত প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

মন্তব্য ঃ

ক্রমশ আরোগ্য লাভে ভিটা-সি15 দেখুন। অন্তঃস্রাবী সমস্যায় ঃ R19 এবং R20 দেখুন। সাধারণ দুর্বলতায় ঃ R26-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। লক্ষণের উপর ভিত্তি করে উপরিউক্ত ঔষধ সমূহ R31এর সঙ্গে বা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R32

অত্যধিক ঘামের ড্রপস

উপাদান ঃ

অ্যাসিডাম নাইট্রিকাম D12, বেলেডোনা D12, জাবরান্ডি D4, ক্যালিয়াম কার্ব D6, স্যালভিয়া অফিসিনালিস D30, স্যাম্বুকাস নাইগ্রা D4, স্যাঙ্গুনেরিয়া D6, সিপিয়া D30, ভেরাট্রাম D12, ল্যাকেসিস D30.

লক্ষণ ঃ

অত্যধিক ঘাম (যে কোন কারণে সৃষ্টি অত্যধিক ঘাম), রজঃনিবৃত্তি কালে মুখ লাল হয়ে ওঠে, মাথায় গরম হল্কা চলে, সঙ্গে প্রচুর ঘাম হয়। সংকট জনক ছোঁয়াচে রোগে এবং জ্বরে অতিরিক্ত ঘাম হয়। অন্যরকমের ঘাম (অপ্রীতিকর গন্ধযুক্ত)। রাত্রিকালীন ঘাম ও ক্লান্তি (যক্ষ্মারোগাক্রান্ত রোগীর প্রাথমিক পর্যায়ে)। গরম, ঠান্ডা বা চট্‌চটে ঘাম।

কার্যপ্রণালী ঃ

যেসব উপাদান দিয়ে এই ওষুধটি তৈরি সেগুলির গভীর ক্ষতিকারক দিক অনুসরণ করেই ওষুধটি কাজ করে। **অ্যাসিড নাইট্রিক ঃ** ভীষণ অসহ্য ঘাম। **বেলেডোনা ঃ** গরম ঘাম হয়, ঘাম বাষ্পাকার হয়। **জাবরান্ডি ঃ** বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি অতিরিক্ত ঘাম। **ক্যালি কার্বন ঃ** ঘাম, ক্লান্তি, স্কন্ধ ফলকের মধ্যস্থলের দুর্বলতা, বিশেষ করে রাত্রিকালীন ঘাম। **স্যালভিয়া অফিসিনালিস ঃ** ঘাম ও রাত্রিকালীন ঘামের বিপক্ষে কাজ করে। **স্যাম্বুকাস নাইগ্রা ঃ** বিভিন্ন প্রকার তীব্র রোগ জণিত ঘাম। **স্যাঙ্গুনেরিয়া ঃ** গরম হল্কার সঙ্গে ঘাম ছোটে। **সিপিয়া ঃ** রজঃনিবৃত্তিকালীন গরম হল্কার প্রবাহ ও ঘাম। **ভেরাট্রাম অ্যালবাম ঃ** ঠান্ডা ঘাম হয় ও পেটে ব্যাথা হয়। বর্তমান ওষুধটি ঘাম সম্বন্ধিত বিভিন্ন অসুস্থতায় আলাদা ভাবে কাজ করে।

মাত্রা ঃ

দীর্ঘকালীন নিরাময়ে ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩-৪ বার করে দেওয়া হয়। যদি প্রায়ই থেকে থেকে ঘাম হয় (অর্থাৎ গরম হল্কা, রাত্রিকালীন ঘাম), সেক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধী মাত্রা ব্যবহার করা হয়। রাত্রিকালীন ঘামে মাত্রা ১০-১৫ ফোঁটা করে প্রতি ১/৪ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। যদি রাতের প্রথম দিকে ঘাম হয় তবে একই মাত্রায় দেওয়া হয়। কেউ কেউ ঠান্ডা জলে মিশিয়ে স্নান করতে পারেন। স্নানের পর একটু হেমামেলিস -এর নির্যাস মেখে নেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও লেবুর রস জলে মিশিয়ে স্নান করা এবং ষ্টীম-বাথ দেওয়া হয়। কৃত্রিম রং, শুয়োরের মাংস এবং সমপ্রকৃতির বিষাক্ত খাদ্যদ্রব্য বর্জন করা উচিৎ।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

মন্তব্য ঃ

পরিপূরক ওষুধের পরামর্শ ঃ সংক্রমিত রোগের জন্য ঘাম হলে (তাপমাত্রা পরিবর্তন থেকে) নিম্নলিখিত ওষুধগুলির বিধান প্রয়োজন ঃ
হৃদশূল ও ইনফ্লুয়েঞ্জায় ঃ R1 এবং R6. যক্ষ্মা সম্পর্কিত হলে ঃ R48 এবং R57. শ্বাসনালী সংক্রান্ত রোগে ঃ জুটুসিন R8/R9 এবং R43. রক্ত সংবহন জণিত সমস্যায় ঃ R3 দেখুন। হৃদপিণ্ডের অপ্রতুলতায় ঃ R2 টক্সিক গলগণ্ড রোগে ঃ R51 রক্তসংবহনে পতন ঘটলে ঃ R67 দেখুন।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R33

মৃগী রোগীর শারীরবৃত্তিয় চিকিৎসা

উপাদান ঃ

বুফো D200, কিউপ্রাম D12, পালসেটিলা D30, সাইলিসিয়া D30, জিংকাম মেট D12, বেলেডোনা D30.

লক্ষণ ঃ

মৃগী এবং মৃগীর খিঁচুনী, মাংশপেশীর ঝাঁকি।

কার্যপ্রণালী ঃ

উপকরণগুলি নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসাবিদ্যাগত এন্টিজেন থেকে নেওয়া হয়। **বুফো ঃ** মৃগীর খিঁচুনীর জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট ওষুধ। **কিউপ্রাম ঃ** সমস্ত প্রকার খিঁচুনী। উদাহরণ - উরুর খিঁচুনী, বিশেষ করে মৃগী সংক্রান্ত খিঁচুনী, মস্তিষ্কের রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। **পালসেটিলা ঃ** সাধারণত প্রতিনিধিমূলক কাজের উন্নতি ঘটায়, অর্থাৎ পূর্বে চেপে বসে থাকা রোগের প্রতিনিধিত্বমূলক ক্রিয়া দ্বারা পুনঃরুদ্ধার করে। **সাইলিসিয়া ঃ** পায়ের ঘাম বসে গিয়ে রোগের উৎপত্তি। শরীরের গঠন প্রকৃতির উপর কাজ করে। **জিংকাম ঃ** খিঁচুনীতে অনেক উপকারী কাজ করে, চেপে থাকা চর্মরোগ পুনঃরুদ্ধার করে।

মাত্রা ঃ

দীর্ঘকালীন নিরাময়ের জন্য ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ২-৩ বার কিছুটা জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়। খিঁচুনী আসার ২ ঘন্টা পূর্বে ও পরে ২০ ফোঁটা করে ১/২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। তিনমাস চিকিৎসা চলার পর মাত্রা কমিয়ে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে একবার করা যেতে পারে।

মন্তব্য ঃ

R36 একটি উপযোগী পরিপূরক ওষুধ হিসাবে বিবেচ্য এবং প্রত্যেককে ওষুধগুলিতে বর্ণিত নিজ নিজ লক্ষণাবলী তুলনা করে নেওয়া উচিৎ। অস্থিরতা এবং উত্তেজনায় ঃ R14 তুল্য। হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত হলে ঃ R47 দেখুন। দাঁত ওঠার সময় খিঁচুনী হলে ঃ R35. টিটানি এবং এক্লাম্পসিয়ায় ঃ R34 দেখুন।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R34

পুনঃক্যালসিকরণ ড্রপস

উপাদান ঃ

ক্যালসিয়াম ফ্লোরেট D12, ক্যালসিয়াম ফস্‌ফরিক D12, ক্যালসিয়াম হাইপো-ফস্‌ফর D6, ক্যামোমিলা D6, হেকলা লাভা D12, মেজেরিয়াম D6, মার্কুরিয়াস প্রা রুব্রাম D12, সাইলিসিয়া D30, ক্যাল কার্ব D30.

লক্ষণ ঃ

ক্যালসিয়াম যুক্ত কলা এবং হাড়ের বিকাশে বাধা, অস্থিতন্ত্রের অস্বাভাবিক লক্ষণ, হাড়ের টিউমার, হাড়ের বহিঃ ত্বকের প্রদাহ। ভঙ্গুর, নমনীয় হাড়, রিকেট, সর্বশেষ কশেরুকা ও অস্থিসন্ধির প্রদাহ এবং আন্তঃকশেরুকার ডিস্কের প্রদাহ (পরিপূরক ওষুধ)।

কার্যপ্রণালী ঃ

বিভিন্ন প্রকার ক্যালসিয়াম যৌগ নিম্নলিখিত লক্ষণ অনুযায়ী ক্যালসিয়াম বিপাকে গভীর ভাবে কাজ করে। **ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ঃ** বিশেষ করে দাঁতের এনামেলের উপর কাজ করে। **ক্যালকেরিয়া হাইপো-ফস্ ঃ** হাড়ের পুষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হয়, ক্যালসিয়াম উৎপাদনের ত্রুটি, রক্তাল্পতা জণিত কারণে বাচ্চাদের পুরানো মাথা ব্যাথা হয়। **ক্যামোমিলা ঃ** দাঁত ওঠার সময় বাচ্চারা রাগান্বিত থাকে, জ্বালাতন করে ও মাথাদিয়ে ঘাম ঝরে। **হেকলা লাভা ঃ** পায়ের হাড়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। **মেজেরিয়াম ঃ** হাড়ের বহিঃত্বকের বিশেষ করে জঙ্ঘাস্থি, বাহুর অস্থি এবং অস্থি পাঁজরের প্রদাহ ও ব্যাথা। **মার্ক প্রা রুব্রাম ঃ** অস্থিনির্মাণের অভাব দূর করে, হাড়ের টিউমার, বহিঃত্বক ও রাত্রিকালীন ব্যাথা দমন করে। **সাইলিসিয়া ঃ** বৃদ্ধিতে উদ্দীপকের কাজ করে, হাড়ের ভগন্দর রোধ করে।

মাত্রা ঃ

দুগ্ধপোষ্য শিশুবাচ্চাদের বৃদ্ধিকালে ১০-১৫ ফোঁটা করে প্রতিদিন ১-২ বার দেওয়া হয়। এইসব শিশুদের সবচেয়ে ভালো হয় যদি দুধের বোতলে দুধের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে ঝাঁকিয়ে নেওয়া যায়। রিকেট বা অস্থির অন্যান্য ব্যাধিতে যেখানে আগে থেকেই ভিটামিন চলছে, সেক্ষেত্রে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৪-৬ বার পর্যন্ত কিছুটা জলে মিশিয়ে খাবার আগে দেওয়া হয়। রাত্রিকালীন অস্থিশূলে ১০-১৫ ফোঁটা করে ১/৪ ঘন্টা অন্তর ঘনঘন দেওয়া হয়। একই সঙ্গে মুলতানি মাটি বা নিরাময়ী মৃত্তিকা দিয়ে ড্রেসিং করা যেতে পারে। হাড়ের ভগন্দরেও ব্যবহৃত হয়। শূকরের মাংস খাওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। বাচ্চাদের দাঁত ওঠার সমস্যায় দীর্ঘস্থায়ী নিরাময়ের জন্য ৩-৪ বার

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

দেওয়া হয় এবং তীব্র ব্যাথায় প্রতি ১০ মিনিট অন্তর ৮-১০-১৫ ফোঁটা করে জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

দাঁত ওঠার ব্যাথায় ঃ আনুষাঙ্গিক R35 ক্রেডল ক্যাপ-এ ঃ প্রয়োজন মত আনুষাঙ্গিক R23. অতিরিক্ত ঘামে ঃ আনুষাঙ্গিক R32 অস্টিও আর্থ্রাইটিসে ঃ R73 মেরুদন্ডের কশেরুকার অস্টিও কন্ড্রাইটিস, মেরুদন্ডের অস্টিও আর্থ্রাইটিসে ঃ আনুষাঙ্গিক R11.

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R35

দন্তশূলের ড্রপস

উপাদান ঃ
এ্যাকোনাইটাম D6, ব্রায়োনিয়া D30, ক্যাল কার্ব D30, ক্যামোমিলা D4, কলোসিন্থিস D12, ইগনেশিয়া D30, স্টাফিসাগরিয়া D8.

লক্ষণ ঃ
দাঁত ওঠার ব্যাথা এবং আক্ষেপ, দেরিতে দাঁত ওঠা।

কার্যপ্রণালী ঃ
এর শক্তিশালী উপাদান সমূহের কার্যকারীতার জন্যই ভেষজ ফলাফল প্রকাশ পায়। **এ্যাকোনাইটাম ঃ** জ্বর জ্বর ভাব, ঠান্ডা লেগে সমস্যার সৃষ্টি, আনুষাঙ্গিক বা পর্যায়ক্রমিক ভাবে দাঁতের ব্যাথা। উত্তেজনা, কেঁদে ফেলার উপক্রম। **ক্যালকেরিয়া হাইপোফস্ ঃ** হাড়ের পুষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হয়, ক্যালসিয়াম উৎপাদনের ত্রুটি, রক্তাল্পতা জণিত কারণে বাচ্চাদের পুরানো মাথা ব্যাথা হয়। **ক্যামোমিলা ঃ** দাঁত ওঠার সময় বাচ্চারা রাগান্বিত থাকে, জ্বালাতন করে ও মাথাদিয়ে ঘাম ঝরে। **ব্রায়োনিয়া ঃ** চামড়ার রক্তমস্তপূর্ণ অঞ্চলের প্রদাহ। **ক্যালকেরিয়া কার্ব ঃ** দাঁতের ক্রমবিকাশের উপর কাজ করে, সহজে দাঁত ওঠে। **কলোসিন্থিস ঃ** উত্তেজিত পরিস্থিতি, টাটানো ব্যাথা, উৎকণ্ঠা, অস্বাভাবিক ক্রোধ থেকে মূর্ছা। **ইগনেশিয়া ঃ** মৃগী রোগ সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া, অবিরাম ঘেনঘেনানি, স্নায়বিক উত্তেজনা। **স্টাফিসাগরিয়া ঃ** বাচ্চাদের স্নায়বিক উত্তেজনা এবং অশোভনীয় আচরণ, সবসময় ঘেনঘেন ও বিলাপ করে। R35 বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতি থেকে সৃষ্টি উত্তেজনা, ব্যাথা ও প্রদাহ হ্রাস করে এবং বারবার ঠান্ডা লেগে অসুস্থতা, যেমন - ব্রংকাইটিস, এমনকি হামের আগেও কাজ করে। একই সঙ্গে কান পরীক্ষা করে নেওয়া উচিৎ (ওটাইটিস মিডিয়া)।

মাত্রা ঃ
তরুণ রোগে ওষুধটি প্রায়ই বারবার ব্যবহার করা হয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ৪০-৫০ ফোঁটা ওষুধ ১/২ কাপ জলে মিশিয়ে তার থেকে ১ চামচ পরিমাণ ৫-১০ মিনিট পরপর দেওয়া হয়। একটু বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, যাদের রোগের তীব্রতা কম, সেক্ষেত্রে ১০-১৫ ফোঁটা করে একটু জলে মিশিয়ে বার বার দেওয়া হয়। দাঁতে গর্ত হবার ব্যাথায় অপরিবর্তিত অবস্থায় ওষুধটি একটু তুলোতে বা উলে ভিজিয়ে স্থানীয় প্রয়োগ করা হয়।

মন্তব্য ঃ
পরিপূরক ওষুধ ঃ R34 ক্যালসিয়াম তৈরি বাড়ায় এবং দাঁতের বৃদ্ধি ঘটায়। দেরিতে দাঁত এলে, দাঁতের ত্রুটিপূর্ণ বিকাশে আনুষাঙ্গিক R34 দিনে ১-২ বার দেওয়া হয়। স্নায়ুশূলে ঃ R70 ও R16 তুলনীয়। যদি সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জা থাকে ঃ আনুষাঙ্গিক R6. দাঁতের শিকড়ে প্রদাহ হলে ঃ R35 এবং R1 পর্যায়ক্রমিক ভাবে প্রতি ১/২ থেকে ১-২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। ঘুমে ঃ R14 আনুষাঙ্গিক ভাবে বা পর্যায়ক্রমিক ভাবে দেওয়া হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R36

স্নায়ুরোগ, করীয়া, সেন্ট ভাইটাস ডান্স

উপাদান ঃ
এগারিকাস D12, ইগনেশিয়া D12, ল্যাকেসিস D30, ম্যাগ ফস D12, ফস্‌ফরাস D30, জিংকাম ভেলেরিয়ানা D8.

লক্ষণ ঃ
বিভিন্ন প্রকার কারণ থেকে সৃষ্টি বাচ্চাদের স্নায়ুতন্ত্রের অতি সক্রিয়তা; স্নায়বিক রোগ, এমনকি সেন্ট ভাইটাস ডান্স, সমস্ত ক্ষেত্রেই রোগীর চিকিৎসা নির্বিষকারী ওষুধ এবং তৎসহ মৃদু প্রভাব যুক্ত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যথা R36 দ্বারা করা উচিৎ।

কার্যপ্রণালী ঃ
উপাদান সমূহের বিস্তীর্ণ প্রসারের পরিমাপই এর লক্ষণ ঃ **এগারিকাস ঃ** এমানিটা মাস্‌কেরিয়া থেকে নেওয়া এই নির্যাস মাংসপেশীর খিঁচুনি এবং স্নায়বিক ঝাঁকির উপর নির্দ্দিষ্ট ভাবে কার্যকর। **ইগনেশিয়া ঃ** সমস্ত প্রকার তরুণ রোগেই স্নায়বিক উপদ্রব ও উদ্বেগপূর্ণ নিদ্রা। **ল্যাকেসিস ঃ** সমস্ত প্রকার একিউট স্নায়বিক উত্তেজনা এবং অস্থির নিদ্রায় কাজ করে। **ম্যাগ ফস ঃ** খিলধরা এবং উত্তেজিত মেরুদন্ডের মজ্জার একটি সাধারণ ওষুধ। **ফস্‌ফরাস ঃ** দ্রুত লম্বা বা পাতলা হয়ে বেড়ে উঠলে শারীরবিদ্যাগত ভাবে ওষুধটি কাজ করে। **জিংকাম ভেল ঃ** খিঁচুনি, পায়ের অস্থিরতা, স্নায়বিক ঝাঁকি।

মাত্রা ঃ
রোগের গুরুত্ব অনুযায়ী দিনে ২-৩ বার কিছুটা জলে মিশিয়ে ৫-৮-১০-১৫ ফোঁটা করে দেওয়া হয়। তরুণ রোগে বার বার ক্রমাগত খিঁচুনি হলে ১-২ ঘন্টা পরপর দেওয়া যায়, এমনকি নিম্নে বর্ণিত ওষুধ পর্যায়ক্রমিক ভাবেও দেওয়া হয়। খিঁচুনির একিউট অবস্থায় প্রতি ৫ মিনিট অন্তর ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে (সম্ভাব্য অন্য ওষুধের সঙ্গে পালাবদল করে)। সমস্ত প্রকার উত্তেজক বিশেষ করে মদ ও চা বন্ধ রাখা উচিৎ।

মন্তব্য ঃ
পরিপূরক ওষুধ ঃ R33, R14 এবং R31 বাচ্চাদের রক্তাল্পতায় ও ব্যবহৃত হয়, অথবা গলগণ্ড রোগাক্রান্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে R1. শিরা ও ধমনীর নিস্পিশতায় R22.

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R37

অন্ত্রশূলের ড্রপস

উপাদান ঃ

এ্যলুমিনা D12, ব্রায়োনিয়া D4, কলোসিন্থিস D4, ল্যাকেসিস D30, লাইকোপোডিয়াম D4, মার্ক-সাব-কর D8, প্লাম্বাম অ্যাসেটিক D12, সালফার D12, নাক্স ভোমিকা D6.

লক্ষণ ঃ

বায়ু থেকে পেটে ব্যাথা, বায়ু, প্রস্রাবে পরফাইরিনের উপস্থিতি। অন্ত্রের শূলব্যাথা, বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি পেটের আক্ষেপ , মূত্রে পরফাইরিনের উপস্থিতি আক্রান্ত যকৃতের বিশেষ লক্ষণ। লিভার সিরোসিস, পিত্তশূল,সীসার বিষক্রিয়া থেকে পেটে ব্যাথা, বেদনাদায়ক ঋতুস্রাব, বৃক্কশূলের পরিপূরক ওষুধ। পুরানো কোষ্ঠকাঠিন্য ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

কার্যপ্রণালী ঃ

এটি ঘটনা যে প্রাণী দেহে যকৃৎ প্রায় সমস্ত প্রকার বিষক্রিয়া নাশক তন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে, বিশেষ করে অন্ত্রকে। সমস্ত খাদ্যই অন্ত্রে পাচিত হবার পর যকৃৎ অভিমুখে প্রেরিত হয়, কেবলমাত্র কাইলিফার-এ ঘনীভূত খাদ্য খাবার ছাড়া। সুতরাং যকৃৎ কার্যগত ভাবে ব্যাধিগ্রস্থ হলে প্রত্যাহতি ক্রিয়ার দ্বারা অন্ত্রের বিঘ্ন ঘটে। এছাড়াও যকৃৎ বিষাক্ত পদার্থ অন্ত্রের মাধ্যমে নির্গত করে। প্রসঙ্গত উল্লেক্ষনীয় যে রক্তের অন্তবর্তী উপাদান কোলেস্টেরিন ও পরফাইরিন যকৃৎ দ্বারাই শোষিত হয়। আধুনিক চিকিৎসায় যকৃৎ নানাভাবে ক্ষতিকারক বিষক্রিয়ার সন্মুখীন হয়। ফলস্বরূপ মধ্যবর্তী উপাদান সমূহ নিছক সবিরাম নিঃসরণ ও শোষিত হয় এবং এই ক্ষান্তি অন্ত্রে প্রতিক্রিয়া মূলক কাজ করে। পরিণতিতে পেট ফাঁপা, বায়ুর প্রকোপ, বায়ু জণিত পেট ব্যাথা, অন্ত্রের আক্ষেপ দেখা যায়, যা থেকে প্রায়ই এপেন্ডিসাইটিস এমনকি পেটের টিউমারও হতে পারে। নিকোটিন অসুস্থতা বৃদ্ধি করে, সহগামী পুরানো কোষ্ঠকাঠিন্য প্রায়ই দেখা যায় এবং এরজন্য R37 একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয়। **এ্যলুমিনা** ঃ কোষ্ঠকাঠিন্য, মল ছোট ছোট ডেলা পাকানো হয়। **ব্রায়োনিয়া** ঃ কালো মল, কোষ্ঠকাঠিন্য। **কলোসিন্থিস** ঃ পেঠ ফাঁপা ব্যাথা, সংকোচিত হবার প্রবণতা, আন্ত্রিক খিঁচুনি। **ল্যাকেসিস** ঃ বিশেষ করে বেশী মাত্রায় কুইনাইন বা মদ্য পানের পর হজম শক্তি খারাপ হয়ে পরে। **লাইকোপোডিয়াম** ঃ সন্ধ্যার দিকে পেট ফাঁপ দেয়। **মার্ক-সাব-কর** ঃ বারবার মল ত্যাগের বেগ পায়; আমাশা জণিত কারণে আন্ত্রিক আক্ষেপ। **প্লাম্বাম অ্যাসেটিক** ঃ অন্ত্রশূল। জলের মতন পায়খানা ও বমি ভাব, পুরানো ডায়রিয়া, পেট ভীষণ স্পর্শকাতর হয়। **সালফার** ঃ প্রতিক্রিয়া মূলক শক্তি; দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু, পেট ফুলে ওঠে, প্রভাতকালীন ডায়রিয়া। R37 মল নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

মাত্রা ঃ

দীর্ঘ মেয়াদী আরোগ্যে ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয়। মাঝে মধ্যে ব্যাথা, অন্ত্রশূল, বায়ু এবং ছেদ সন্দেহ হলে (অবশেষে অমিশ্রিত ওষুধ ফোঁটা ফোঁটা করে মুখে ঢালা হয় যা সরাসরি পেটে নেমে যায়), কিছু সময়ের জন্য ১/২-১ ঘন্টায় ৫-১০-১৫ ফোঁটা করে প্রতি ৩-৫ মিনিট অন্তর দেওয়া হয়। যদি কোন প্রকার মৌলিক পরিবর্তন হয়ে থাকে যেমন - পিত্তশূল, বৃক্কশূল, এপেন্ডিক্স-এর প্রদাহ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রযোজ্য।

মন্তব্য ঃ

পিত্তথলির শূল বেদনায় ঃ আনুষাঙ্গিক বা পর্যায়ক্রমিক ভাবে R7. পাথর জণিত বৃক্কশূলে ঃ আনুষাঙ্গিক বা পর্যায়ক্রমিক ভাবে R27. ঘুমের জন্য ঃ R14-এর সঙ্গে তুল্য। ক্ষুদ্রান্ত্র বা মলাশয়ের প্রদাহে ঃ পর্যায়ক্রমিক ভাবে R4 দেওয়া হয়। গ্রহনীর ঘাতে এবং পাকস্থলীর প্রদাহে ঃ আনুষাঙ্গিক R5. অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহে ঃ R72 দেখুন।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R38

পেটের ডানদিকের উপসর্গ

উপাদান ঃ

এপিস মেল D6, আর্স এ্যাল্ব D200, ব্রায়োনিয়া D30, সালফার D30, এপিসাইনাম D12.

লক্ষণ ঃ

ডিম্বাশয়ের অসুখ, ডানদিকে, ডিম্বাশয়ের প্রদাহ, স্বরযন্ত্র ফুলে ওঠে, ষ্টিংসের খারাপ প্রভাবের জন্য, এপেন্ডিক্সের প্রদাহের শুরুতে ব্যবহার্য।

কার্যপ্রণালী ঃ

বিভিন প্রকার উপাদানের মিলিত প্রক্রিয়া পেটের ডানদিকে কেন্দ্রীভূত হয়। **এপিস ঃ** পেটের (ডানদিকে) জ্বালাদায়ক বেদনায় নির্দ্দিষ্টভাবে কার্যকর, যেমনটি ডিম্বাশয়ের প্রদাহে দেখা যায়। পুনঃশোষণ প্রক্রিয়ায় সিস্টের উপর ফলপ্রসূ। **আর্স এ্যাল্ব ঃ** বৃক্কশূল ও বৃক্কের অন্যান্য ব্যাধিতে (ডানদিকে) কার্যকরী। বৈশিষ্ঠ্য ঃ এনেক্সাইটিস, প্যারামেট্রাইটিস, স্যালপেঞ্জাইটিস এবং ডানদিকের অন্যান্য ব্যাধিতে উত্তেজনা ও আত্মবিশ্বাস হীনতা দেখা যায়। **ব্রায়োনিয়া ঃ** এপেন্ডিক্সের প্রদাহ হ্রাস করে। **মূল উপসর্গ ঃ** বিশ্রাম নিলে এবং চেপে ধরলে ভাল থাকে। পেটের প্রদাহ (আক্রান্ত দিকে কাত হয়ে শুলে উপশম হয়)। **সালফার ঃ** এপিস -এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। রোগাক্রান্ত ডিম্বাশয়ের পরবর্তী অবস্থায় যে চুলকানি এবং সোরিক উপসর্গ দেখা যায় তা হ্রাস করে।

মাত্রা ঃ

দীর্ঘ মেয়াদী নিরাময়ের জন্য ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার কিছুটা জলে মিশিয়ে খাবার আগে দেওয়া হয়। তরুণ প্রদাহে এবং খিঁচ ধরা ব্যাথায় অথবা পেটের শূল বেদনায় ওষুধের মাত্রা বারবার করে দেওয়া হয়। তীব্রতা অনুযায়ী মাত্রা ১০-৩০ মিনিট পরপর ১০ ফোঁটা (সম্ভব হলে উষ্ণ গরম জলে) করে ব্যবহার করা হয়। গরম পুঁটলির সেঁক বা নিরাময়ী মাটিও লাগানো যেতে পারে। পেটের ডান এবং বাম উভয়দিকের প্রদাহে R39 এবং R38পর্য্যায়ক্রমিক ভাবে ১-২ ঘন্টা পরপর ব্যবহার করা যায়। জ্বর থাকলে R1, যা প্রদাহও হ্রাস করে। এটি দৃষ্টি অগোচর না হওয়া উচিৎ যে এই ধরণের উপসর্গ বৃক্কজণিত প্রতিক্রিয়া থেকেও হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে R27-এর ব্যবহার এসে যায়।

মন্তব্য ঃ

সমপার্শিক ওষুধ ঃ টিউমার সন্দেহ হলে ঃ R17. আন্ত্রিক খিঁচুনিতে R4. কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং বায়ুরোগে R37. পশ্চাৎ দেশে গুলিবিদ্ধ হবার মতন ব্যাথা হলে R11. মহিলাদের ত্রিকাস্থি অঞ্চলের ব্যাথায় R50. স্নায়ুশূলে R16 উপকারী।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R39

পেটের বাদিকের উপসর্গ

উপাদান ঃ

ল্যাকেসিস D30, লাইকোপোডিয়াম D30, প্যালাডিয়াম D12, স্যাক্সিফ্রাগা D30, ভেসপা ক্রাব্রো D12.

লক্ষণ ঃ

ডিম্বাশয়ের (বাদিকে) উপসর্গ, প্যারামেট্রিয়া এবং এনেক্সেস। সিস্ট, প্রদাহ ও টিউমার। প্রদাহে উপকারী প্রভাব; এনেক্সাইটিস, স্যালপেঞ্জাইটিস, প্যারামেট্রাইটিস এবং ডিম্বাশয়ের সিস্ট। অস্ত্রপচারের সিদ্ধান্তের আগে এই ওষুধটি প্রয়োগ করা উচিৎ, এমনকি অস্ত্রপচারের পর ত্রুটিপূর্ণ ক্ষতেও ব্যবহার করা হয় এবং প্যারামেট্রিয়ামের বাদিকের অন্যান্য অনির্দ্দিষ্ট সমস্যায় ও ব্যবহার্য, ডানদিকের উপসর্গে R38 ব্যবহৃত হয়।

কার্যপ্রণালী ঃ

ল্যাকেসিস ঃ পেটের বাদিকের খিঁচধরা ব্যাথায় মুখ লাল হয়ে যায়। **লাইকোপোডিয়াম ঃ** নিম্নগামী কোলন, সিগময়েড (এস-রোমানাম) কোলন-এর চারদিকে খিঁচ ধরা ব্যাথা যা ক্যান্সার বলেও মনে হয়, এই সব ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্টভাবে ক্রিয়া করে এবং উপসর্গ সমাধান করে।**প্যালাডিয়াম ঃ** একিউট বা ক্রনিক ডিম্বাশয়ের সিস্ট এবং প্রদাহে কার্যকর। **স্যাক্সিফ্রাগা ঃ** বাদিকে কিডনির পাথরের উপর নির্দ্দিষ্টভাবে কার্যকর। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি পেটের বাদিকের সমস্যায় কাজ করে, কিডনিতে পাথর বা অন্ত্রের ব্যাথা উপরের দিকে প্রবাহিত হয়। নানাবিধ উপসর্গের এইসব প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন প্রকার অঙ্গের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় এবং পরবর্তিতে এসব অঙ্গকে দূষিত করে।

মাত্রা ঃ

দীর্ঘ মেয়াদী নিরাময়ের জন্য ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার কিছুটা জলে মিশিয়ে খাবার আগে দেওয়া হয়। অবশ্যই মন্তব্যে বর্ণিত অন্যান্য পরিপূরক ওষুধগুলি পর্যায়ক্রমিক ভাবে ব্যবহার করা হয়। জ্বর ও ব্যাথা সহ তরুণ প্রদাহে, একই মাত্রা ১-২ ঘন্টা পরপর (সম্ভবত কিছুটা উষ্ণ গরম জলে) দেওয়া হয়। পাশাপাশি গরম পুঁটলি, সেদ্ধ আলুর পুঁটলি অথবা মানসিক চিকিৎসাগত ভাবে ক্ষুদ্র তরঙ্গ রশ্মির সেঁক দেওয়া যেতে পারে।

মন্তব্য ঃ

যদিও মহিলা রোগীদের ক্ষেত্রে উপস্থিত ডাক্তার দ্বারা রোগ নির্ণয় খুবই সূক্ষ্ম বিষয় তবুও পেটের বাদিকে বিভিন্ন প্রকার উপসর্গের জন্য এই ওষুধটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেক পরিপূরক ওষুধের পর্যায়ক্রমিক ব্যবহারেও যদি বিশেষ কোন পরিবর্তন না আসে তবে বিষয়টিকে গম্ভীরতার সঙ্গে দেখা উচিৎ। পরিপূরক ওষুধের তালিকা ঃ আন্ত্রিক খিঁচুনি থেকে কোষ্ঠকাঠিন্য ও পেটের ফিক্ ব্যাথায় R37. পেটের ডানদিকের সমস্যায় R38. ত্রিকাস্থি অঞ্চলের সমস্যায় R50. ভেনাস স্ট্যাসিস, ভেরিকোসিস এবং শিরার প্রদাহে R42. জ্বর সহ যেকোন প্রকার প্রদাহে R1. ডায়রিয়া ও আন্ত্রিক ফিক্ ব্যাথায় R4 মলদ্বারের সমস্যায় এবং রক্তপূর্ণ অর্শে R13. টিউমার সন্দেহে R17. ডিম্বাশয়ের ক্ষরণ বিঘ্নিত হলে R20. কিডনির পাথরে R27.

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R40

ডায়াবেটিস-এর চিকিৎসা

উপাদান ঃ

ফ্যাসিওলাস ন্যানাস D12, অ্যাসিড ফস্‌ফরিক D12, আর্স এ্যান্থ D8, লাইকোপোডিয়াম D30, ন্যাট্রাম সালফিউরিক D12, ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম D30, সিকেলি কর D4.

লক্ষণ ঃ

ডায়াবেটিস, পারনিসিয়াস এনেমিয়া এবং রক্ত ও গ্রন্থিতন্ত্রের বিভিন্ন প্রকার পর্যায়ক্রমিক ক্ষয়রোগ, যেমন লিউকোমিয়া, রক্তাল্পতা, লসিকা তন্ত্রের গ্রন্থিগত রোগ, বিশেষভাবে ডায়াবেটিস। R40 যে সমস্ত গৌণ বা আনুষাঙ্গিক লক্ষণ কম করে তাহল ঃ বিষন্নতা, বায়ু জমার অনুভব, ক্ষুধামান্দ্য, জলবায়ু পরিবর্তনে রোগ বৃদ্ধি, তৃষ্ণা, চুলকানি ইত্যাদি। এই ওষুধটি স্থায়ীরূপে রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয় না।

কার্যপ্রণালী ঃ

যদিও মধুমেহ রোগ সম্পূর্ণ ভাবে নিরাময় প্রায় অসম্ভব, তবুও এই মিশ্র ওষুধটি নানাবিধ বিরক্তিকর সহজাত লক্ষণ হ্রাস করে। ইন্সুলিন নির্ভরশীল ডায়াবেটিস-এ R40 দ্বারা দীর্ঘকালীন চিকিৎসায় ধীরে ধীরে ইন্সুলিনের মাত্রা কমিয়ে আনা সম্ভব। **অ্যাসিড ফস্‌ফরিক ঃ** তৃষ্ণা, যৌন দুর্বলতা, মানসিক অবসাদ। **আর্স এ্যান্থ ঃ** অপ্রশম্য তৃষ্ণা, ক্রমবৃদ্ধিমান ক্লান্তি। **লাইকোপোডিয়াম ঃ** যকৃৎ-এর ওষুধ, বায়ুর প্রকোপ, ফুলে ওঠার অনুভূতি। **ন্যাট্রাম সালফিউরিক ঃ** যকৃৎ-এর ওষুধ, স্যাঁত স্যাঁতে জলবায়ুতে রোগের বৃদ্ধি হলে নির্দ্দিষ্টভাবে কাজ করে। **ফ্যাসিওলাস ন্যানাস ঃ** প্রস্রাবে শর্করার উপস্থিতি, হৃদপিণ্ড অনিয়মিত হয়ে পরে। **সিকেলি কর ঃ** খুব পিপাসা পায়, সুই ফোঁটানো, ঝিন্‌ঝিনে অনুভূতি থাকে ও ঠান্ডা পছন্দ করে। **ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম ঃ** নানাবিধ কারণে সৃষ্টি ডায়াবেটিস-এর উপর নির্দ্দিষ্ট ভাবে ক্রিয়াশীল।

মাত্রা ঃ

দীর্ঘকালীন চিকিৎসায় ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার দেওয়া হয়। কিছুটা উন্নতি হলে মাত্রা কমিয়ে দিনে ২ বার দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

ডায়াবেটিস জণিত জটিলতায় বা অন্যান্য সম্পূরক লক্ষণ সমূহে নিম্নলিখিত ওষুধগুলি ব্যবহার করা যায়। বিশষতঃ ফোঁড়া বা বিস্ফোটক ফোঁড়ার প্রদাহে R1. যকৃতের কার্যগত সমস্যায় R7. ঋতুবন্ধে, রজঃনিবৃত্তিকালীন উপসর্গে এবং বেশী বয়সের ডায়াবেটিস-এ R10 ব্যবহৃত হয়। বীজগ্রন্থির উদ্দীপক হিসাবে R19 বা R20 ব্যবহার করা হয়। চর্মরোগে (ফোঁড়া) R21. পুরুষত্বহীণতা এবং সাধারণ বীর্য হীণতায় R41. কোষ্ঠকাঠিন্য, আন্ত্রিক নিষ্ক্রিয়তা, বায়ু ও বায়ুর প্রকোপ-এ R37. ভেনাস-স্টেসিস, ভেরিকোস ভেইন এবং শিরার প্রদাহে R42. ক্ষুধামান্দ্য, ক্ষীণতা, বিবর্ণ চেহারায় R31. দীর্ঘমেয়াদী উপযুক্ত মিলিত ওষুধের প্রয়োগে আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R41

স্নায়বিক যৌন দুর্বলতার ড্রপস

উপাদান ঃ

অ্যাসিড ফস্‌ফরিক D12, এ্যাগনাস ক্যাস্টাস D8, চায়না D12, কোনিয়াম D30, ডেমিয়ানা D6, সিপিয়া D30, টেস্টিস D12, ফস্‌ফরাস D6.

লক্ষণ ঃ

যৌন দুর্বলতা, ধাতু দৌর্বল্য, সাধারণ দুর্বলতা বিশেষতঃ পুরুষদের ক্ষেত্রে। বার্ধক্য জণিত দুর্বলতা ও বিভিন্ন প্রকার সমস্যা। অধিক শারীরিক পরিশ্রম, অত্যাধিক উত্তেজনা, স্নায়বিক ক্লান্তি।

কার্যপ্রণালী ঃ

বিভিন্ন কারণে শরীরের কলাকোষ জীর্ণ হয়ে ওঠে। ক্রমাগত জলের রেয়ারিফিকেশান ও কোষের দহনের ফলে এ্যালবুমিন গঠিত অণুর মধ্যে গোলাকার বৃত্ত তৈরি হতে থাকে। এইসব এ্যালবুমিন গঠিত অণুগুলির কার্যক্ষমতা কমে যাওয়ার জন্য কোষের বিষরোধক ক্রিয়াও হ্রাস পায়। ফলস্বরূপ বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকারক পদার্থ কলাকোষে জমা হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারাই কলাকোষের এই বিষরোধক প্রক্রিয়া উদ্দীপিত হয় এবং জমে থাকা অধিবিষ নিষ্ক্রিয় করে শরীরের বাইরে প্রেরিত হয়। বিভিন্ন প্রকার তন্ত্রকে, বিশেষ করে যৌন গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করার জন্য বিশেষ কিছু যৌগ দ্বারা R41 প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি সর্বজন বিদিত সত্য যে বীর্যগ্রন্থির সঠিক ক্রিয়াই প্রত্যেক ব্যক্তিসত্ত্বার জীবনীশক্তিকে প্রভাবিত করে। নিম্নলিখিত লক্ষণ অনুযায়ী অন্যান্য উপসর্গেও ব্যবহৃত হয়।

অ্যাসিড ফস্‌ফর ঃ পুরুষত্বহীনতা এবং কর্মশক্তি হ্রাসে টনিকের মত কাজ করে। **অ্যাগনাস ক্যাস্টাস ঃ** পুরুষত্বহীনতা এবং কর্মশক্তি হ্রাসে নির্দ্দিষ্ট ভাবে কার্যকর। যৌনজীবন উচ্চকার্যক্ষমতা সম্পন্ন করে তোলে। **চায়না ঃ** অধিক বীর্যক্ষরণ বা বার্ধক্য জণিত কারণে সৃষ্টি অসুস্থতায় পুরুষত্ব কমে গেলে নির্দ্দিষ্টভাবে ক্রিয়া করে। **কোনিয়াম ঃ** রেগে যায়, জ্বালাতন অনুভব করে, মনঃসংযোগের অভাব। যৌন্‌ কারণে এবং বার্ধক্য জণিত দুর্বলতা থেকে উন্মাদনা। **ডেমিয়ানা ঃ** যৌনাঙ্গ শক্তিশালী করে। **সিপিয়া ঃ** কলাকোষের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়, ক্লান্তি নেমে আসে, যৌনক্রিয়ায় ভীষণভাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। **টেস্টিস ঃ** জীব-ভেষজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এটি একটি উপাদান এবং উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে।

মাত্রা ঃ

সাধারণত ১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার করে খাবার আগে খেতে হয়। দীর্ঘস্থায়ী এবং দ্রুত ফলাফলের জন্য ১০-১৫ ফোঁটা করে প্রথম ২-৩ দিন ১-২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

সম্পূরক ওষুধ হিসাবে R19 উপযোগী, এমনকি ক্লান্তি ও রক্তাল্পতা থেকে সৃষ্টি দুর্বলতায় R31 দেওয়া হয়। স্নায়ুর টনিক হিসাবে ভিটা-সি ১৫, সংবহন জণিত বিঘ্নে R2 এবং অচলাবস্থা বা বার্ধক্য জণিত কারণে হৃদপেশীর দুর্বলতায় R3 দেওয়া হয়। ফুসফুসের দুর্বলতায় R48. থাইরয়েড গ্রন্থির অসক্রিয়তা থেকে শরীর রুগ্ন হয়ে গেলে R51.

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R42

শিরার স্থিরতা, স্ফীত হওয়া ও প্রদাহের ড্রপস

উপাদান ঃ

এ্যাসকিউলাস D30, বেলেডোনা D12, ক্যালকেরিয়া ফ্লোর D30, কার্ডুয়াস D12, হেমামেলিস D6, প্লাসেন্টা D30, সিকেলি কর D30, মেজেরিয়াম D12, ভাইপেরা বেড়াস D12, পালসেটিলা D30.

লক্ষণ ঃ

ভেনাস স্টেসিস, ভেরিকোসিস এবং শিরা ফুলে গিয়ে অন্যান্য সমস্যা, ভেরিকোস একজিমা, শিরার প্রদাহ, পায়ের শিরায় রক্ত চলাচলে বিঘ্ন, ভারী ভাব অনুভব হয় এবং প্রায়ই একজিমা ও চুলকানি থাকে।

কার্যপ্রণালী ঃ

এ্যাসকিউলাস হিপ ঃ শিরার প্রসারণ হলে এবং শিরায় রক্ত চলাচল বিঘ্নিত হলে ভীষণ ভাল কাজ করে। **বেলেডোনা ঃ** স্থানীয় প্রদাহে। **ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ঃ** দুর্বল কলাকোষ এবং রক্তস্ফীত শিরার উপর কার্যকর। **কার্ডুয়াস মেরিয়ানাস ঃ** উরুর (নিম্নাংশ) একজিমা। **হেমামেলিস ঃ** শিরা তন্ত্রের সর্বপ্রকার সমস্যাতেই নির্দ্দিষ্টরূপে ইঙ্গিতবাহী, বিশেষ করে যেখানে আক্রান্ত অংশে ব্যাথা থাকে। শিরার রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হলে এটি বিশেষ ভাবে কাজ করে। **মেজেরিয়াম ঃ** ফোসকার মতন গুটি দেখা যায়, আক্রান্ত অঙ্গ ঠান্ডা হয়ে যায়। **প্লাসেন্টা ঃ** রক্ত সংবহনে উদ্দীপকের কাজ করে এবং সমস্ত প্রকার হরমোন গ্রন্থিতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে। **সিকেলি কর ঃ** শিরা-ধমনীর সন্ধিস্থল বা ক্যাপিলারির সমস্যা। **ভাইপেরা বেড়াস ঃ** পচনশীল বৈশিষ্ঠ্য সম্পন্ন রোগসমূহ, যা শিরা ও ভেনাস্টেসিস-এর প্রদাহজণিত কারণে সৃষ্টি হয় এবং ভারীভাব অনুভব হয়। এই ওষুধটি সাধারণত ভেনাস্টেসিস থেকে সৃষ্টি সমস্তপ্রকার লক্ষণাদির উপর ক্রিয়া করে। শিরা স্ফীত হয়ে রক্ত জমে যাওয়া এবং এর পরিণাম জণিত সমস্তপ্রকার সমস্যায় কার্যকর, গোদ এবং ফুলে ওঠা উরুর নিম্নাংশ।

মাত্রা ঃ

দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসায় ১০-১৫ ফোঁটা ওষুধ কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার করে খাবার আগে দেওয়া হয়। প্রদাহ এবং একজিমার ক্ষেত্রে যদি থেকে থেকে ব্যাথা হয় তবে নিয়ম অনুসারে ১০ ফোঁটা করে ১/২-১ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

পরিপূরক ওষুধ ঃ তরুণ প্রদাহে R1. থ্রম্বোসিস এবং এম্বোলিজমের শঙ্কা থাকলে, হৃদপেশীর শক্তিবর্ধক হিসাবে R2. শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য R26. প্রসবের পর বা পেটের অন্যান্য সমস্যায় R39, R38 ও R50.

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R43

হাঁপানির ওষুধ

উপাদান ঃ

আর্স এ্যাল্ব D8, বেলেডোনা D30, ব্রায়োনিয়া D12, কার্ব ভেজ D30, ক্যালিয়াম ফস্ D30, হাইপোফাইসিস D30, ন্যাট্রিয়াম ক্লোর D30, ন্যাট্রিয়াম সাল্ফ D200, ভেরাট্রাম D30, ইয়ারবা স্যান্টা D12.

লক্ষণ ঃ

শ্বাসনালীর হাঁপানি এবং আক্ষেপ জণিত ব্রংকাইটিস। শারীরিক গঠনগত ভাবে শ্বাসনালীর হাঁপানির নিরাময়।

কার্যপ্রণালী ঃ

যখনই হাঁপানির চিকিৎসা করা হয় তখন শারীরিক গঠনের দিকে নজর রেখে উপসর্গ হ্রাস করার জন্য গাজঁনতন্ত্রেরও নিরাময় প্রয়োজন, যা সর্বোচ্চ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র হাঁপানির তরুণ পরিস্থিতিতে হিস্টামিনের কার্যকারীতা বন্ধ করা হয় না। R43 সামগ্রীক ভাবে শারীরিক গঠনগত সমস্যার উপশম করে। নিম্নবর্ণিত উপসর্গ অনুযায়ী লক্ষণাবলী সৃষ্টি হয়। **আর্স এ্যাল্ব ঃ** ভীষণ অস্থিরতা ও উদ্বেগ। **বেলেডোনা ঃ** শ্বাসকষ্টে আওয়াজ সহ কাশি ও ঘাম হয়। **ব্রায়োনিয়া ঃ** খুসখুসে শুষ্ক কাশি, শেষ্মা নির্গমনে কষ্ট। শুদ্ধ বায়ুতে শ্বাস নেবার প্রগাঢ় ইচ্ছা, কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। **হাইপোফাইসিস ঃ** হাইপোফাইসিস গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে। **ক্যালিয়াম ফস্ ঃ** ভীষণ দুর্বলতায় শক্তি যোগায়। স্নায়ুর পুষ্টিকারক ওষুধ। **ন্যাট্রিয়াম ক্লোর ঃ** খিঁচ ধরা শুষ্ক কাশি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির নিস্পিশতা। শারীরিক গঠনগত ভাবে হাইপারথাইরিওটিক প্রকৃতির হয়। **ন্যাট্রিয়াম সাল্ফ ঃ** হাইড্রোজিনয়েড শারীরিক গঠনের উপর কার্যকর, আর্দ্র আবহাওয়ায় (কুয়াশা) উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। **ভেরাট্রাম এ্যালবাম ঃ** ঠান্ডা ঘাম ও হাঁপানিজণিত মূর্ছা। **ইয়ারবা স্যান্টা ঃ** হাঁপানিজণিত ব্রংকাইটিস্, সঙ্গে কাশি থাকে ও শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

মাত্রা ঃ

দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ২-৩ বার কিছুটা জলে মিশিয়ে খাবার আগে দেওয়া হয়। অজ্ঞানাবস্থা না থাকলে একই মাত্রায় দিনে ১-২ বার দেওয়া হয়। আবার যখনই মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন বারবার ক্রমানুসারে, প্রথমে প্রতি ১/২ ঘন্টা পরপর, পরে প্রতি ১/৪ ঘন্টা পরপর অথবা ৫-১০ মিনিট পরপর ১০-১৫ ফোঁটা করে দেওয়া হয়। অবশ্যই ওষুধের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অল্প গরম জলে মিশিয়ে সেবন করানো উচিৎ।

মন্তব্য ঃ

পরিপূরক ওষুধ ঃ ভীষণ মানসিক আবেগ থাকলে R14. হৃদপিন্ডের পীড়নে R3. বুকে ব্যাথা ও ধড়ফড়ানি হলে R2. তরুণ এবং প্রাচীন রোগে হাঁপানির প্রাধান্য থাকলে R48. স্বরযন্ত্রের সর্দি ও ফেঁসফেঁসে আওয়াজ হলে R45. জ্বরসহ ব্রংকাইটিসে পরিপূরক R6.

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R44

রক্তসঞ্চালনের সমস্যা, নিম্ন রক্তচাপ

উপাদান ঃ

ক্রেটেগাস D1, লরোসেরাসাস D3, অলিএন্ডার D3, স্পারটিয়াম স্কোফুলারিয়া D2.

লক্ষণ ঃ

হৃদযন্ত্রের তড়িৎ প্রবাহের দুর্বলতা এবং নিম্নরক্তচাপ। হৃদপিণ্ডের অবসাদ এবং দুর্বলতায় উপযোগী।

কার্যপ্রণালী ঃ

ক্রেটেগাস ঃ হৃদপেশীর একটি সাধারণ টনিক। **লরোসেরাসাস ঃ** প্রুসিক অ্যাসিডের উপস্থিতির জন্য শ্বাসক্রিয়ার নিস্পিশতা। **অলিএন্ডার ঃ** তড়িৎ প্রবাহের উপর নির্দ্দিষ্টভাবে কাজ করে, রক্তচাপ বৃদ্ধিকরে ও নিয়ন্ত্রন করে। এই ওষুধ গুলির যৌথ ক্রিয়া কিছুদিন চিকিৎসার পরই লক্ষ্য করা যায়, শিরার টান ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। মহিলাদের বাচ্চা প্রসব জণিত রক্তাল্পতায় ভাল কাজ করে অথবা সংক্রমণ জণিত নিম্ন রক্তচাপেও ফলপ্রসূ, যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি, এমনকি সাধারণ শারীরিক অসম পেশীটান থেকে সৃষ্ট নিম্ন রক্তচাপেও কার্যকর।

মাত্রা ঃ

দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় ১০-১৫-২০ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয়। একিউট পরিস্থিতিতে প্রতি ১-২ ঘন্টা পরপর ১০-১৫ ফোঁটা করে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

যদি প্রায়ই ব্যাথা হয় এবং রক্তসংবহনের সমস্যা দেখা যায় তবে ১০-১৫ ফোঁটা করে ৫-১০ মিনিট পরপর জল ছাড়া অথবা সম্ভব হলে উষ্ণ গরম জলে মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়, অবশ্যই ঘুম নিয়ন্ত্রনে রাখা প্রয়োজন, এটা বিশেষ করে অল্প বয়ষ্কা মায়েদের বাচ্চা প্রসবের পর অপরিহার্য। পরিপূরক ওষুধ R31 এবং R2.

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R45

কণ্ঠনালী এবং শ্বাসযন্ত্রের উপরিভাগের উপসর্গ

উপাদান ঃ

আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম D12, আর্ণিকা D30, অরাম ম্যাকুলেটাম D12, ক্যালসিয়াম কার্ব হ্যানিম্যানি D30, ফস্‌ফরাস D30.

লক্ষণ ঃ

স্বরভঙ্গ ঃ গায়ক, অভিনেতা, শিক্ষক এবং বক্তারা আক্রান্ত হন। ল্যারিংসের সর্দি এবং ক্ষতের অনুভূতি। ল্যারিংসের যক্ষ্মা ও স্নায়বিক সমস্যা যেমন - হিস্টেরিক বল এর আনুষাঙ্গিক ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ইনফ্লুয়েঞ্জায় পরিপূরক ওষুধ হিসাবে প্রয়োগ করা হয়।

কার্যপ্রণালী ঃ

আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম ঃ ল্যারিংসের সর্দি কমায় এবং স্বরযন্ত্রের উপর অত্যাধিক চাপ থেকে সৃষ্টি উপদ্রব হ্রাস করে। ল্যারিংসের শ্লেষ্মার উপর বিশেষ ভাবে কার্যকর। বাকযন্ত্রের স্বরভঙ্গ ও ল্যারিংসের (গায়ক, শিক্ষক, অভিনেতা, বক্তা ইত্যাদি) ব্যাথা প্রশমিত করে। **আর্ণিকা ঃ** স্বরযন্ত্রের উপর অতিরিক্ত চাপের ফলে সৃষ্ট সমস্যা ও জখম প্রতিহত করে এবং প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে আনে। **অরাম ম্যাকুলেটাম ঃ** ক্ষতের অনুভূতি, স্বরযন্ত্রের কর্কশতা এবং মুখগহ্বরের নিকটবর্তী শ্লৈষ্মিক পরিস্থিতি হ্রাস করে। **ক্যালসিয়াম কার্ব হ্যানিম্যানি ঃ** বিশেষ করে স্নায়ুর অসাড়তা জণিত স্বরভঙ্গে (ব্যাথাহীন) ব্যবহৃত হয়। এই ওষুধটি ভীষণ দ্রুততা ও সক্রিয়তার সঙ্গে কাজ করে এবং উপরিউক্ত সমস্যায় অপরিহার্য। দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় এটি ল্যারিংসের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ গুণ সম্পন্ন।

মাত্রা ঃ

দীর্ঘকালীন চিকিৎসায়, ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার কিছুটা জলে মিশিয়ে খাবার আগে দেওয়া হয়। স্বরভঙ্গে এবং স্বরের উপর অতিরিক্ত চাপে ১০-১৫ ফোঁটা করে প্রতি ৫-১০-১৫ মিনিট অন্তর বারবার দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

পরিপূরক ওষুধের পরামর্শ ঃ হাঁপানিতে R43, যক্ষ্মা এবং ল্যারিংস বা ফুসফুসের যক্ষ্মার আনুষাঙ্গিক সমস্যায় R48, বেসডোজ ডিজিজ-এ R51, হিস্টেরিকাল বল (ল্যারিংসের সর্দিতে খুবই জটিল হয়) -এ R47.

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R46

বাহু ও হাতের বাত

উপাদান ঃ

ফেরাম ফস্‌ফরিক D12, লিথিয়াম কার্ব D12, ন্যাট্রিয়াম সাল্ফ D30, নাক্সভোমিকা D30, রোডোডেনড্রন D6, স্পাইরিয়া আলমেরিয়া D12.

লক্ষণ ঃ

বাহু ও হাতের বাত এবং গেঁটে বাত তৎসহ অস্থিসন্ধি ফুলে ওঠে। তরুণ রোগে অস্থিসন্ধির অবসভাব ও ফোলা যা আর্থ্রাইটিস ও গঠন বিকৃতির লক্ষণ। আবহাওয়া (জলীয়) পরিবর্তনে প্রায়শই এরকম ব্যাথা বৃদ্ধি পায়। এই ওষুধটি অন্যান্য বাতেও ব্যবহৃত হয় যেমন ঃ হাঁটুর বাত, কাঁধের বাত, ত্রিকাস্থি অঞ্চলের ব্যাথা, নিতম্বের সন্ধি প্রদাহ, পাঁজরের মধ্যবর্তী স্নায়ুশূল, পশ্চাৎকপালের বাত ইত্যাদি।

কার্যপ্রণালী ঃ

জ্বরের সংক্রমণেও এই ওষুধটি ব্যবহৃত হয় যা আর্দ্র আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পায়। **ফেরাম ফস্ ঃ** প্রদাহ প্রতিহত করে। বাত, সন্ধি বাত ও গঠনবিকৃতি থেকে সৃষ্টি গৌণ রক্তাল্পতায় প্রভাব ফেলে। **লিথিয়াম কার্ব ঃ** বাত ও গেঁটে বাতে বিশেষ ভাবে কার্যকর, বিকৃতি ও গেঁটে বাত সহ আর্থ্রাইটিস। **নাক্সভোমিকা ঃ** **ন্যাট্রিয়াম সাল্ফ ঃ** বাত এবং হাঁপানি জলীয় স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পায়। **রোডোডেনড্রন ঃ** সমস্যা ঘুম থেকে ওঠার পরই বেড়ে যায়, সকালের দিকে উদ্দীপনার অভাব। **স্পাইরিয়া আলমেরিয়া ঃ** পুরানো বাত, হাত-পায়ের ব্যাথা, মূলত বাহু এবং হাতের হাঁড়ের ব্যাথা। কুনই সন্ধিতে স্পন্দনের মত ব্যাথা চলতে থাকে।

মাত্রা ঃ

ব্যাথার তীব্রতা অনুযায়ী মাত্রা নির্ণয় করা হয়। সাধারণতঃ দীর্ঘদিন ধরে ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয় (অবশেষে পরিপূরক ওষুধ পর্যায়ক্রমিক ভাবে দেওয়া হয়)। তরুণ রোগে ১০ ফোঁটা করে ১ ঘন্টা পরপর। অবস্থার উন্নতি হলে ১০-১৫ ফোঁটা করে ২-৩ ঘন্টা পরপর (অবশেষে অন্যান্য পরিপূরক ওষুধও সকাল, দুপুর ও রাত্রে দেওয়া হয়)।

মন্তব্য ঃ

পরিপূরক ওষুধ ঃ টনসিল এবং হৃদশূল থেকে সৃষ্টি সন্ধি প্রদাহে R1. ভিজে গিয়ে জ্বরের সংক্রমণ বা ইনফ্লুয়েঞ্জায় R6. বাত সম্পর্কিত শারীরিক গঠনের জন্য R11. মাথা ব্যাথা (মাইগ্রেন) ও স্নায়ুশূলে (ত্রিকাস্থি অঞ্চল থেকে নাসাগ্র পর্যন্ত) বিকীর্ণ ব্যাথায় R16. পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থানের স্নায়ুশূলে R24. মহিলাদের স্যাক্রো-ইলিয়াক অঞ্চলের সমস্যায় R50, এই ব্যাথা অবশেষে মেরুদন্ড দিয়ে প্রবাহিত হয়। যদি ব্যাথা কেবল মাত্র হাতের সন্ধিতেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে দুটি বা তিনটি পরিপূরক ওষুধ সংযুক্ত না করে কেবলমাত্র R46-ই প্রয়োগ করা হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R47

সবধরনের মূর্ছা রোগ

উপাদান ঃ

এ্যাসাফেটিডা D12, গ্লোনইনাম D12, ইগনেশিয়া D30, ল্যাকেসিস D30, মসকাস D12, কফিয়া D30, পালসেটিলা D30.

লক্ষণ ঃ

হিস্টেরিক বল, পাকস্থলী থেকে গলা পর্যন্ত সংকোচন এবং অস্বস্তিকর অনুভূতি, শব্দে সংবেদনশীল। মহিলাদের স্নায়বিক দুর্বলতা ও মূর্ছা রোগ। অন্যান্য অদ্ভুত অনুভূতি, রাতে দম বন্ধ ভাব, গলায় সংকোচন বোধ ও দপদপানি অনুভূতি। ঋতুস্রাবের পূর্বে বৃদ্ধি পায়।

কার্যপ্রণালী ঃ

R47-এ ওষুধগুলির যৌথ প্রক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে এক বা একাধিক লক্ষণ সমূহের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কার্যকর হয়, বিশেষ করে হিস্টেরিক বল বা অন্যান্য সমরূপ সমস্যায়। **এ্যাসাফেটিডা ঃ** গলায় বল আটকে থাকার অনুভূতি। **গ্লোনইন ঃ** গলার নাড়ি দৃঢ়তার সাথে চলতে থাকে, মনে হয় দমবন্ধ হয়ে যাবে। শব্দে সংবেদনশীল। **ইগনেশিয়া ঃ** গলায় চাপ অনুভব হয়, গেলার সময় বা খাবার সময় হিস্টেরিক বল অদৃশ্য হয়ে যায়। বিশেষ করে পরবর্তী ঋতুস্রাবের আগে পাকস্থলী থেকে উঠে আসা হিস্টেরিকাল বল বুকে চাপ সৃষ্টি করে। নিদ্রাহীনতা, ভীষণ স্নায়বিক উদ্বেগ। **ল্যাকেসিস ঃ** দমবন্ধ হবার অনুভূতি, গলার চারপাশে কাপড়ের চাপও সহ্য হয় না, রাত্রিকালীন মূর্ছা, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। **মসকাস ঃ** মূর্ছা প্রবণ মহিলারা শব্দে ও গন্ধে স্পর্শকাতর হয়। সব মিলিয়ে R47 যে সমস্ত সমস্যায় ব্যবহৃত হয় তা প্রায় সব বয়সের মহিলাদেরই দেখা যায়, যুবতী অবস্থায় বা রজঃনিবৃত্তিকালীন অবস্থায়। এটা নিশ্চিত এরকম সমস্যা ডিম্বাশয়ের কার্যগত ত্রুটির জন্যই সৃষ্টি হয় যা বিশেষত ল্যাকেসিস ও অন্যান্য উপাদান দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হয়। যেকোন প্রকার মনরোগ চিকিৎসা থেকেও R47 বেশী কার্যকর, দ্রুততার সঙ্গে সমস্যা হ্রাস পায় ও দূরিভূত হয়। এমনকি সেন্ট ভাইটাস ড্যান্স-এ এটি পরিপূরক ওষুধ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ঃ

শুরুতে দিনে ৪-৬ বার ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে খাবার আগে দেওয়া হয়। মূর্ছায় একই মাত্রা ১৫ মিনিট পরপর পরামর্শ দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

পরিপূরক ওষুধ ঃ একিউট অবস্থায় R14. ক্যালসিয়ামের অভাব এবং টিটানিতে R34. স্নায়ুশূলে R16, রক্তাল্পতা এবং অবসাদকারী রোগভোগের পর R31. গলা ও মুখগহ্বরের দূরবর্তী অংশের প্রদাহে R1. স্বরভঙ্গ এবং ল্যারিংসের সর্দিতে R45. থাইরয়েড গ্রন্থির অতিসক্রিয়তায় এবং থাইরোটক্সিকোসিস-এ R51. নিয়ম অনুসারে অন্যান্য পরিপূরক ওষুধ শুরু করার আগে দীর্ঘদিন যাবৎ R47 একেলাই ব্যবহৃত হয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R48

ফুসফুসের ব্যাধি

উপাদান ঃ

অ্যাসিড পিকরিন D8, ব্রায়োনিয়া D12, ডালকামারা D30, ফেরাম ফস্ফরিক D12, ক্যালিয়াম কার্ব D6, লাইকোপোডিয়াম D30, সিপিয়া D6, সাইলিসিয়া D30, চায়না D6, ফস্ফরাস D30.

লক্ষণ ঃ

ফুসফুসের দুর্বলতা এবং যক্ষ্মার প্রাথমিক প্রকাশ। হাঁপানি, পুরাতন সর্দি, অত্যাধিক ধূমপান জণিত কাশি ইত্যাদির জন্য পরিপূরক ওষুধ। শ্বাসনালীর উপরিভাগের সবরকম সর্দির পরিপূরক বা বিকল্প ওষুধ। অংসফলকের মধ্যবর্তী স্থানের দুর্বলতা ও ব্যাথা, ক্লান্তি এবং রাত্রিকালীন ঘাম।

কার্যপ্রণালী ঃ

অ্যাসিড পিকরিন ঃ অংসফলকের মধ্যবর্তী স্থানে জ্বালাদায়ক ব্যাথা এবং ক্ষীণতা। **ব্রায়োনিয়া ঃ** পাঁজর সংলগ্ন প্লুরার সর্দিজ উপদ্রব হ্রাস করে। প্লুরার প্রদাহ, যা থেকে প্রায়ই যক্ষ্মার সৃষ্টি হয়। **ডালকামারা ঃ** জলীয় আবহাওয়ায় উপসর্গ বৃদ্ধি পায়, এমন শারীরিক গঠনগত রোগীদের ভিজে আবহাওয়া থেকে সমস্যার সৃষ্টি হয়। কাঁধে চাপ অনুভূত হয়। **ফেরাম ফস্ফরিক ঃ** ঠান্ডা লেগে শ্বাসনালীর উপরিভাগের উপসর্গ বৃদ্ধি পায় এবং বিরামহীন কাশি হতে থাকে। জ্বর সহ ব্রংকাইটিস, পেরিব্রংকাইটিস সঙ্গে ব্রংকোনিউমোনিক কেন্দ্রস্থল, জ্বর বা চাপা জ্বর সহ ফুসফুসীয় যক্ষ্মা। দুর্বল মানসিকতা ও শ্রান্তিকর অসুস্থতায় টনিকের কাজ করে। ফুসফুসীয় রোগ সমূহ, নিউমোনিয়া ও যক্ষ্মা রোগে নির্দ্দিষ্টভাবে কার্যকর। **ক্যালিয়াম কার্ব ঃ** রাত্রিকালীন ঘাম ও অংসফলক মধ্যবর্তী দুর্বলতার বিরুদ্ধে কার্যকর, প্রায়শই যক্ষ্মা পূর্ববর্তী উপসর্গে ব্যবহৃত হয়। **লাইকোপোডিয়াম ঃ** যকৃতের জন্য ফলপ্রসূ, বিষক্রিয়া নাশক ক্রিয়ায় সাহায্য করে, বিরেচক। **সিপিয়া ঃ** সাধারণত শারীরিক গঠন প্রকৃতির উপর কাজ করে, শরীর গঠনের একটি সাধারণ টনিক। সাধারণত শ্রান্ত থাকে, দুর্বল, কর্মশক্তির অভাব ও অবসাদময়। **সাইলিসিয়া ঃ** ফুসফুসের প্রদাহ এবং ফুসফুসের এলভিওলাই, হাইলাস গ্রন্থির প্রদাহে কার্যকর। মূলত শারীরিক গঠনগত দুর্বলতা, বিশেষ করে ফুসফুসের দুর্বলতায় ওষুধটি কাজ করে এবং যক্ষ্মার পূর্ববর্তী দুর্বলতায়ও ফলপ্রসূ। যক্ষ্মার শারীরিক উপদ্রব হ্রাস করার জন্য টনিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ব্রঙ্কিয়াল এজমা এবং ঠান্ডা লেগে দুর্বলতায় পরিপূরক ওষুধ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়, ইত্যাদি।

মাত্রা ঃ

সাধারণত ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয়। পৃষ্ঠদেশীয় ব্যাথায় একই মাত্রা ৫-১০ মিনিট পরপর দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

পরিপূরক ওষুধ ঃ হাঁপানিতে R43. জ্বরসহ ইনফ্লুয়েঞ্জায় R6. পাঁজর সংলগ্ন প্লুরার উপদ্রবে ও প্লুরার প্রদাহে R24. ক্লান্তিকর ঘামে R32-বিশেষ করে রাত্রিকালীন। বাচ্চাদের হাইলাস গ্রন্থি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলে, ফুসফুসের কেন্দ্রবিন্দুতে ক্যালসিয়াম বিপাক প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটাতে R34.

কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের ব্যবহারের জন্য।

www.youtube.com/shifakhana

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R49

তরুণ ও প্রাচীন সর্দি, সাইনাসের প্রদাহ

উপাদান ঃ

আর্স এ্যাল্ব D12, ক্যালকেরিয়া কার্ব D30, সিনাবেরিস D12, ক্যালি বাইক্রোম D12, মার্ক সল হ্যানিম্যানি D30, পালসেটিলা D12, সিপিয়া D12, সালফার D30.

লক্ষণ ঃ

নাক ও ম্যাক্সিলারী সাইনাসের তরুণ ও প্রাচীন সর্দি, সাইনাসের প্রদাহ ইত্যাদি। বাচ্চাদের নাকের পলিপ। ঘ্রাণ শক্তি ও স্বাদ গ্রহন শক্তির অভাব।

কার্যপ্রণালী ঃ

আর্স এ্যাল্ব ঃ সাধারণত বিষন্নতা গ্রস্ত পুরানো রোগে। **ক্যালি কার্ব হ্যানিম্যানি ঃ** ফুলে যাওয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, পেসটোয়েসেম হ্যাবিটাস, ফুলে ওঠা গ্রন্থি (গণ্ডমালা রোগাক্রান্ত বাচ্চাদের) শারীরিক গঠনের উপর কার্যকর। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির পুঁষ সংক্রান্ত প্রদাহ। **সিনাবেরিস ঃ** ম্যাক্সিলারী সাইনাস ও কপালে জমা সর্দি। **ক্যালি বাইক্রোম ঃ** নাক ও ম্যাক্সিলারী সাইনাস থেকে সাদা চক্‌চকে সর্দি নির্গমনে সাহায্য করে। শ্লেষ্মা আবরণীর পুরানো উপদ্রব, প্রাচীন সর্দি এবং শ্লেষ্মা নির্গমন। **পালসেটিলা ঃ** অনুরূপ ক্রিয়া। মুক্ত হাওয়ায় অবস্থার উন্নতি হয়।

মাত্রা ঃ

একিউট পরিস্থিতিতে ১০ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে ১-২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। পুরানো রোগে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩-৪ বার দিতে হয়।

মন্তব্য ঃ

ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ কালে বা পরে আনুষাঙ্গিক R6 দেওয়া উচিত। স্বরভঙ্গ এবং ল্যারিংসের সর্দিতে R45. কাশিতে R8 ঃ R9 এবং প্লুরার প্রদাহে ও পাঁজরের মধ্যস্থানীয় স্নায়ুশূলে R24.

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R50

মহিলাদের ত্রিকাস্থি অঞ্চলের উপসর্গ

উপাদান ঃ

এ্যাসকিউলাস D6, সিমিসিফিউগা D4, কলোসিন্থিস D6, ন্যাট্রাম ক্লোর D30, ফাইটোলাক্কা ঞ্চ৮, স্ট্রনটিয়াম কার্ব D12, নাক্স ভোম D30.

লক্ষণ ঃ

পেটের রোগ থেকে ত্রিকাস্থি অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ব্যাথা। মেরুদন্ডের ব্যাথা, অনির্দ্দিষ্ট কারণে স্যাক্রোইলিয়াক অঞ্চলের অসুখ। শিরদাঁড়া বেয়ে মাথা এবং নাসাগ্র পর্যন্ত, কখনো পেটের যন্ত্রাংশ পর্যন্ত ব্যাথা প্রবাহিত হয়। চলাফেরা করলে ব্যাথা বাড়ে, কিন্তু বিশ্রামের সময় বা রাত্রেও তীব্র ব্যাথা হতে পারে। শ্বেত প্রদর (সাদা স্রাব, আক্রান্ত স্থান পুড়িয়ে বা অন্য উপায়ে)-এর বিষজ চিকিৎসার জন্য ত্রিকাস্থি অঞ্চলে প্রায়শই ব্যাথা হয়।

কার্যপ্রণালী ঃ

এ্যাসকিউলাস হিপ ঃ প্রচণ্ড ভাবে ছিঁড়ে পরার মতন ব্যাথা (যেমন অর্শের ব্যাথা) ত্রিকাস্থি অঞ্চল পর্যন্ত বিকীর্ণ হয়। **কলোসিন্থিস ঃ** ত্রিকাস্থি অঞ্চলের তীব্র ব্যাথা পায়ে নেমে আসে। **সিমিসিফিউগা ঃ** স্ত্রী যৌনাঙ্গের উপর কার্যকর। ঋতুস্রাবের আগে স্তনের ব্যাথা রোধ করে। পেটের যন্ত্রাংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত স্যাক্রো-ইলিয়াক সমস্যার উপর সুনির্দ্দিষ্ট পথে ক্রিয়া করে। ব্যাথা পশ্চাৎদেশ, মাথা ও নাসাগ্র পর্যন্ত বিকীর্ণ হয়। মাথার খুলি ফেটে যাওয়ার ব্যাথায় বা মস্তিষ্কের চোট লাগা ব্যাথায় ভাল কাজ করে। কণ্ডরা এবং সন্ধি বন্ধনীর বাতে উপকারী প্রভাব। **ন্যাট্রিয়াম ক্লোরেটাম ঃ** স্যাক্রো-ইলিয়াক অঞ্চলে ব্যাথার সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্যে কাঁপুনি, সকালের দিকে হাঁচি এবং স্নায়বিক উত্তেজনা থাকে। **ফাইটোলাক্কা ঃ** ত্রিকাস্থি অঞ্চলে সায়াটিকার মতন ব্যাথা পা পর্যন্ত বিকীর্ণ হয়। দাঁড়ালে ত্রিকাস্থি অঞ্চলে দুর্বলতা অনুভব হয়। মনে হয় কটিদেশ ভাঙচুর হয়ে যাবে। **স্ট্রনটিয়াম কার্ব ঃ** বিভিন্ন প্রকারের আথ্রাইটিস ও বাত বিশেষ করে নিতম্ব সন্ধির বাত।

মাত্রা ঃ

দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসায় ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩-৪ বার খাবার আগে দেওয়া হয়। বারবার ফিরে আসা তীব্র বেদনায় স্বল্প সময়ের জন্য (১/২ থেকে ১ ঘন্টা) ১০-১৫ ফোঁটা করে প্রতি ৫-১০ মিনিট পরপর দেওয়া হয়। যদি প্রাথমিক প্রক্রিয়ার ফলে রোগের লক্ষণ বৃদ্ধি পায় তবে ১-২ দিনের জন্য ওষুধটি বন্ধ রেখে পুনরায় ৫-১০ ফোঁটা করে ১-২ দিন দেওয়া হয়। রোগ নিরাময়ের পর এমনকি ব্যাথা সম্পূর্ণ ভাবে চলে যাবার পরও রোগের পুনঃরাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য ৫-১০ ফোঁটা করে দিনে ১-২ বার করে ৩ মাস পর্যন্ত সেবন করা উচিৎ।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

মন্তব্য ঃ

পরিপূরক ওষুধ ঃ পেটের ডানদিকের প্রদাহে R38, পেটের বাদিকের প্রদাহে এবং সিস্ট-এ R39, কোষ্ঠকাঠিন্য, আন্ত্রিক শিথিলতা, বায়ু (প্রায়ই স্যাক্রো-ইলিয়াক ব্যাথা বৃদ্ধি করে)-তে R37, রক্তাল্পতা ও রুগ্নতায় R31, মাথা ব্যাথায় (মাইগ্রেন) R16, ডিম্বাশয়ের কার্যগত সমস্যায় R20, অর্শে R13, রজঃনিবৃত্তিকালীন ব্যাথায় R10, বেদনাদায়ক ঋতুস্রাবে R28, সাধারণ বাত জণিত শারীরিক গঠনে R11.

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R51

থাইরয়েড গ্রন্থির বিষক্রিয়া

উপাদান ঃ

বেলেডোনা D30, জোডাম D30, লাইকোপাস ভারজিন D12, ন্যাট্রিয়াম ক্লোরেটাম D30, হেকলা লাভা D12, লেপিস এ্যালবাস D12.

লক্ষণ ঃ

থাইরোটক্সিকোসিস, গলগণ্ড, চোখ অক্ষিকোটর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে, থাইরয়েড গ্রন্থির বিষক্রিয়ায় হাতে কম্পন সৃষ্টি হয়, চোখ চক্ষু গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসে (Goggle-eye), ঘাম হয়, প্রায়ই ডায়রিয়া হয় এবং রোগী কৃশকায় হয়ে পরে।

কার্যপ্রণালী ঃ

উপাদানগুলি মূলত থাইরয়েড গ্রন্থির বিষক্রিয়া নাশক হিসাবে কাজ করে। **বেলেডোনা ঃ** মুখ্য লক্ষণ ঃ "Goggle-eye", প্রচুর ঘাম দিয়ে মূর্ছা যায়, নাড়ি দৃঢ়তার সঙ্গে চলতে থাকে। **হেকলা লাভা এবং লেপিস এ্যালবাস ঃ** ফাইব্রোজ স্ট্রুমা শারীরিক গঠনের উপর কার্যকর। **জোডাম ঃ** অতিরিক্ত আয়োডিন থেকে থাইরয়েড গ্রন্থির অতিসক্রিয়তার উপর নির্দিষ্ট ভাবে ক্রিয়াশীল। বিশেষত এইক্ষেত্রে ওষুধটি হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে কাজ না করে আইসোপ্যাথিক উপায়ে কাজ করে। **লাইকোপাস ভারজিনিকাস ঃ** নাড়ি দৃঢ়তার সঙ্গে দ্রুত চলতে থাকে, থাইরোটক্সিকোসিস -এ এমনটাই দেখা যায়। **ন্যাট্রাম ক্লোরেটাম ঃ** বুক ধড়ফড়, কৃশকায়, উদ্বেগ। সাধারণত ওষুধটি বৈশিষ্ঠগত ভাবে থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে।

মাত্রা ঃ

প্রথম ৮ দিন, ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে খাবার আগে দেওয়া হয়। পরবর্তী ৮ দিন প্রথমে দিনে ৩ বার ও পরে ২ বার করে একই মাত্রায় দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

উচ্চ শক্তিতে তরলীকৃত না হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু রোগীর, যারা ওষুধটিতে অতিসংবেদনশীল, তাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এইক্ষেত্রে ২-৩ দিনের জন্য চিকিৎসা বন্ধ রেখে নিম্নলিখিত ওষুধগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে। ক্ষীণতা ও দুর্বলতায় ঃ R31. ডায়রিয়ায় ঃ R4. নাড়ি দৃঢ়তার সঙ্গে চললে ঃ R2. প্রায়ই স্নায়ু সম্পর্কিত রোগে R36 এবং R33 নির্দেশিত হয়। অবশ্যই আয়োডিন যুক্ত লবণ, শুদ্ধ আয়োডিনের প্রয়োগ এবং হরমোন (থাইরয়েড গ্রন্থি) -এর প্রয়োগ দ্বারা সমস্তপ্রকার চিকিৎসাই বন্ধ রাখা উচিৎ কারণ এগুলি থেকে তীব্রভাবে রোগ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেতে পারে।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R52

বমি, বমিভাব, ভ্রমণকালীন অসুস্থতা

উপাদান ঃ

ইথুজা D6, এ্যাপোমরফিন হাইড্রো D12, ককিউলাস D12, কলচিকাম D12, ইপিকাক D8, নাক্সভোম D30, পেট্রোলিয়াম D12, ভেরাট্রাম D30.

লক্ষণ ঃ

বমি ভাব, অসুস্থতা বোধ (স্থলপথে বা আকাশ পথে ভ্রমণকালীন), সমুদ্র যাত্রাকালীন অসুস্থতা, গর্ভাবস্থায় বমিভাব (মনোরমকারী ফল), অন্যান্য অসুখের ফল স্বরূপ বমিভাব, পরিবহনে দুর্বলতা, পাচন তন্ত্রের সর্দি, বাচ্চাদের বমিভাব (পুষ্টিজণিত ক্ষয় এবং যথাযথ পুষ্টির অভাব)। দুগ্ধপোষক শিশু ও বাচ্চাদের অ্যাসিটোন যুক্ত বমি। ঘুম থেকে উঠলেই বমি এবং মদ্যপায়ীদের পাচন তন্ত্রের সর্দি। পিত্তশূলের পূর্বে সংবহন জণিত দুর্বলতায় শীতল ঘাম এবং বমিভাব। কিডনির শূলবেদনায় বমিভাব, ডিম্বাশয়ের সিস্টে বমিভাব, আন্ত্রিক খিঁচুনিতে, পেটের শূলবেদনায় ক্ষণপ্রভ বমিভাব ও বমিতে পরিপূরক ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কার্যপ্রণালী ঃ

ইথুজা সায়ানোপিয়াম ঃ বমি ও বমি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে এবং বাচ্চা ও দুগ্ধপোষক শিশুদের পাচন তন্ত্রের সর্দিজ সমস্যায় নির্দ্দিষ্টভাবে কার্যকর। **এ্যাপোমরফিন হাইড্রোক্লোরাইড ঃ** বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি বমিতে নির্দিষ্ট ভাবে ক্রিয়াশীল, গর্ভাবস্থায় ভীষণ বমির প্রবণতায় লাক্ষণিক চিকিৎসাগত ভাবে ব্যবহৃত হয়। **কলচিকাম ঃ** খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ থেকে বমি ভাব সৃষ্টি হয়। **ইপিকাক ঃ** বমি ও বমিভাব, অত্যধিক মদ্যপান ও ধূমপান থেকে সকালের দিকে বমি হয়। **পেট্রোলিয়াম ঃ** চলন্ত লক্ষবস্তু (ভ্রমণকালীন), জাহাজ ইত্যাদি থেকে বমিভাবের বিরুদ্ধে কার্যকর। **ভেরাট্রাম ঃ** সংবহন জণিত দৌর্বল্য, সংবহন বন্ধ হবার পরিস্থিতি, মাথা ঘোরে, ঘাম হয়।

মাত্রা ঃ

গর্ভাবস্থায় বমি ও বমিভাব, সমুদ্র যাত্রাকালীন অসুস্থতা, এপেনডিক্সের প্রদাহ, পিত্তথলির প্রদাহ, অন্ত্রের খিঁচ, হৃদপেশীতে দুর্বল তড়িৎ প্রবাহ, দুগ্ধপোষক শিশুর পাচন তন্ত্রের সর্দি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাধারণত বারবার ১০-১৫ ফোঁটা করে সম্ভব হলে কিছুটা উষ্ণ গরম জলে অথবা অমিশ্রিত অবস্থায় (চলন্ত অবস্থায় হাতের কাছে যেটা সম্ভব), ৫-১০ মিনিট পরপর দেওয়া হয়। ওষুধটির প্রয়োগে কোন অপ্রীতিকর প্রভাব দেখা যায় না, ওষুধটি যকৃতের জন্য ক্ষতিকারক নয় বরং এটি উদ্দীপকের কাজ করে। বিষক্রিয়া সম্পন্ন খাদ্যবস্তু শোষনের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুরুতে বমি বেড়ে যায়। জীববিদ্যাগত ভাবে এরকম প্রতিক্রিয়া কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরী করে না।

মন্তব্য ঃ

পরিপূরক ওষুধ ঃ তড়িৎ প্রবাহের দুর্বলতায় ঃ R2. কলেরায় ঃ R4. যকৃৎ ও পিত্তথলির রোগে ঃ R7. মাথা ব্যাথা থেকে বমি হলে ঃ R16. অন্ত্রশূল ও বমিতে ঃ R37. হুপিং কাশিতে ঃ R9. সংবহন জণিত সমস্যায় ঃ R67. হৃদপেশীর অনিয়মিত স্পন্দনে ঃ R66. বৃক্কের রোগে ঃ R64.

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R53

ব্রণ, বয়ঃসন্ধিকালীন ফুসকুড়ি

উপাদান ঃ

এ্যমোন ব্রোম D12, ব্রোমাম D12, হিপার সাল্ফ D30, জুগল্যান্স D30, ক্যালিয়াম ব্রোম D12, লেডাম D30, ন্যাট্রিয়াম ব্রোম D12, ন্যাট্রিয়াম ক্লোর D200, ভায়োলা ট্রাইকালার D12, প্লাসেন্টা D12.

লক্ষণ ঃ

সাধারণত ব্রণ, ফুসকুড়ি, ত্বকের পূঁয জাতীয় ব্যাধি, একজিমা এবং ডার্মাটাইটিস।

কার্যপ্রণালী ঃ

বয়ঃসন্ধিকালে উৎপত্তি সাধারণ ব্রণ এবং ফুসকুড়ি, যখন যৌনগ্রন্থির সক্রিয়তা অসম্পন্ন থাকে। সেই কারণে এ ধরনের নির্যাস ও চূর্ণর সংমিশ্রন ভীষন ভাবে যোগ কলার পুণরুৎপাদন এবং বীজগ্রন্থির উদ্দীপক হিসাবে উপযোগী। উপাদান সমূহের ব্রোমাম এবং ব্রোমাইন লবণ নির্দ্দিষ্টভাবে "ARNDT-SCHULZ"-এর নিয়ম মেনে চর্মরোগে বিপরীত ধর্মী কাজ করে। **জুগল্যান্স ঃ** অল্পবয়স্ক মেয়েদের মুখের ব্রণর উপর নির্দ্দিষ্টভাবে কার্যকরী। কালো সাশ যুক্ত ব্রণ। **লেডাম ঃ** পেঁকে ওঠা ফুসকুড়িতে ভাল কাজ করে। **হিপার সাল্ফ ঃ** পাঁকা কোমিডোন্স (কালো সাশ) -এর উপর কার্যকর এবং মাথার চামড়ার ব্রণতে ন্যাট্রিয়াম ক্লোর। **ভায়োলা ট্রাইকালার ঃ** অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বিশেষ করে মাথায় ও কানে বিস্তৃত থাকে, যার উপরিভাগের চামড়া শুকিয়ে পর্দার আবরণ তৈরি করে এবং সমস্ত শরীরে ছোট ছোট অনেক ব্রণতে পূঁযবিহীন প্রদাহ হয়। খুব চুলকায়। রক্ত পরিস্রাবকের কাজ করে।

মাত্রা ঃ

১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে খাবার আগে দেওয়া হয়। তরুণ পূঁজযুক্ত প্রদাহে একই মাত্রায় ১-২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। ওষুধটির কার্যকারিতা যাতে কোনভাবে ব্যাহত না হয় তারজন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিষক্রিয়া সম্পন্ন খাদ্য খাবার যেমন - শুষ্ক শূকরের মাংস, উরুর মাংস, সসেজ ও শূকরের মাংস বন্ধ রাখা উচিৎ। এ ধরণের খাবার পূঁয ও ব্রণ তৈরির সহায়ক। এমনকি ছোট এক টুকরো সসেজ ও এই ওষুধটির কার্যকারিতা নষ্ট করতে পারে।

মন্তব্য ঃ

পরিপূরক ওষুধ ঃ তরুণ পূঁযসহ পাকায় ঃ R1. যৌন বীজগ্রন্থি তন্ত্রকে কার্যগতভাবে উদ্দীপিত করতে ঃ R19 এবং R20 . রক্তাল্পতা, ক্ষুধা মান্দ্য, দুর্বলতা (যা প্রায়ই অল্পবয়স্ক মেয়েদের দেখা যায়) ঃ R31. একই সঙ্গে অন্ত্রের কার্যকারিতা নিয়মিত করাও গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজের জন্য R37 লক্ষণীয়। রক্ত বিশোধিত করতে, আনুষাঙ্গিক R60 দিনে ২ বার ১০-১৫ ফোঁটা করে দেওয়া হয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R54

মস্তিষ্কের কার্যগত সমস্যা

উপাদান ঃ

এ্যনাকার্ডিয়াম D6, আর্সেনিকাম এ্যল্ব D30, বেলেডোনা D12, জেলসিমিয়াম D12, ক্যালিয়াম ফস্ফরিক D6, লাইকোপোডিয়াম D30, সিপিয়া D8, ফস্ফরাস D6.

লক্ষণ ঃ

মস্তিষ্কের কার্যগত সমস্যা, স্মৃতি দুর্বলতা, স্কুলের বাচ্চাদের ত্রুটিপূর্ণ মানসিক বিকাশ, উদাসীনতা, অবসন্নতা ও ক্লান্তি।

কার্যপ্রণালী ঃ

মস্তিষ্কের উপর নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন বিভিন্ন প্রকার উপাদান এই মিশ্র ওষুধটিতে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকের নিজ নিজ লক্ষণাবলী নিম্নে দেওয়া হল। **এ্যনাকার্ডিয়াম ঃ** স্মৃতি দুর্বলতায় নির্দিষ্টরূপে কার্যকর। **আর্সেনিকাম এ্যল্ব ঃ** মস্তিষ্কের রক্তাল্পতায় সাহায্য করে, কোষীয় কার্যকারিতা উদ্দীপিত করে। **বেলেডোনা ঃ** মস্তিষ্কে রক্তস্ফীতি হলে। **জেলসিমিয়াম ঃ** মাথা ঘোরা। **ক্যালিয়াম ফস্ ঃ** মস্তিষ্কের একটি সাধারণ কার্যগত টনিক। স্নায়ুর পুষ্টির জন্য অসাধারণ ওষুধ। **লাইকোপোডিয়াম ঃ** যকৃতের উপর বিষক্রিয়া নাশক প্রভাব দ্বারা এটি বাচ্চাদের বিকাশ জণিত সমস্যায় খুবই কার্যকর। **সিপিয়া ঃ** দৌর্বল্য ও বিষন্নতার বিরুদ্ধে।

মাত্রা ঃ

সাধারণত১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩-৪ বার খাবার আগে দেওয়া হয়। অবস্থার উন্নতি হলে একই মাত্রায় দিনে ২-৩ বার করে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

পরিপূরক ওষুধ ঃ মৃগী রোগের প্রবণতায় ঃ R33. বাচ্চাদের করীয়া মাইনর এবং স্নায়বিক দুর্বলতা প্রশমিত করতে ঃ R36. রক্তাল্পতায় ঃ R31.

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R55

সবরকম আঘাত ও ক্ষতের চিকিৎসা

উপাদান ঃ

আর্ণিকা D3, বেলেডোনা D4, ক্যালেনডুলা D3, ইকাইনেশিয়া D6, অঙ্গাস্টিফোলিয়া D3, হেমামেলিস D4, রাসটক্স D6, রুটা D6, সিমফাইটাম D6.

লক্ষণ ঃ

সবধরনের আঘাত, হাড় ভাঙা, অস্থিসন্ধির বিচ্যুতি, মচকে যাওয়া, মস্তিষ্কের আঘাত, আগ্নেয়াস্ত্র থেকে সৃষ্ট ক্ষত অথবা রক্তপাত সহ ধারাল অস্ত্রের ক্ষত, জ্বরের সংক্রমণ, পূঁয জাতীয় সংক্রমণে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করতে পরিপূরক ওষুধ হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ওষুধটি খেলোয়াড় ও মজদুর যারা শারীরিক পরিশ্রম করে, বেশী ওজন তোলে, তাদের জন্য উপযোগী এবং পুরানো আঘাত জণিত বাতে কার্যকর।

কার্যপ্রণালী ঃ

আর্ণিকা ঃ ধমণী তন্ত্রের উপর কার্যকর, রক্ত সংবহন নিয়ন্ত্রণ করে, জমে যাওয়া রক্ত নিষ্কাশন করে। **বেলেডোনা ঃ** প্রদাহের বিরুদ্ধে। **ক্যালেনডুলা ঃ** কালশিটের বিপক্ষে। **ইকাইনেশিয়া অঙ্গাস্টিফোলিয়া ঃ** প্রদাহ ও পচনশীল সমস্যার বিরুদ্ধে। **হেমামেলিস ঃ** ভেনাস স্টেসিস ও রক্তক্ষরণ। **রাস্টক্সিকোডেনড্রন ঃ** অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম ও বিচ্যুত অস্থিসন্ধি থেকে সৃষ্ট সমস্যায়। **রুটা গ্রাভিওলেন্স ঃ** অত্যাধিক শ্রম থেকে তৈরি সমস্যা। **সিমফাইটাম ঃ** হাড় ভাঙায়।

মাত্রা ঃ

তরুণ ক্ষতে ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে বা অমিশ্রিত অবস্থায় ১০ মিনিট পরপর দেওয়া হয়। হাড় ভাঙায় প্রথম দিন ১/৪ ঘন্টা পরপর, দ্বিতীয় দিন ১/২ ঘন্টা পরপর, তৃতীয় দিন ১ ঘন্টা পরপর ১৫ ফোঁটা করে দেওয়া হয়। তারপর সম্ভব হলে খাবার আগে দিনে ৩-৬ বার করে দেওয়া হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জায় ও হৃদপিণ্ডের সমস্যায় (অত্যাধিক পরিশ্রমের ফলে) এই ওষুধটি অন্য ওষুধের সঙ্গে রোগের গুরুত্ব অনুযায়ী ১/৪-১/২ ঘন্টা পরপর পালাবদল করে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

অনুকূল পরিপূরক ওষুধ ঃ হৃদপেশীর দুর্বলতায় ঃ R3, জ্বরের সংক্রমণে ঃ R6, বাতে ঃ R11, হাতের ব্যাথায় ঃ R46, মাইগ্রেন ও স্নায়ুশূলে ঃ R16, পতন আসন্ন হলে ঃ সময় মত R67 যোগ করা হয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R56

কৃমি নাশক

উপাদান ঃ

আর্টিমিসিয়া ভাল্গারিস D1, সিনা D4, ফিলিক্স D3, গ্রাফাইটস্ D30, মার্ক-সাব-কর D6, ট্যানাসিটাম ভাল্গারিস D1.

লক্ষণ ঃ

সবধরনের কৃমি, গোল কৃমি এবং কুচো কৃমি। ফিতা কৃমির ক্ষেত্রে বিশেষ পচন পদ্ধতির জন্য একটি প্রধান অর্থকারী ওষুধ।

কার্যপ্রণালী ঃ

R56 দ্রুততার সঙ্গে কৃমি নাশ করে না। এইসব পরজীবি সংক্রান্ত আক্রমণের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মূলক লক্ষণাবলী দূর করে গঠনগত ভাবে শারীরিক উন্নতি ঘটায়। এইভাবে কৃমি জাতীয় পরজীবির আক্রমণের হাত থেকে দীর্ঘমেয়াদি নিরাময় সম্ভব এবং পুণরাবৃত্তি প্রতিরোধ হয়। ওষুধগুলির নিজ নিজ লক্ষণাবলী হল ঃ **আর্টিমিসিয়া ভাল্গারিস ঃ** কৃমি আক্রান্ত বাচ্চাদের পেটে ফিক্‌ধরা ব্যাথা হয়। **সিনা ঃ** বাচ্চারা বিবর্ণ হয়ে যায়, চোখের চারদিকে কালশিটে পড়ে, ঘুমের ঘোরে দাঁত কাঁটে, সহজেই চমকে ওঠে, হাত পা ছুঁড়তে থাকে, নাক শুরশুর করে। গোলকৃমির বিরুদ্ধে ভীষণ সক্রিয়। **ফিলিক্স মাস ঃ** কৃমি নাশকতায় নির্দ্দিষ্টভাবে কার্যকর, বিশেষত ফিতা কৃমি। **গ্রাফাইটস্ ঃ** শারীরিক গঠনগত ওষুধ। ভীষণ খিদে হয়, লোভী, মেটিওরিজম, বায়ুর প্রকোপ। **মার্কুরিয়াস সাবলিমেট করোসিভাস ঃ** অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ, সঙ্গে মলত্যাগের ইচ্ছা। আঠাল রাত্রিকালীন ঘাম। **ট্যানাসিটাম ভাল্গারিস ঃ** কৃমির সংক্রমণ, রাতে উপসর্গ বৃদ্ধি পায়, হঠাৎ চমকে ওঠে।

মাত্রা ঃ

১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয়। রোগের পুণরাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য উপরিউক্ত মাত্রায় প্রগাঢ় চিকিৎসার পরও ৪-৬ সপ্তাহ সেবন করা উচিৎ।

মন্তব্য ঃ

অন্ত্রশূলে আনুষাঙ্গিক ঃ R37, যকৃতের সমস্যায় ঃ R7 তুলনীয়, পাচন জণিত সমস্যায় ঃ R5 তুল্য।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R57

ফুসফুসের টনিক

উপাদান ঃ

আর্সেনাম জোডাট D6, ক্যালসিয়াম কার্ব হ্যানিম্যানি D30, লাইকোপোডিয়াম D30, সাইলিসিয়া D30, টিউক্রিয়াম D6, ফস্‌ফরাস D30.

লক্ষণ ঃ

রক্তক্ষয়ের পর প্যারেনকাইমা কলাকোষ যুক্ত অঙ্গের দৌর্বল্য, বিশেষ করে ফুসফুসের এর জন্য প্রায়ই কটিদেশে দুর্বলতা অনুভব হয়, রাত্রিকালীন ঘাম, শীতকাতরে, রক্তসংবহনে সমস্যা (ঠান্ডা পা), খুধা মান্দ্য, মুখমণ্ডল ধূসর ও বিবর্ণ হয়।

কার্যপ্রণালী ঃ

দুই প্রকারের ওষুধ দিয়ে মিশ্রণটি তৈরি। একটা গ্রুপ শ্বাসনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর কাজ করে এবং অন্যটি শারীরিক গঠনতন্ত্রের উপর কার্যকর, যা অপুষ্টিজণিত দুর্বলতা ও জড়তায় উপকারী। এভাবে যক্ষ্মার প্রবণতা হ্রাস পায় এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা উদ্দীপিত করে উপস্থিত সংক্রমণ হ্রাস করে। **আর্সেনাম জোডাট ঃ** টনিক, ক্ষুধা বাড়ায়। **ক্যাল কার্ব হ্যানিম্যানি ঃ** রিক্যালসিফাইং ক্রিয়া, কলাকোষের অতিরিক্ত জল নিষ্কাশন করে। **লাইকোপোডিয়াম ঃ** যকৃতের কার্য ক্ষমতা বাড়ায়, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, যকৃতের বিষক্রিয়া নাশক পদ্ধতি সহজ করে। **সাইলিসিয়া ঃ** ফুসফুসের কেন্দ্র বিন্দুর অংশুল কলার রিক্যালসিফিকেসান-এ সাহায্য করে। **টিউক্রিয়াম ঃ** বিশেষ করে ফুসফুসের ব্যাধিতে কার্যকর, নিউমোনিয়া এবং যক্ষ্মার সংক্রমণে।

মাত্রা ঃ

সাধারণত ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয়। অবশেষে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে পালা করে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

পরিপূরক ওষুধগুলি হল ঃ রক্তাল্পতায় ঃ R31. রাত্রিকালীন ঘামে ঃ R32. নিষ্কাশন প্রক্রিয়া উদ্দীপিত করার জন্য ঃ R26. হাঁপানি রোগের গঠনগত চিকিৎসায়ঃ R43. সর্দি ও কাশিতে ঃ R8 ও R9. মধুমেহ রোগে ফুসফুসের দুর্বলতা দেখা দিলে ঃ R40.

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R58

জলশোথ রোধকারী, বৃক্কের কার্যগত উদ্দীপক

উপাদান ঃ

এ্যাডোনিস ভার্নালিস D2, কনভেলেরিয়া মেজাস D2, ক্র্যাটেগাস D1, ডিজিটালিস D3, হেলিবোরাস D4, স্কিল্লা D2.

লক্ষণ ঃ

হৃদপেশীর দুর্বলতা এবং জলশোথ ও পায়ের শোথ রোগ, হৃদপেশীর দুর্বলতায় প্রায়শই উদরী। বৃক্কজণিত শোথেও উপকারী হতে পারে।

কার্যপ্রণালী ঃ

এই ওষুধটি হৃদপেশীর দুর্বলতা ও সংক্রমণ জণিত হৃদপিণ্ডের শোথ সৃষ্টিকারী উদ্দীপনাকে দুর করে। **এ্যাডোনিস ভার্নালিস** ঃ কোনরকম বিপদ পুঁজিভূত না করে ডিজিটালিসের মতন গ্লাইকোসাইড প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অনিয়মিত ও অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন এবং দ্রুত হৃদস্পন্দনে প্রস্রাবের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। **কনভেলেরিয়া** ঃ হৃদপিণ্ডের টনিক। **ক্র্যাটেগাস** ঃ হৃদপিণ্ডের রক্তনালীকা স্ফীত হয়ে পড়ে। **ডিজিটালিস** ঃ হৃদপেশীর শক্তি বাড়ায়। **হেলিবোরাস** ঃ মূত্র বৃদ্ধির উপাদান গুলির শক্তি বৃদ্ধি করে। **স্কিল্লা** ঃ উল্লেখযোগ্য মূত্রবর্ধনকারী ক্রিয়া। প্লুরাইটিস এবং চরম অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের নির্যাস (ফাইব্রিনাস) থেকে সৃষ্টি জলশোথে কার্যকর। সাধারণভাবে হৃদপেশীর শক্তি বাড়িয়ে হৃদপিণ্ডের রক্তসংবহন নিয়মিত করে। কিডনির কার্যগত ত্রুটি, নেফ্রাইটিস এবং কিডনির কার্যক্ষমতা থেমে গেলে উদ্ভুত শোথ নিয়ন্ত্রণে স্কিল্লার আনুষাঙ্গিক প্রয়োগ ভাল ফল দেয়। তরল পদার্থ শোষণের মাত্রা কম করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মাত্রা ঃ

১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার খাবার আগে বা পরে দেওয়া হয়। তরুণ রোগে ২০-৩০ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৬ বার পর্যন্ত দেওয়া হয়। পরিস্থিতির উন্নতি হলে মাত্রা কমিয়ে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ২-৩ বার দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

পরিপূরক ওষুধ ঃ সর্বক্ষেত্রেই ঃ R2. হৃদপেশীর সমস্যায় ও দুর্বল তড়িৎ প্রবাহে ঃ R3. উচ্চ রক্তচাপ এবং ধমণীর কাঠিন্যে ঃ R12. বিশেষ করে রজঃনিবৃত্তিকালে গ্রন্থিগত সমস্যায় R19 অথবা R20. হৃদপেশীর উপর অতিরিক্ত চাপের ফলে সৃষ্টি স্থূলতায় ঃ R59. বায়ু (পাকস্থলী) সহ গ্যাস্ট্রো - কার্ডিয়াক লক্ষণ সমূহে ঃ R37. ডায়াবেটিস -এ ঃ R40. বৃক্কজণিত শোথ রোগে ঃ R64 দেখুন।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R59

স্থূলতা রোধকারী, ওজন কমানোয় কার্যকর

উপাদান ঃ

ক্যালসিয়াম কার্ব হ্যানিম্যানি D12, ফিউকাস ভেসিকিউলোসাস D2, গ্রাফাইটস্ D12, ন্যাট্রিয়াম সাল্ফ D2, ক্রোটন টিগলিয়াম D4, স্পঞ্জিয়া D3.

লক্ষণ ঃ

স্থূলতা, গ্রন্থির ত্রুটিপূর্ণ ক্ষরণের জন্য ওজন বৃদ্ধি। গলগণ্ড রোগের প্রারম্ভিক পর্যায়ে বাধা দানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

কার্যপ্রণালী ঃ

ফিউকাস ভেসিকিউলোসাস এবং স্পঞ্জিয়া দ্বারা জৈব পদ্ধতিতে আয়োডিন লবণ সংযুক্ত হওয়ায় এর কার্যকারিতা ফলপ্রসূ হয়, যা যথাযথ ভাবে থাইরয়েড গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে এবং গলগণ্ডের উপর কার্যকর হয়। আমরা এই ওষোধি সংমিশ্রণের সঙ্গে শারীরিক গঠনগত উদ্দীপক **গ্রাফাইটস্, ক্যালকেরিয়া কার্ব** এমনকি যকৃতের কার্যগত উদ্দীপক **ন্যাট্রিয়াম সাল্ফ** ও অন্ত্রের কার্যগত উদ্দীপক **ক্রোটন টিগলিয়াম** যোগ করেছি। সব মিলিয়ে ওষুধটি কলা কোষের বিপাক ও দহন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে নিজেদের গুণাবলী প্রকাশ করে, একই সঙ্গে কলার বাড়তি রস নিষ্কাশিত করে এবং থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

মাত্রা ঃ

১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার, তরুণ অবস্থায় ৪-৫ বার দেওয়া হয়। শুরুতে ৫-৬ দিন বারবার বেশী মাত্রায় দেওয়া উচিৎ। পরবর্তীকালে ৮-১০ ফোঁটা করে দিনে ২-৩ বার দেওয়া হয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বয়স অনুসারে মাত্রা কমিয়ে ৫-৮-১০ ফোঁটা করে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

পরিপূরক ওষুধ ঃ রজঃনিবৃত্তিকালে ঃ R10 এমনকি R19 অথবা R20. হৃদপিণ্ডের দুর্বলতায় ঃ R2. বৃক্কের কাজ উদ্দীপিত করতে ঃ R27. একই সঙ্গে ডায়াবেটিস থাকলে ঃ R40. রক্তশূন্যতায় ঃ R31.

কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের ব্যবহারের জন্য।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R60

রক্ত বিশোধক

উপাদান ঃ

এ্যরেনিয়া ডি D12, কোনিয়াম D30, ফিউমার অফ D6, হিপার সাল্ফ D12, গ্যালিয়াম D12, জুগলেন্স D6, মায়োসোটিস এ D6, সারসাপারিল্লা D6, স্ক্রোফুলারিয়া নোডোসা D6.

লক্ষণ ঃ

দূষিত রক্ত, অপরিচ্ছন্ন ত্বক (ফুসকুড়ি), লসিকা গ্রন্থি ফুলে ওঠে, রক্ত শোধণকারী ওষুধ। জীবদেহ নিঃসৃত রস যেমন, রক্ত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তরল পদার্থ যা অসুস্থতার সব পরিস্থিতিতে এবং বিলম্বিত ব্যাধিতে প্রয়োজনীয়, তার সার্বিক উন্নতি ঘটায়। গণ্ডমালা রোগ সংক্রান্ত।

কার্যপ্রণালী ঃ

এই তৈয়ারি রক্ত এবং লসিকা গ্রন্থির উপর কাজ করে গভীর ভাবে শারীরিক গঠনের উপর প্রভাব ফেলে। অভ্যন্তরীণ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনাকে উদ্দীপিত করায়, যোগকলা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। **কোনিয়াম ঃ** গ্রন্থি আকারে বড় হয়ে ওঠে এবং শক্ত হয়ে যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাত ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে দুর্বল হয়ে পরে, কাঁপতে থাকে ও ঘাম হয়। **গ্যালিয়াম এ্যাপারাইন ঃ** সাধারণ ব্যাধি। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ক্ষত বা ঘাত সহ আবির্ভাব, মূত্রবর্ধনকারী। **হিপার সাল্ফ ঃ** পুঁয, ফোড়া এবং পাকা জণিত কারণে হীণবল সম্পন্ন কলাকোষের আরোগ্যে উন্নতি ঘটায়। গণ্ডমালা রোগ, ফুলে যাওয়া লসিকা গ্রন্থি, দূষিত রক্ত। **জুগলেন্স ঃ** রক্ত বিশোধক। **সারসাপারিল্লা ঃ** একজিমা আক্রান্ত বাচ্চাদের ক্রমবিকাশ বিলম্বিত হয়। **স্ক্রোফুলারিয়া নোডোসা ঃ** গণ্ডমালা রোগে লসিকা গ্রন্থির স্ফীতি, লসিকা গ্রন্থি সংক্রান্ত শারীরিক গঠন (জলীয় আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পায় এমন শারীরিক গঠন)। আর্দ্র আবহাওয়ায় সংবেদনশীল, সমস্ত লক্ষণ ঠান্ডা স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় আরও খারাপ হয়।

মাত্রা ঃ

৫-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয়। বয়স অনুসারে ফোঁটা কাটা হয়। পুরাতন রোগে দিনে ১-২ বার করে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

পুরাতন রোগে প্রতিরোধ ক্ষমতাকে প্রাণিত করতে ঃ R26 তুলনীয়। একজিমায় ঃ R23 ও R21 টিউমার-এ ঃ R17. রক্তাল্পতায় ঃ R31. অত্যাধিক ঘামে ঃ R32. ফুসফুসের যক্ষ্মায় ঃ R48 এবং R57. সাধারণ ব্রণতে ঃ R53 তুলনীয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R62

হামের ড্রপস, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ

উপাদান ঃ

অরাম ট্রাইফাইলাম D3, বেলেডোনা D4, ফেরাম ফস্ফরিক D8, মার্ক সল হ্যানিম্যানি D8, পালসেটিলা D4.

লক্ষণ ঃ

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সমস্ত প্রকার প্রদাহ উপশম করে, বিশেষ করে চোখের প্রদাহ, হাম।

কার্যপ্রণালী ঃ

এই সমন্বয়ের সব ওষুধ গুলিই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ হ্রাস করে। দ্রুত দীর্ঘ মেয়াদী উন্নতি সাধন হয়। এই যৌগ ওষুধটির প্রয়োগে রোগের জটিলতা ভালভাবে অবরুদ্ধ হয়। **অরাম ট্রাইফাইলাম ঃ** প্রদাহ গ্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে জ্বালা ও সুচ ফোঁটানো ব্যাথা অনুভব হয়, একই সঙ্গে চোখের নিষ্পিশতা থাকে, ত্বকে ফুসকুড়ি দেখা যায় ও হাম। **বেলেডোনা ঃ** তরুণ প্রদাহ, জ্বর, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শুষ্ক হয়ে ওঠে, বিশেষ করে শ্বাসতন্ত্রের উপরিভাগ আক্রান্ত হয়। **ফেরাম ফস্ ও মার্ক সল হ্যানিম্যানি ঃ** সর্দি পীড়িত, আলোকাতঙ্ক, আঠাল ঘাম।

মাত্রা ঃ

তরুণ অবস্থায় অল্প সময়ের ব্যবধানে বারবার ওষুধ দেওয়া প্রয়োজন। শুরুতে ৮-১০ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে ১/২-১ ঘন্টা ব্যবধানে দেওয়া হয়। শিশু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ৩-৫ ফোঁটা করে জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়। অবস্থার উন্নতি হলে মাত্রা কমিয়ে ১-২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

স্বাস্থ্য পুনরূদ্ধারের পর্যায়ে ঃ R31. যদি অসুস্থতা ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য জটিল হয়ে পরে তবে একই সঙ্গে বা পর্যায়ক্রমিক ভাবে R6 ব্যবহার করা হয়। টনসিলের প্রদাহ বা ওটাইটিস মিডিয়ায় ঃ একই সঙ্গে বা পর্যায়ক্রমিক ভাবে R1. সাইনাসের প্রদাহে ঃ R49. ত্বকে ফুসকুড়ি বার না হওয়া পর্যন্ত অথবা খুব ধীরে ধীরে বার হচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে, অন্তবর্তী ওষুধ হিসাবে ৮-১০ ফোঁটা করে R23 দিনে ২-৩ বার দেওয়া হয়। ব্রংকাইটিস ঃ আনুষাঙ্গিক জুটুসিন ড্রপ R9 অথবা সিরাপ R8. পুরানো ফুসফুসের অসুস্থতায় ঃ R62-এর সঙ্গে R48 দিনে ৩ অথবা ৪ বার দেওয়া হয়। ফুসফুসীয় যক্ষ্মার প্রবণতায় ঃ ৮-১০ ফোঁটা করে R57 দিনে ১-২ বার করে দেওয়া হয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R63

বাধাপ্রাপ্ত রক্ত সঞ্চালনের ড্রপস

উপাদান ঃ

এড্রেনালিন D6, এ্যসকিউলাস D2, কিউপ্রাম অ্যাসিটিক D6, পোটেনটিল্লা এ্যান্সেরিনা D2, সিকেলি কর D4, ট্যাবেকাম D4, ভেরাট্রাম D6.

লক্ষণ ঃ

প্রান্তীয় রক্তনালীর রোগ সমূহ, এ্যাক্রোপ্যারেস্থেসিয়া, রক্তনালীর আভ্যন্তরীন পর্দার প্রদাহ জণিত কারণে বন্ধ নালী গহ্বর, সবিরাম বাধাপ্রাপ্ত রক্ত সঞ্চালন, রেনডস ডিজিজ, পায়ের ডিমে খিল ধরা, শিরার রোগ।

কার্যপ্রণালী ঃ

এড্রেনালিন ঃ পেশীর ফিক্ ব্যাথা হ্রাস করে, রক্তনালীর পেশীয় স্তরের উপর কার্যকর। **এ্যসকিউলাস ঃ** শিরায় রক্ত জমে, বিশেষ করে শ্রোণীচক্রে। **কিউপ্রাম অ্যাসিটিক ঃ** ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশী সমূহের খিঁচ লাগা সংকোচন, পায়ের ডিমে খিল ধরা। **পোটেনটিল্লা এ্যান্সেরিনা ঃ** বিভিন্ন প্রকার খিঁচ ধরা ব্যাথা, পায়ের ডিমে খিল ধরা। **সিকেলি কর ঃ** ডায়াবেটিক রোগীর পচনশীল ঘা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অসাড়তা ও প্যারেস্থেসিয়া, ঠান্ডা অথবা অনুভূতিহীন খিঁচ ধরা। **ট্যাবেকামঃ** সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই খিল ধরে সঙ্গে দুর্বলতা ও পিঁপড়ে চলে বেড়ানোর মতন অনুভূতি হয়। **ভেরাট্রাম ঃ** সারা শরীরেই ঠান্ডা অনুভূতি, পায়ের ডিমে খিল ধরে, অবস ও অসাড় হয়ে যায়।

মাত্রা ঃ

১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয়। কঠিন রোগীদের শুরুতে ১০ ফোঁটা করে ১-২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

ডায়াবেটিক এ্যাঞ্জিওপ্যাথি-তে ঃ R40, আর্টেরিও স্ক্লেরোসিস থাকলে ঃ R12, ভেনাসস্টেসিস থাকলে, যেমন ভেরিকোসিটিস-এ ঃ R42, হৃদশূলে ঃ R2 তুলনীয়। সায়াটিকা থেকেপ্যারেস্থেসিয়া হলে ঃ R71 তুলনীয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R64

মূত্রে এলবুমিনের উপস্থিতির ড্রপস

উপাদান ঃ

হেলোনিয়াস ডায়োকা D3, ক্যালিয়াম আর্সেনিকোসাম D4, ফস্ফরাস D6, প্লাম্বাম মেট D12, সলিডাগো ভার্জ D2.

লক্ষণ ঃ

মূত্রে এলবুমিন বা প্রোটিনের উপস্থিতি, নেফ্রোসিস, বৃক্কের পুরাতন প্রদাহ, নেফ্রোস্ক্লেরোসিস।

কার্যপ্রণালী ঃ

নানাবিধ উপাদান নিয়ে তৈরি এই সংমিশ্রণটি ইউরো-জেনিটাল ট্রাক্টের প্রদাহ জণিত চারিত্রিক লক্ষণ সমূহের উপর কার্যকর। **হেলোনিয়াস ডায়োকা ঃ** ক্লান্তি ও পিঠের ব্যাথা, কিডনির জায়গায় চাপা টানধরা ব্যাথা। **ক্যালিয়াম আর্সেনিকোসাম ঃ** বৃক্কের পুরানো প্রদাহ সঙ্গে শোথ রোগ, হৃদপিণ্ডের বিকার। **ফস্ফরাস ঃ** দুর্বলতা ও প্যারেনকাইমা কলার ক্ষয়। মূত্র পরীক্ষায় প্রোটিন, রক্ত ও নলাকার ছাঁচ উপস্থিত থাকে। কিডনির পুরানো প্রদাহ, অধিকাংশ কিডনির রোগেই কার্যকর। **প্লাম্বাম মেট ঃ** প্রস্রাবের পরিমান হ্রাস পায়। মূত্রে প্রোটিন থাকে, কিডনির ক্রমবর্ধমান ক্ষয় রোগ।

মাত্রা ঃ

১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে খাবার আগে দেওয়া হয়। চিকিৎসার প্রাথমিক পর্যায়ে বারবার দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

তরুণ এবং পুরাতন কিডনির প্রদাহে ঃ R1 এমনকি R6 তুলনীয়। পুনঃপাতিত কিডনি রোগে ভাল ফলের জন্য R64 -এর সঙ্গে পর্যায়ক্রমিক ভাবে R1 দেওয়া হয়। মূত্রস্থলী ও কিডনির প্রদাহে ঃ R18 ও R1 তুল্য। কিডনির পাথরে ঃ R27 এবং প্রয়োজনে R1 তুলনীয়। প্রস্টেট গ্রন্থির এডিনোমার সঙ্গে মূত্রস্থলীর প্রদাহ থাকলে ঃ R25 তুলনীয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R65

সোরিয়াসিস-এর ড্রপস

উপাদান ঃ

বারবারিস এ্যাকুইফোলিয়াম Q, ক্যাল কার্ব হ্যানিম্যানি D30, গ্রাফাইটস্ D12, হাইড্রোকোটাইল এশিয়াটিকা D2, ন্যাট্রিয়াম ক্লোরেটাম D30, আর্সেনিকাম এ্যাল্বাম D12.

লক্ষণ ঃ

সাধারণত সোরিয়াসিস, সোরিয়াসিসের মতন একজিমা।

কার্যপ্রণালী ঃ

শারীরিক গঠনগতভাবে মনোনীত সব ওষুধ গুলিই বিশেষত ত্বকের উপর কার্যকর। **বারবারিস এ্যাকুইফোলিয়াম ঃ** সোরিয়াসিসের উপর এটি প্রমাণিত। **ক্যাল কার্ব হ্যানিম্যানি ঃ** গণ্ডমালা ডায়াথেসিস, সুন্দর, মোটা, তুলতুলে প্রকৃতির রোগী, পুষ্টি জণিত সমস্যা। **গ্রাফাইটস্ ঃ** স্থূলকায়, সুদর্শন রোগী। শুষ্ক ত্বক, কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী শুষ্কতা। স্ফোটক থেকে আঠাল নির্যাস বের হয়। **হাইড্রোকোটাইল এশিয়াটিকা ঃ** ত্বকের এপিডার্মিস স্তর মোটা হয়ে যায় এবং মাছের আঁশের মতন উঠতে থাকে। বৃত্তাকার স্পটের চারিদিক আঁশযুক্ত হয়। **ন্যাট্রিয়াম ক্লোরেটাম ঃ** তুলতুলে বলহীন শারীরিক গঠন, হাইপারথাইরয়েডিজম-এর প্রবণতা। সেবোরিক একজিমা।

মাত্রা ঃ

১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয়। চিকিৎসাকাল রোগীর অবস্থার উপর নির্ভর করে।

মন্তব্য ঃ

আনুষাঙ্গিক R21 প্রয়োগে R65-এর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সোরিয়াসিস একটি অন্তঃনির্হিত শরীরবৃত্তিয় সমস্যা তাই চিকিৎসার সময় ও ধৈর্য্য দুটোই প্রয়োজন। শারীরিক গঠনগত ওষুধ R21 -এর কার্যকর হতে সময়ের প্রয়োজন। যদি লক্ষণাবলীর সাদৃশ্য থাকে তবে ১০-১৫ ফোঁটা করে R23 কিছুটা জলে মিশিয়ে ১ সপ্তাহের জন্য R65-এর সঙ্গে ভাবা যেতে পারে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নিঃসরণ সংক্রান্ত সমস্যায় যথাক্রমে R19 বা R20 আনুষাঙ্গিক চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহার্য। এই ক্ষেত্রে মাত্রা ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ১ বার ১ সপ্তাহের জন্য দেওয়া হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R66

অনিয়মিত ও অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দনের ড্রপস

উপাদান ঃ

এ্যামি ভিস D2, আইবেরিস আমারা D3, লিওনিউরাস কার্ড D2, অলিএন্ডার D3, স্পারটিয়াম স্কোপার D2, সামবিউলাস মসকাটাস D2.

লক্ষণ ঃ

হৃদপিণ্ডের ক্ষয়রোগ, মায়োকার্ডাইটিস, এন্ডোকার্ডাইটিস, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, ট্যাকিকার্ডিয়া, কার্ডিয়াক নিউরোসিস, এডাম-স্ট্রোক-সিনড্রোম-এর আক্রমণের পর হৃদস্পন্দন ও হৃদপিণ্ডের তড়িৎ প্রবাহের সমস্যা।

কার্যপ্রণালী ঃ

প্রতিটি ওষুধই একে অপরের পরিপূরক এবং হৃদপেশী ও হৃদপিণ্ডের তড়িৎ প্রবাহের উপর নির্দিষ্টভাবে কার্যকর। **আইবেরিস আমারা ঃ** সামান্য পরিশ্রমেই বুক ধড়ফড় করে, হৃদশূলের সঙ্গে ধমনীর অস্থিরতা, অনিয়মিত নাড়ি এবং স্নায়বিক উত্তেজনা। **লিওনিউরাস কার্ড ঃ** কেন্দ্রীয় ভাবে উত্তেজনা হ্রাস করে। হৃদপেশীর টনিকের কাজ করে। **অলিএন্ডার ঃ** বুক ধড়ফড়, ছুরি মারার মত হৃদশূল, প্রথমে নাড়ি চলাচল বেড়ে যায় ও পরে হ্রাস পায়, প্রায়ই নাড়ি অনুপস্থিত থাকে। হৃদপিণ্ডে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় ও হৃদপেশীতে অক্সিজেনের যোগানে উন্নতি ঘটে। **সামবিউলাস মসকাটাস ঃ** সামান্য পরিশ্রমেই ভীষণভাবে বুক ধড়ফড় করে, হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হয়ে পড়ে এমনকি অনুপস্থিতও থাকতে পারে। **স্পারটিয়াম স্কোপার ঃ** হৃদস্পন্দন দ্রুত ও অনিয়মিত হয়, প্রায়ই নাড়ি অনুপস্থিত থাকে।

মাত্রা ঃ

তরুণ অবস্থায় ১/৪-১ ঘন্টা পরপর ১০ ফোঁটা করে জলে মিশিয়ে বারবার দেওয়া হয়। নিরাময়ের জন্য (দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা) ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার খাবার আগে জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

তীব্র মায়োকার্ডাইটিস ও এন্ডোকার্ডাইটিস-এ ঃ R22 তুলনীয়। হৃদপিণ্ডের ক্ষয়রোগ এবং হৃদপেশীর ক্ষীণতায় ঃ R3 তুল্য। হৃদশূলে ঃ R2 তুলনীয়। মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন-এ ঃ R67 এবং R55. হৃদযন্ত্রের অসম্পূর্ণ ব্যার্থতায় ঃ R58 তুলনীয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R67
দুর্বল রক্ত সঞ্চালনের ড্রপস

উপাদান ঃ

অ্যামোনিয়াম কার্বোনিকাম D2, অ্যাসিড হাইড্রোসায়ানিক D6, কার্বো ভেজিটেবিলিস D30, ক্রোটেলাস ক্যাস্কাভেল্লা D12, ট্যাবেকাম D6, ভেরাট্রাম D4, ক্যামফোরা D2.

লক্ষণ ঃ

তীব্র রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা, সঞ্চালন জণিত অভিঘাত, কার্ডিওজেনিক শক্ এবং হৃদযন্ত্রের বৈকল্য, সংক্রামিত রোগের পর বা আঘাত থেকে রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা। পুরানো রক্ত সঞ্চালন জণিত অসুবিধা থেকে সংজ্ঞা হীণতা, মাথাঘোরার প্রবণতা এবং ভারসাম্য হীণতার অনুভূতি।

কার্যপ্রণালী ঃ

সব ওষুধগুলিই রক্ত সংবহন প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায় এবং হৃদপিণ্ডকে শক্তিশালী করে। **অ্যামোন কার্ব ঃ** দুর্বল, দ্রুত নাড়ি সঙ্গে ঘাম ও মৃত্যুভয়। **অ্যাসিড হাইড্রোসায়ানিক ঃ** কার্ডিওজেনিক শক্। বরফের মত ঠান্ডা ঘাম হয় এবং শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হবার উপক্রম হয়। সংজ্ঞা হীণতা এবং হঠাৎ পতন। **কার্বো ভেজ ঃ** বলহীন, ধড়ফড়ানির সঙ্গে বুকে জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বালা। শ্বাসক্রিয়া সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে, উদ্বেগ। ঠান্ডা ঘাম, বিবর্ণতা, রক্তহীণতা সহ সঞ্চালন প্রক্রিয়ার পতন হলে এনালেপ্টিক হিসাবে কাজ করে। নাড়ির অনুভূতি দুর্বোধ্য হয়ে পরে। **ক্রোটেলাস ক্যাস্কাভেল্লা ঃ** জীবাণু ঘটিত অধিবিষ থেকে হৃদযন্ত্রের অপ্রতুলতা এবং ঘাতের প্রবণতা। জীবাণুর সংক্রমণ পরবর্তী জনন থেকে রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা। **ট্যাবেকাম ঃ** প্রায়ই দুর্বোধ্য নাড়ি সঙ্গে বিবর্ণ মুখ, ঠান্ডা ঘাম ও বমি বমি ভাব। **ভেরাট্রাম ঃ** রক্ত সঞ্চালনগত পূর্ণঘাত, ঠান্ডা ঘাম, নাড়ি অনুভব করা যায় না, হাত ঠান্ডা ও নীল হয়ে যায়, উঠতে গেলেই মূর্চ্ছা যায় (অর্থস্টেটিক)।

মাত্রা ঃ

রক্ত সঞ্চালনের তীব্র অভিঘাতে ১/৪-১/২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। প্রয়োজনে ১০-১৫ ফোঁটা করে প্রতি ৫ মিনিট পরপর জলে মিশিয়ে বা জল ছাড়া দেওয়া হয়। অবস্থার একটু উন্নতি হলেই পুনরাবৃত্তির হার কমিয়ে আনা হয়। রক্ত সঞ্চালনের পুরানো সমস্যায় ১০-১৫ ফোঁটা করে জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার দীর্ঘদিন যাবৎ খাবার আগে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনে দেরি না করে R67, R55, R2 এই তিনটি ওষুধ দেওয়া হয়। রোগের তীব্রতা অনুযায়ী এই তিনটি ওষুধ শুরুতে ৫-১০ মিনিট পরপর দেওয়া হয়। তারপর ধীরে ধীরে সম্পূরক ওষুধগুলি প্রয়োগের অন্তঃবর্তী সময়সীমা বাড়িয়ে ১/২-১-২ ঘন্টা করা হয়। যেমন যেমন রোগীর উন্নতি হয় এবং আর কোন অভিঘাত-এর পরিস্থিতি তৈরি হয় না, তখন হৃদপেশীর স্থায়ী ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য R2 এবং R3 পর্যায়ক্রমিক ভাবে দেওয়া হয়। রজঃনিবৃত্তিকালীন সময়ে রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা হলে R10. নিম্ন রক্তচাপে R67-এর সঙ্গে R44 পর্যায়ক্রমিক ভাবে দেওয়া হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R68
হারপিসের ড্রপস

উপাদান ঃ

মেজেরিয়াম D3, ন্যাট্রিয়াম ক্লোরেটাম D6, রাস্টক্সিকোডেনড্রন D4, ক্রোটন টিগ D6.

লক্ষণ ঃ

হারপিস জোস্টার, বসন্ত।

কার্যপ্রণালী ঃ

এই মিশ্র ওষুধটির সব উপাদান গুলিই হোমিওপ্যাথিক নীতি মেনে হারপিস জোস্টারের উপর কার্যকর। **মেজেরিয়াম ঃ** চুলকানি ও জ্বালাদায়ক স্নায়ুশূল সহ ত্বকের উপর লালচে গোলাকার রস নিঃসৃত গুটি পরিবেষ্টিত থাকে। **ন্যাট্রিয়াম ক্লোরেটাম ঃ** ঠোঁট ও যোনিদ্বারের হারপিস। **রাস্টক্স ঃ** গুটিতে তীব্র চুলকানি থাকে এবং ত্বকে তরল পূর্ণ বুদবুদ দেখা যায়। ত্বক লাল ও বেদনাদায়ক হয়, লালচে ত্বকের উপর অসংখ্য গুটি থাকে, জ্বালা করে ও সুচ ফোঁটানো ব্যাথা হয়।

মাত্রা ঃ

তরুণ অবস্থায় শুরুতে ১০ ফোঁটা করে ১/২-১ ঘন্টা পরপর জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়। বাহ্যিক উন্নতি লক্ষ্য করা গেলে মাত্রা কমিয়ে ১০-১৫ ফোঁটা করে ২-৩ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

বুক ও কাঁধের চারপাশের হারপিস ঃ R68 -এর সঙ্গে R69 আনুষাঙ্গিক বা পর্যায়ক্রমিক ভাবে ১০ ফোঁটা করে ১/২-১-২ ঘন্টা পরপর জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়। অবস্থার উন্নতি হলে মাত্রা কমিয়ে আনা হয়। যদি সংশ্লিষ্ট লসিকা গ্রন্থি ফুলে ওঠে তবে R68 -এর সঙ্গে ১০-১৫ ফোঁটা করে R1 জলে মিশিয়ে দিনে ১-২ বার দেওয়া হয়। হারপিস জোস্টার পরবর্তী স্নায়ুশূলে ঃ আনুষাঙ্গিক R69 এবং R70. বিরল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ৩ রকম ওষুধ সংমিশ্রনই একই সাথে ১০-১৫ ফোঁটা করে ১-২ ঘন্টা পরপর জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়। অবস্থার উন্নতি শুরু হলে মাত্রা কমিয়ে আনা হয়। বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য আক্রান্ত স্থানে এটোমেয়র বেকেরণ R30 ব্যবহার করা যেতে পারে। তরুণ ও পুরানো একজিমায় ঃ R23 তুলনীয়। বসন্ত সম্পর্কিত পরিস্থিতিতে ঃ আনুষাঙ্গিক R6

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R69

পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী স্থানের বেদনার ড্রপস

উপাদান ঃ

আর্সেনিকাম এ্যাল্ব D12, কলোসিন্থিস D12, রেনানকিউলাস বাল্বোসাস D2, রাস্টক্স D30.

লক্ষণ ঃ

পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী স্থানের স্নায়ুশূল।

কার্যপ্রণালী ঃ

প্রতিটি হোমিওপ্যাথিক উপাদান নিম্নলিখিত উপসর্গ অনুযায়ী পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থানে কাজ করে। **আর্সেনিকাম এ্যাল্ব** ঃ গরমে জ্বালা হ্রাস পায়। মধ্যরাত্রে উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। **কলোসিন্থিস** ঃ ঝলকানি দিয়ে স্নায়ুশূল বা স্নায়ুর ব্যাথা। পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী স্থানের ব্যাথা। **রেনানকিউলাস বাল্বোসাস** ঃ বক্ষ পিঞ্জরের তীব্র ব্যাথায় অরগানোথেরাপিউটিক সম্পর্ক। স্নায়বিক বাতের ব্যাথার সঙ্গে অস্থিরতা থাকে, ক্রমাগত নড়াচড়া করলে বা স্থানান্তর করলে উপশম হয়।

মাত্রা ঃ

তীব্র ব্যাথায় ঃ ১০-১৫ ফোঁটা করে জলে মিশিয়ে ১/২-১ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। অবস্থার উন্নতি শুরু হলে ১-২-৩ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। রোগের প্রত্যাবর্তন প্রতিরোধ করতে দীর্ঘ সময় ধরে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে একবার করে সেবন করা উচিৎ।

মন্তব্য ঃ

হারপিস জোস্টার দ্বারা আক্রান্ত হলে বা অতীতে হারপিস জোস্টার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকলে আনুষাঙ্গিক R68 প্রতি ১/২-১-২ ঘন্টা পরপর পর্যায়ক্রমিক ভাবে দেওয়া হয়। ট্রাইজেমিনাল বা ফেসিয়াল স্নায়ুশূলে ঃ আনুষাঙ্গিক R70. নিতম্ব বেদনায় ঃ R71 তুলনীয়। প্লুরার প্রদাহে ঃ আনুষাঙ্গিক R24. বুকের কশেরুকার অস্টিও-আর্থ্রাইটিস থেকে পাঁজর মধ্যবর্তী স্থানের স্নায়ুশূলে ঃ R11. কশেরুকার ক্ষয়রোগে এবং অস্টিওকনড্রাইটিস-এ ঃ R11 তুলনীয়। বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য এ্যটোমেয়র বেকেরণ R30.

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R70

স্নায়ুশূলের ড্রপস

উপাদান ঃ

একোনাইটাম D4, সেড্রন D4, কলোসিন্থ D6, ক্যালমিয়া D3, ভারবাসকাম D2.

লক্ষণ ঃ

শরীরের বিভিন্ন স্থানের স্নায়ুশূল। ট্রাইজেমিনাল ও ফেসিয়াল স্নায়ুশূল। স্নায়ুর প্রদাহ।

কার্যপ্রণালী ঃ

সব ওযুধগুলিই বিশেষ করে মস্তিষ্ক সংক্রান্ত স্নায়ুশূলের উপর কার্যকর। **সেড্রন** ঃ প্রায়ই বাদিকে ও চক্ষুগহ্বরের উপরিভাগে ব্যাথা পুনরাবৃত্ত হয়। **কলোসিন্থিস** ঃ প্রায়ই বিশেষ করে বাদিকের অক্ষিকোটরের নিম্নাংশ থেকে খিল ধরা, ছিঁড়ে পরার মতন ব্যাথা চোখ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। **ক্যালমিয়া** ঃ প্রায়ই ডানদিকের অক্ষিকোটরের উপরিভাগে হঠাৎ হঠাৎ তীক্ষ্ম জ্বালাদায়ক ব্যাথা হয়। **ভারবাসকাম** ঃ পর্যাবৃত্ত ভাবে অক্ষিকোটরের নিম্নাংশে ও উপরিভাগের স্নায়ুশূল। শুষ্ক ঠান্ডা আবহাওয়া জণিত কারণে জ্বালাদায়ক ব্যাথা, প্যারাস্থেসিয়া এবং অসাড়তা।

মাত্রা ঃ

তীব্র ব্যাথায় ঃ ১০ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে ১/৪-১/২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। রোগের পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য R70 দীর্ঘদিন ধরে ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

নিম্নলিখিত ওযুধ গুলির আনুষাঙ্গিক বা পর্যায়ক্রমিক প্রয়োগের উপকারিতা প্রমাণিত। সাইনাসের প্রদাহে পর্যায়ক্রমিক ভাবে R70 ও R49 প্রতি ১-২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। পশ্চাৎকপালি ও সিলিয়ারি স্নায়ুশূলেপর্যায়ক্রমিক ভাবে R16. পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থানের স্নায়ুশূলে ঃ R69 তুলনীয়। সায়াটিক স্নায়ুর প্রদাহে ঃ R71 তুল্য। বাত জণিত স্নায়ুশূলে ঃ আনুষাঙ্গিক R11. কাঁধ ও হাতের বাতে ঃ R46 তুলনীয়। বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য আনুষাঙ্গিক এ্যাটোমেয়র বেকেরণ R30.

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R71

সায়াটিকার ড্রপস

উপাদান ঃ

এ্যাকোনাইটাম D4, আর্সেনিক এ্যাল্ব D30, কলোসিন্থিস D4, ন্যাফেলিয়াম পলিসেফালাম D3, ম্যাগনেসিয়াম ফস্ফরিকাম D8.

লক্ষণ ঃ

কশেরুকার মধ্যবর্তী ডিস্কের স্থানচ্যুতি জণিত সায়াটিকা। প্যারেস্থেসিয়া, পায়ে পিঁপড়ে চলে বেড়ানোর মত অনুভূতি।

কার্যপ্রণালী ঃ

এ্যাকোনাইটাম ঃ শুষ্ক ঠান্ডা হাওয়া লেগে সর্দি। পায়ে পিঁপড়ে চলে বেড়ানোর মত অনুভূতি ও ব্যাথা, প্যারেস্থেসিয়া বিশেষ করে রাতের দিকে। **আর্সেনিক এ্যাল্ব ঃ** মধ্যরাতে জ্বালাদায়ক ব্যাথা। গরম প্রয়োগে উপশম হয়। **কলোসিন্থিস ঃ** সামান্য নড়াচড়া, ঠান্ডা, এমনকি স্পর্শ করলেই ব্যাথা ভীষণ ভাবে বেড়ে যায়। সায়াটিকা স্নায়ু বরাবর খিল ধরা, টান লাগা ব্যাথা হয়। **ন্যাফেলিয়াম পলিসেফালাম ঃ** স্নায়ুর উৎপত্তি স্থলে ব্যাথা এবং পিঁপড়ে চলে বেড়ানোর মত অনুভূতি। উঠে বসলে উপশম হয়। **ম্যাগ ফস্ফর ঃ** রাত্রিকালীন ব্যাথা, গরম প্রয়োগে ও জোরে চেপে রাখলে ব্যাথা উপশম হয়।

মাত্রা ঃ

রোগের তরুণ অবস্থায় প্রাথমিক ভাবে ৮-১০ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে প্রতি ১/৪-১/২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। অবস্থার উন্নতি হলে মাত্রা কমিয়ে ১০-১৫ ফোঁটা করে ১-২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

কশেরুকার মধ্যবর্তী ডিস্কের স্থানচ্যুতি বা সুষুম্নীয় অস্টিও আর্থ্রাইটিসে আনুষাঙ্গিক R11 দিনে ৩-৪ বার ১০-১৫ ফোঁটা করে দেওয়া হয়। ভিজে গিয়ে সায়াটিকা স্নায়ুর প্রদাহে ঃ R11 আনুষাঙ্গিক ভাবে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার দেওয়া হয়। মধুমেহ রোগের উপস্থিতিতে ঃ R40 তুলনীয়। পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী স্থানের স্নায়ুশূলে ঃ R69 তুল্য। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রস্টেট গ্রন্থির উপস্থিতিতে ঃ প্রয়োজন মত R71-এর সঙ্গে R25. অ্যাক্রো প্যারেস্থেসিয়ার সঙ্গে প্রান্তীয় রক্তনালীকার রোগ সমূহে ঃ R63 তুলনীয়। ট্রাইজেমিনাল ও ফেসিয়াল স্নায়ুশূলে ঃ R70 তুল্য। বাহ্যিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মত এটোমেয়র বেকেরণ ঃ R30 ব্যবহৃত হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R72

অগ্নাশয়ের ড্রপস

উপাদান ঃ

কলোসিন্থিস D6, লাইকোপোডিয়াম D6, মোমোরডিকা বালসামিনা D3, এপিস মেলিফিকা D5, ফস্ফরাস D6.

লক্ষণ ঃ

অগ্নাশয়ের প্রদাহ। অগ্নাশয়ের বিভিন্ন রোগ সমূহ।

কার্যপ্রণালী ঃ

যদিও অগ্নাশয়ের পুরাতন রোগের ক্লিনিকাল বৈশিষ্ঠ্য সম্পূর্ণ রূপে নির্ধারন করা যায় না, তথাপি পেটের উপরি ভাগে ব্যাথার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। ব্যাথা শরীরের পশ্চাৎদেশে প্রসারিত হয় এবং গুড়ি মেরে উপুর হয়ে থাকলে উপশম হয়, এমনকি ব্যাথা সাধারণত খাবার খাওয়ার ২-৩ ঘন্টা পর বৃদ্ধি পায়। রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে সমস্যা বৃদ্ধি পায়। অগ্নাশয় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে প্রচুর স্নেহ জাতীয় পদার্থ সহ, অপাচ্য খাদ্য দ্রব্য মিলে অনেক বেশী মাত্রায় মল সৃষ্টি হতে থাকে। অবশ্যই পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, যকৃৎ অথবা পিত্তস্থলীর সঙ্গে পার্থক্য মূলক রোগ নির্ণয় করে নেওয়া উচিৎ কারণ উপরিউক্ত লক্ষণ সমূহ এইসব অঙ্গের ব্যাধিতেও অনুকরণ হয়। পেটের বাদিকে পাকস্থলীর নিম্নাংশের ব্যাথা পুরাতন রোগে অগ্নাশয়ের প্রদাহের একটি প্রকৃষ্ঠ লক্ষন। পেটের উপরিভাগে ভীষণ ব্যাথা তরুণ রোগে অগ্নাশয়ের প্রদাহের একটি নিয়মিত লক্ষণ। এইরূপ অবস্থায় অনতিবিলম্বে রোগীকে হাসপাতালে পাঠান উচিৎ। পুরাতন রোগে অগ্নাশয়ের প্রদাহ সম্পর্কিত লক্ষণাবলী R72-এর উপাদান সমূহের বৈশিষ্ঠ্যর অর্ন্তভুক্ত। **এপিস ঃ** সুচ ফোঁটানো ব্যাথা, শোথ। **কলোসিন্থিস ঃ** পেটের ফিক্ ব্যাথা কুঁজো হয়ে চেপে রাখলে উপশম হয়। **লাইকোপোডিয়াম ঃ** পেট ফুলে গিয়ে ব্যাথা, বামদিকে পাকস্থলীর নিম্নাংশে। **মোমোরডিকা বালসামিনা ঃ** প্লীহার বাঁকে বায়ুর প্রকোপ। **ফস্ফরাস ঃ** পচন সম্পর্কিত লক্ষণ, তৈলাক্ত মল, রোগের অগ্রণী পর্যায়ে স্নেহজ ক্ষয়।

মাত্রা ঃ

অগ্নাশয়ের প্রদাহে এবং অন্যান্য রোগে ঃ ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩-৪ বার করে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

পেটের উপরি ভাগের অনির্দ্দিষ্ট ব্যাথা এবং পাকস্থলী সম্পর্কিত লক্ষণেঃ আনুষাঙ্গিক R5 দিনে ১-২ বার করে দেওয়া হয়। যকৃৎ ও পিত্তস্থলীর উপসর্গে ঃ আনুষাঙ্গিক R7 দিনে ১-২ বার দেওয়া হয়। ব্যাথা বাড়লে এবং তীব্র আকার ধারণ করলে, অগ্নাশয়ের তরুণ প্রদাহ বলে সন্দেহ করা উচিৎ এবং সেক্ষেত্রে (ক) R1 দিনে ৪-৬ বার ১০-১৫ ফোঁটা, (খ) R72 দিনে ৩ বার ১০-১৫ ফোঁটা খাবার আগে দেওয়া হয়। অবস্থার উন্নতি শুরু হলে মাত্রা কমিয়ে আনা হয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R73

অস্থিসন্ধির ড্রপস

উপাদান ঃ

অ্যাসিড সালফিউরিকাম D6, আর্জেন্টাম D12, আর্নিকা D4, ব্রায়োনিয়া D8, কষ্টিকাম হ্যানিম্যানি D12, লেডাম D3.

লক্ষণ ঃ

বিশেষ করে বড় অস্থিসন্ধির অস্টিও আর্থ্রাইটিস, হাঁটু এবং কোমরের আর্থ্রাইটিস, মেরুদন্ডের কশেরুকার অস্টিও আর্থ্রাইটিস।

কার্যপ্রণালী ঃ

এই মিশ্র ওষুধটির উপাদান গুলি বিশেষ করে তরুণাস্থির বিপাক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। সুনির্দিষ্ট ফলাফলের জন্য দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা প্রয়োজন। এটা ব্যাখ্যা মূলক সত্য যে অস্টিও আর্থ্রাইটিস একটি ক্রমাগত ক্ষয়জাত রোগ। **অ্যাসিড সাল্ফ ঃ** বিভিন্ন অস্থিসন্ধির প্রদাহ। লক্ষণীয় ভাবে তরুণাস্থির বিপাক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। **আর্জেন্টাম ঃ** অস্থিসন্ধির ক্ষয় রোগ জণিত প্রদাহ। **আর্নিকা ঃ** বেদনাদায়ক অস্থিসন্ধি। **ব্রায়োনিয়া ঃ** অস্থিসন্ধি ফুলে যায়, অনমনীয় হয়ে ওঠে, নড়াচড়া করলেই ব্যাথা বাড়ে। **কষ্টিকাম হ্যানিম্যানি ঃ** সন্ধি বিকৃতির সঙ্গে বাতব্যাধি গ্রস্থ দুর্বলতা ও কাঠিন্য। **লেডাম ঃ** বাত জণিত অস্থিসন্ধির ব্যাথা, খিলধরা নিতম্ব বেদনা।

মাত্রা ঃ

শুরুতে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৪-৬ বার কিছুটা জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়। ২-৩ সপ্তাহ চিকিৎসার পর মাত্রা কমিয়ে দিনে ২-৩ বার করা হয়।

মন্তব্য ঃ

বাত জণিত ব্যাথা, কশেরুকার মধ্যবর্তী ডিস্কের ক্ষত, মেরুদন্ডের অস্টিও আর্থ্রাইটিসে R11 দিনে ২-৩ বার R73-এর সঙ্গে দেওয়া হয়। সায়াটিকায় ঃ আনুষাঙ্গিক R71. প্রস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধিতে ঃ R25. মহিলাদের ত্রিকাস্থি শ্রোণীচক্রের ব্যাথায় ঃ R50 তুলনীয়। অস্টিও পোরোসিস-এ ঃ আনুষাঙ্গিক R34. তরুণ আর্থ্রাইটিস-এ ঃ R1 এবং R24 তুলনীয়। কাঁধ, বাহু ও হাতের বাত জণিত ব্যাথায় ঃ R46 তুল্য। বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য এটোমেয়র বেকেরণ ঃ R30.

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R74

রাত্রিকালীন বিছানায় প্রস্রাবের ড্রপস

উপাদান ঃ

ক্যালসিয়াম ফস্ D30, কষ্টিকাম হ্যানিম্যানি D30, ফেরাম ফস্ D8, ক্যালিয়াম ফস্ফরিকাম D12, পালসেটিলা D12, সিপিয়া D6.

লক্ষণ ঃ

রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব, মূত্রস্থলীর দুর্বলতা।

কার্যপ্রণালী ঃ

এই মিশ্র ওষুধটির নিরাময়ী উপাদানগুলি স্নায়বিক ভাবে দুর্বল শারীরিক গঠনের উন্নতি ঘটায়। এমনকি এরা মূত্রস্থলীর উপর ক্রিয়াশীল মোটর নিউরোনকেও নিয়ন্ত্রণ করে। **ক্যালসিয়াম ফস্ ঃ** শারীরিক গঠনগত ভাবে দুর্বল, কৃশকায়, অপুষ্ট রোগীর উপর কার্যকর। **পালসেটিলা ঃ** বিশেষ করে মেয়েদের মূত্রের ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। **ফেরাম ফস্ ঃ** দিনের বেলায়ও প্রস্রাবের ধারণ ক্ষমতা কম থাকে। **ক্যালি ফস্ ঃ** স্নায়বিক চাঞ্চল্যময় শারীরিক গঠন। সাধারণত শক্তিহীন দুর্বল রোগী। **সিপিয়া ঃ** মূত্রস্থলির স্ফিঙ্কটারের (কপাটিকা) দুর্বলতার উপর বিশেষ ভাবে কার্যকর। ঘুমের প্রথমার্ধে বিছানায় প্রস্রাব। যৌন সংক্রান্ত বিষয়েও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

মাত্রা ঃ

ছোট বাচ্চাদের রাত্রিকালীন বিছানায় প্রস্রাবে ঃ ৮-১০ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার দেওয়া হয়। ২-৩ সপ্তাহ পর মাত্রা কমিয়ে দিনে ২ বার করা হয়। বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রয়োগ করা হয়, কেবল মাত্র মাত্রা বাড়িয়ে ১০-১৫ ফোঁটা করা হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার দীর্ঘদিন যাবৎ দেওয়া উচিৎ।

মন্তব্য ঃ

রাত্রিকালীন বিছানায় প্রস্রাব বা মূত্রস্থলির সমস্যার আরো অন্যান্য কারণ থাকতে পারে, তাই এই সব অর্ন্তনিহিত সমস্যাগুলি যথাযথ ভাবে উদ্ঘাটন করে আলাদা করা উচিৎ। স্পাইনা - বাইফিডা - অকিউলাটা-র কথা অবশ্যই মাথায় রাখা উচিৎ। মূত্র ও জনন অঙ্গের প্রদাহ সম্পর্কিত সমস্যায় ঃ পর্যায়ক্রমিক ভাবে বা একই সঙ্গে R18 ও R74 দেওয়া হয়। প্রস্টেট গ্রন্থির যোগ থাকলে ঃ R25.

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R75

যন্ত্রণাদায়ক ঋতুস্রাবের ড্রপস

উপাদান ঃ

কলোফাইলাম থ্যালিকট্রয়েড D2, ক্যামোমিলা D30, সিমিসিফিউগা D3, কিউপ্রাম অ্যাসিটিকাম D4, ম্যাগনেসিয়াম ফস্‌ফরিকাম D6, ভাইবারনাম ওপিউলাস D2.

লক্ষণ ঃ

যন্ত্রণাদায়ক ঋতু। খিললাগা ব্যাথা। প্রসবকালীন ব্যাথা।

কার্যপ্রণালী ঃ

মিশ্র উপাদান গুলি মহিলাদের প্রজনন অঙ্গের উপর কার্যকর, ফলে কার্যগতভাবে ওষুধটি আক্ষেপ জণিত ব্যাথা প্রশমিত করে। **কলোফাইলাম থ্যালিকট্রয়েড** ঃ তলপেটের আক্ষেপ জণিত ব্যাথা থেকে মূর্ছা। **ক্যামোমিলা** ঃ অতিসংবেদনশীল পরিস্থিতি। **সিমিসিফিউগা** ঃ তলপেটে হঠাৎ চমকদিয়ে গুলিবিদ্ধ হবার মতন ব্যাথা। **কিউপ্রাম অ্যাসিটিকাম** ঃ মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক ঋতু। **ম্যাগ ফস্** ঃ স্বাভাবিক ঋতুস্রাব চালু হলে ব্যাথা উপশম হয়। **ভাইবারনাম ওপিউলাস** ঃ তলপেটের আক্ষেপ জণিত ব্যাথা উরু পর্যন্ত প্রসারিত হয়। অনিয়মিত ঋতুস্রাব।

মাত্রা ঃ

মারাত্মক ব্যাথা ও প্রসবকালীন ব্যাথায় ঃ ১০ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে বারবার ১/৪-১/২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। অবস্থার উন্নতি শুরু হলে ১০-১৫ ফোঁটা করে ১-২ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়। যন্ত্রণাদায়ক ঋতুতে ১০-১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার দীর্ঘদিন যাবৎ দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

অস্বাভাবিক ঋতুস্রাব, ঋতুর মধ্যবর্তী সময়ের স্রাবে ঃ R28 তুল্য। আক্ষেপ জণিত ব্যাথা সারা পেটে ছড়িয়ে পড়লে আনুষাঙ্গিক R37.

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R76

হাঁপানির ফোর্ট ড্রপস

উপাদান ঃ

একোনাইট D3, এ্যামিভিসনাগা D2, কনভেলেরিয়া মেজালিস D1, ড্রসেরা D1, ক্যালিয়াম জোডেটাম D3, লোবেলিয়া ইনফ্লাটা D3, মেন্থোলাম D2, স্ট্রামোনিয়াম D3, ইথানল, এ্যাকুয়া পিওর।

লক্ষণ ঃ

হাঁপানির ধাতুগত চিকিৎসা।

কার্যপ্রণালী ঃ

দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় "এজমা ফোর্ট" হাঁপানির চরিত্রগত লক্ষণ বিশিষ্ঠ্য শারীরিক গঠনের উপর উপকারী প্রভাব বিস্তার করে। **একোনাইটাম** ঃ বুকে ছুরিকাঘাতের মতন ব্যাথা, উদ্বেগ, মৃত্যুভয়, শুষ্ক শ্বাসরোধকারী কাশি, বুকে সম্পীড়ন অনুভূতি। **এ্যামিভিসনাগা** ঃ রক্তসংবহন জণিত সমস্যা, হৃদযন্ত্রের ব্যাধি। **কনভেলেরিয়া মেজালিস** ঃ লক্ষণীয় ভাবে শ্বাসকষ্ট, কানে দপ্‌দপ্ করে, বুকে ছুরিকাঘাতের মতন ব্যাথা। **ড্রসেরা** ঃ শ্বাসকষ্ট জণিত আক্ষেপ, বিবর্ণ হয়ে পরে। বমি শুরু হয়। **ক্যালিয়াম জোডেটাম** ঃ বলহীন পরিস্থিতি, শরীর সুস্থ রাখার জীবনীশক্তি দুর্বল হয়ে পরে। **লোবেলিয়া ইনফ্লাটা** ঃ ব্রঙ্কিয়াল এজমা, থেকে থেকে দম লাগা কাশি। **মেন্থোলাম** ঃ শ্বাস প্রশ্বাসের উদ্বেগ নিরসন করে। **স্ট্রামোনিয়াম** ঃ বুকের মধ্যে সম্পীড়ন অনুভূতি, শ্বাস প্রশ্বাসে সাঁই সাঁই আওয়াজ হয়।

মাত্রা ঃ

১০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার। রোগাক্রান্ত অবস্থায় ১০ ফোঁটা করে ৫-১০ মিনিট পরপর দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

ব্রঙ্কিয়াল সর্দিতে ঃ আনুষাঙ্গিক R48. ল্যারিংস আক্রান্ত হলে ঃ আনুষাঙ্গিক R45. হৃদপিণ্ডের অসাতুলতায় ঃ R3 হৃদশূলে ঃ R2 ঘুমের ওষুধ হিসেবে ঃ R14 এবং ভিটা-C 15.

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R77

ধূমপান নিরোধক ড্রপস

উপাদান ঃ

এগারিকাস D5, ইকাইনেশিয়া অঙ্গাস্টিফোলিয়া D10, ন্যাট্রিয়াম ক্লোরেটাম D2, রুবিনিয়া D6, ট্যাবেকাম D4.

লক্ষণ ঃ

ধূমপায়ীদের প্রত্যাহিত করার জন্য, ধূমপান জণিত অপ্রীতিকর পরিণাম, অত্যাধিক ধূমপানের জন্য মাথা যন্ত্রণা এবং একই কারণে সৃষ্টি শিরার সংকোচন, বমিভাব, পাকস্থলীর ব্যাথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অনিয়মত-অসম হৃদস্পন্দন জণিত বুক ধড়ফড়, যকৃতের ব্যাধি, কর্ণপটহের প্রদাহ, যোগকলার কার্যগত সমস্যা। অন্তক্ষরা গ্রন্থির সমস্যা, সংবহন তন্ত্রের গোলযোগ, স্মোকার'স লেগ।

কার্যপ্রণালী ঃ

এই ওষুধের উপাদান গুলি দীর্ঘমেয়াদী নিকোটিন সরবরাহের ফলে তৈরী সমস্যা সমূহ নিবারণ করে। নিয়মিত দীর্ঘকালীন সেবনে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্ষমতা পুনরুদ্ধার হয় এবং সংবহনতন্ত্রে রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক হয়। এইভাবে যদি তাম্বাকু সেবন বন্ধ করা যায় তবে অপর্যাপ্ত অনুসৃত ভারসাম্য স্থাপিত হয় এবং সাধারণভাবে ভালোলাগার অনুভূতি ফিরে আসে। **এগারিকাস ঃ** সংবহন জণিত সমস্যা, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, যকৃত আকারে বড় হয়ে ওঠে, জিহ্বায় সাদা প্রলেপ পরে, পাকস্থলীতে ব্যাথা হয় ও বমিবমি ভাব সৃষ্টি হয়। **ইকাইনেশিয়া অঙ্গাস্টিফোলিয়া ঃ** শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, লসিকা তন্ত্রকে প্রভাবিত করে আভ্যন্তরীণ জীবাণু নাশক হিসাবে কাজ করে। সমস্ত প্রকার বিষক্রিয়া নাশক প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে। **ন্যাট্রিয়াম ক্লোরেটাম ঃ** মাথায় টেম্পোরাল অঞ্চলের ব্যাথা, অনিয়মিত অসম হৃদস্পন্দন জণিত বুক ধড়ফড়, শুষ্ক, শক্ত মলসহ কোষ্ঠকাঠিন্য। **রুবিনিয়া ঃ** অধিক ধূমপানের ফলে পাকস্থলীর অম্লজণিত (পাকস্থলীর সর্দি) প্রদাহ ও ব্যাথা। **ট্যাবেকাম ঃ** তাম্বাকুর অপব্যবহার জণিত পতন, বিবর্ণতা, ঘাম, কাঁপকাঁপি, শীতল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, স্নায়ুশূল ও মাথা ঘোরা, বমি ও বমিবমি ভাবের বিরুদ্ধে কার্যকর। বিশেষ করে প্রান্তীয় সংবহন ও ধমণীর রক্ত সংবহনে ক্রিয়াশীল। স্মোকার'স লেগ।

মাত্রা ঃ

১৫-২০ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার।

মন্তব্য ঃ

ধূমপান বন্ধ করার ফলে তৈরি স্নায়বিক দুর্বলতায় আনুষাঙ্গিক ভাবে ভিটা-C15 ফোঁট টানা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হল।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R78

চোখের সুরক্ষার ড্রপস - খাবার জন্য

উপাদান ঃ

একোনাইটাম D4, এপিস মেলিফিকা D4, বেলেডোনা D4, ইউফোরবিয়া সাইপেরিসিয়াস D3, ইউফোরবিয়াম D4, ইউফ্রেসিয়া D2, হেমামেলিস D2, ক্যালিয়াম কার্বোনিকাম D4, মার্কিউরিয়াস বাইজোডেটাস D5, রাস্ টক্সিকোডেনড্রন D4, রুটা D2, স্ক্রোফুলারিয়া নোডোসা D2, স্পাইজেলিয়া D4, স্টাফিসাগরিয়া D4, সালফার D4.

লক্ষণ ঃ

পুরানো নেত্রাবরণীর প্রদাহ, চোখের পাতার প্রদাহ জণিত সমস্যা, আঞ্জনি, নেত্রবর্ত্মকলার সর্দিজ প্রদাহ, চোখের টাটানি, ভিট্রিয়াম ঘোলাটে হয়ে যাওয়া, যুগ্ম দৃষ্টি এবং প্রাথমিক পর্যায়ের চোখের হানি।

কার্যপ্রণালী ঃ

একোনাইট ঃ বেদনা নাশক। **এপিস মেলিফিকা ঃ** ছুরিকাঘাতের মতন ব্যাথা, নেত্রবর্ত্মকলার প্রদাহ মহামারীর রূপ নেয়। **বেলেডোনা ঃ** নেত্রবর্ত্মকলার প্রদাহ ও চোখের পাতার প্রদাহ জণিত সমস্যা। **ইউফোরবিয়া সাইপেরিসিয়াম ঃ** শৈষ্মিক ঝিল্লির নিষ্পিশতা। **ইউফোরবিয়াস ঃ** চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে, নেত্রবর্ত্মকলার সর্দিজ প্রদাহ। **ইউফ্রেসিয়া ঃ** চোখ টাটানি, আলোকাতঙ্ক, চোখের ভিতরকার চাপ বৃদ্ধি পায়, নেত্রবর্ত্মকলার প্রদাহ, চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে, চোখের পাতার প্রদাহ, সিলিয়ারিস, অচ্ছোদপটলের ঘাত ইত্যাদি। **হেমামেলিস ঃ** ভিট্রিয়াস হিউমরে রক্তক্ষরণ, চোখ টাটানি। **ক্যালিয়াম কার্বোনিকাম ঃ** চোখের উপরি পাতায় রস জমে, ভীষণভাবে ফুলে যায়। **মার্কিউরিয়াস বাইজোডেটাস ঃ** ব্লেফারাইটিস, সিলিয়ারিস, আইরিস-এর প্রদাহ, বাদিকে সিলিয়ারি বডির স্নায়ুশূল। **রাস্ টক্সিকোডেনড্রন ঃ** নেত্রবর্ত্মকলার প্রদাহ, পূঁয জমে চোখের পাতা ফুলে ওঠে। **রুটা ঃ** চক্ষুশূল থেকে দৃষ্টির সমস্যা। **স্ক্রোফুলারিয়া নোডোসা ঃ** গণ্ডমালা রোগে চোখের সমস্যা, আঞ্জনি। **স্পাইজেলিয়া ঃ** নেত্রবর্ত্মকলার সর্দিজ প্রদাহ। **স্টাফিসাগরিয়া ঃ** আঞ্জনি, চ্যালাজিয়ন। **সালফার ঃ** চোখের পাতা লাল হয়ে ওঠে এবং পূঁয জাতীয় প্রদাহের প্রবণতা দেখা যায়, আঞ্জনি।

মাত্রা ঃ

১০ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

সর্দিজ বা পূঁয জাতীয়, তরুণ বা পুরানো স্থানীয় প্রদাহেঃ আনুষাঙ্গিক R1 দেওয়া উচিৎ।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R81

বেদনা নাশক

উপাদান ঃ

এ্যানামিরতা ককিউলাস D4, এ্যারেনিয়া ডায়াডেমা D4, সিমিসিফিউগা রেসিমোজা D4, সাইট্রুলাস কলোসিন্থিস D4, সাইক্লামেন ইউরোপিয়াম D4, জেলসিমিয়াম সিম্পারভিরেন্স D3, জিংকো বাইলোবা D3, স্পাইজেলিয়া এ্যান্থেলমিয়া D4.

লক্ষণ ঃ

মাথা যন্ত্রণা, স্নায়ুশূল, পেশীর ব্যাথা, অস্থি সন্ধির ব্যাথা।

কার্যপ্রণালী ঃ

এ্যানামিরতা ককিউলাস (ককিউলাস) ঃ বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট মাথা ঘোরা, পশ্চাৎ কপালি, তীব্র ব্যাথা জণিত আক্ষেপ, বেদনাদায়ক ঋতুস্রাব। **এ্যারেনিয়া ডায়াডেমা** ঃ ডিজআর্টেরিওটোনি, স্নায়ুশূলের পুনরাবৃত্তি, বেদনাদায়ক অস্থিসন্ধি। **সিমিসিফিউগা রেসিমোজা (সিমিসিফিউগা)** ঃ মেরুদন্ডের সমস্যা থেকে পেশীশূল ও মাংসপেশীর ব্যাথা, হৃদপেশীর আক্ষেপ জণিত ব্যাথা, পরিপাক নালী, পিত্তকোষ এবং স্ত্রী যৌনাঙ্গের তীব্র ব্যাথা জণিত আক্ষেপ। **সাইট্রুলাস কলোসিন্থিস (সাইট্রুলাস)** ঃ পরিপাক নালী, পিত্তনালী ও মূত্র সংক্রান্ত অঙ্গের তীব্র ব্যাথা জণিত আক্ষেপ। মুখমন্ডলের স্নায়ুর প্রদাহ ও স্নায়ুশূল। **জেলসিমিয়াম সিম্পারভিরেন্স (জেলসিমিয়াম)** ঃ মাথা যন্ত্রণা, খিঁচুনির প্রবণতা। **স্পাইজেলিয়া এ্যান্থেলমিয়া (স্পাইজেলিয়া)** ঃ হৃদযন্ত্রের তীব্র প্রদাহ, হৃদপিণ্ডের রক্ত চলাচল কমে গিয়ে বুকে ব্যাথা, স্নায়ুশূল, মাথাযন্ত্রণা। **সাইক্লামেন ইউরোপিয়াম (সাইক্লামেন)** ঃ মাথা ব্যাথা, মাইগ্রেন, বেদনাদায়ক ঋতুস্রাবের উপসর্গ। **জিংকো বাইলোবা (জিংকো)** ঃ মাথা যন্ত্রণা, লেখকদের খিল ধরা ব্যাথা।

মাত্রা ঃ

সাধারণত ১৫ ফোঁটা করে কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩-৪ বার করে খাবার আগে দেওয়া হয়। তীব্র পরিস্থিতিতে ১৫-২০ ফোঁটা করে ১/২-১ ঘন্টা পরপর দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

মাইগ্রেন থাকলে ঃ R16. মাথার স্নায়ুর প্রদাহে এবং সাইনাসের প্রদাহে ১০-১৫ ফোঁটা করে R1 কিছুটা জলে মিশিয়ে দিনে ৩-৬ বার দেওয়া হয়। ট্রাইজেমিনাল এবং ফেসিয়াল স্নায়ুশূলে ঃ R70 দেখুন।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R82

ছত্রাক নাশক ড্রপস

উপাদান ঃ

এ্যাসপারজিলাস নাইগার D12, ক্যানডিডা এ্যালবিক্যান্স D30, ক্লামাইডিয়া ট্রাকোমেটিস D30, ইকাইনেশিয়া অঙ্গাস্টিফোলিয়া D12, মাইকোসিস ফাঙ্গয়েডস D12, পেনিসিলিয়াম D12, টেকোমা D5, জিংকাম মেটালিকাম D10.

লক্ষণ ঃ

দাদ সহ অন্যান্য ছত্রাক ঘটিত সংক্রমণ, কুঁচকিতে দাদ সংক্রান্ত চুলকানি, পায়ের আঙুলের মধ্যবর্তী স্থানে ছত্রাক ঘটিত সংক্রমণ, হাত ও পায়ের চামড়ায় সাদা আস্তরণ পরে যায়, গলায় ক্ষত সৃষ্টি হয়। ঘা হয়, কানে ব্যাথা ও চুলকানি থাকে। নখের নীচে সাদাটে হয়ে যায়, যোনীতে ইষ্ট অথবা অন্যান্য ছত্রাক ঘটিত সংক্রমণ। ভীষণ দুর্বলতা, নিষ্পিশতা, অস্পষ্ট চিন্তাধারা, মনঃসংযোগের অভাব, সন্তুষ্টির অভাব, মিষ্টি খেতে পছন্দ করে। বায়ুর প্রকোপ দেখা যায়, প্রতিক্রিয়া মূলক সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

কার্যপ্রণালী ঃ

এ্যাসপারজিলাস নাইগার, ক্যানডিডা এ্যালবিক্যান্স, মাইকোসিস ফাঙ্গয়েডস, পেনিসিলিনাম ঃ এই উপাদান সমূহ শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উদ্দীপিত করে এন্টিজেনিক অথবা নোডোসাল উপশম ঘটায়। আমাদের গবেষণায় ১০ জন সুস্থ মানুষের রক্ত নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ছত্রাক কোষের প্রতি শ্বেত রক্তকণিকার গতিবেগ, বিরাম ও ফ্যাগোসাইটোসিস-এর সময়ের পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এই ছত্রাক গুলিকে নোসোড বিক্রিয়ায় সামিল করে ৩০ মিনিট পর পুনরায় রক্ত নিয়ে শ্বেত রক্ত কণিকার কর্মক্ষমতা পরিমাপ করা হয়। সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ছত্রাক কোষকে ধ্বংস করার জন্য শ্বেত রক্তকণিকার কর্মক্ষমতা ২৫-৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। **ক্লামাইডিয়া ট্রাকোমেটিস** ঃ রিকেট্‌সিয়ার এন্টিজেনিক (নোডোসাল) চিকিৎসায় এবং ক্যানডিডার বংশবিস্তারের ক্লামাইডোস্পোর পর্যায়ে হোমিওপ্যাথিক প্রতিরোধে কার্যকর। **ইকাইনেশিয়া অঙ্গাস্টিফোলিয়া** ঃ লসিকার শুদ্ধিকরণ করে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। **জিংকাম মেটালিকাম** ঃ মস্তিষ্কের কুয়াশাচ্ছন্ন অনুভূতি এবং মনঃসংযোগের অক্ষমতা উপশম করে। জিংকের পুষ্টিকারক শোষণ প্রক্রিয়া উদ্দীপিত করে। **টেকোমা** ঃ সবচেয়ে শক্তিশালী ছত্রাক নাশক ভেষজ হিসাবে পরিচিতি।

মাত্রা ঃ

বাহ্যিক নিপীড়ন কম করার জন্য বেশ কয়েক ফোঁটা করে পরিস্থিতি অনুযায়ী দিনে ২ বার R82 আক্রান্ত স্থলে প্রয়োগ করা হয়, বাহ্যিক প্রয়োগে R82 সম্পূর্ণ নিরাপদ এমনকি বাচ্চাদের কানে

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

(যদি কর্ণপটহে ছেদ না থাকে) তুলো জড়ানো কাঠি ওষুধে ভিজিয়ে ব্যবহার করা যায়। **অভ্যন্তরীণ প্রয়োগ ঃ** ১০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার, যদি এই মাত্রায় রোগীর পেট পরিষ্কারের ফলে অতিরিক্ত পাতলা পায়খানা শুরু হয়, তবে মাত্রা কমিয়ে ১ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার করা হয় এবং ধীরে ধীরে মাত্রা বাড়ানো হয়। **প্রতিরোধ মূলক মাত্রা ঃ** রোগের প্রত্যাবর্তন প্রতিরোধের জন্য ৫ ফোঁটা করে একদিন ছাড়া ছাড়া দেওয়া হয়। যদি রোগী এলকোহল -এ সংবেদনশীল হয়, তবে ১০ ফোঁটা ওষুধ ১ গ্লাস গরম জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এলকোহলে দ্রবীভূত হবার জন্য ১ মিনিট বাদে সেবন করতে বলা হয়। ২ বছরের নীচে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পেটের নীচে নাভির চারদিকে লাগিয়ে কিছু সময় ধরে ঘষে দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

প্রদাহ ও ক্ষতের জন্য R1. মূত্রনালীর ছত্রাক জণিত সংক্রমণে R18. বদহজমে এবং আন্ত্রিক খিল লাগা ব্যাথায় R5. প্রস্টেট গ্রন্থি জড়িত থাকলে R25. যন্ত্রনাদায়ক ঋতু ও বন্ধ ঋতুতে R28. ঋতু পূর্ববর্তী উদ্বেগ জণিত সমস্যায় R50 এবং R75. কঠিন চর্মরোগ ও সোরিয়াসিস-এ R65. আরোগ্য লাভের পথে ক্যানডিডা সঙ্কট সৃষ্টি করলে R26 এবং R60 ব্যবহার করা হয়। মাথা যন্ত্রণা থাকলে R16.

নিদান ঃ

যেকোন কিছু দ্বারা শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে পড়লে ছত্রাক ঘটিত রোগের সংক্রমণ হয়। মুখ্য কারণগুলি নিম্নরূপঃ

১) জীবাণু নাশকের অপব্যবহার। ২) জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি। ৩) মিষ্টি (শুদ্ধ চিনি এমনকি মধু) ৪) পারদ বা অন্য ধাতুকল্প। ৫) বিষক্রিয়া,যা আন্ত্রিক ফ্লোরা বিনষ্ট করে। ৬) অত্যাধিক কায়িক পরিশ্রম বা ধকল। সর্বোৎকৃষ্ট ফলাফলের জন্য উপরিউক্ত সমস্ত বিষয়গুলি যথাসম্ভব বর্জন করা উচিত।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R83

খাদ্য দ্রব্যে এলার্জির ড্রপস

উপাদান ঃ

এড্রেনালিনাম D5, কফিয়া D6, D12, D30, ফেক্স মেডিসিনালিস D6, D12, D30, হিপার D6, হিস্টামিনাম D30, ল্যাক D6, D12, D30, স্যাকারাম D6, D12, D30, সোলানাম লাইকোপারসিকাম D6, D12, D30, সোলানাম টিউবেরোসাম D6, D12, D30.

লক্ষণ ঃ

খাদ্য দ্রব্য থেকে এলার্জি।

কার্যপ্রণালী ঃ

কফিয়া, ফেক্স মেডিসিনালিস, ল্যাক, স্যাকারাম, সোলানাম লাইকো পারসিকাম, সোলানাম টিউবেরোসাম; উপরোক্ত উপাদান সমূহ তরলিকৃত অবস্থায় এন্টিজেনিক ধর্ম দ্বারা সংবেদনশীলতা হ্রাস করে ও এলার্জিক প্রতিক্রিয়া কমায়। **এড্রেনালিন ঃ** এলার্জিক উপসর্গের বিরুদ্ধে সরাসরি হরমোনগত ভাবে কার্যকর। **হিপার ঃ** এন্টিহিস্টামিনিক প্রক্রিয়ায় গ্রন্থিতন্ত্রকে সহায়তা করে। **হিস্টামিনাম ঃ** এলার্জিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ এন্টি- হিস্টামিনিক প্রভাব।

মাত্রা ঃ

সাধারণত ৫-১০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার দেওয়া হয়। কিন্তু কিছু অতিসংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে এইমাত্রাও প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে ফোঁটা কেটে এক গ্লাস জলে মিশিয়ে নেওয়া হয় এবং তার থেকে কিছুটা জল মিশ্রিত ওষুধ রোগীকে সেবন করতে বলা হয়।

মন্তব্য ঃ

খাদ্য খাবার থেকে এলার্জি হলে R16, R37, R43, R49 ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

নিদান ঃ

অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম ও ধকল বা অন্যান্য যেকোন বিষয়, যা সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকে অতিরিক্ত উত্তেজনা প্রদান করে, তা প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে হ্রাস করে। ভারসাম্যহীন শরীরে এন্টিবডি দ্বারা তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R84

শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে আসা এলার্জির ড্রপস

উপাদান ঃ

এড্রেনালিনাম D5, পিলি এনিমেলাম D30, ফাঙ্গাই D30, সিমেন এট পোলেন গ্রামিনিস D30, পালভিস হারবি ইনিউটিলিস D30, হিস্টামিনাম D30, পোলেন D12, D30.

লক্ষণ ঃ

শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে আসা এলার্জি।

কার্যপ্রণালী ঃ

পিলি এনিমেলাস, ফাঙ্গাই, সিমেন এট পোলেন গ্রামিনিস, পালভিস হারবি ইনিউটিলিস, পোলেন ঃ এইসব এলার্জেন দ্বারা রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাপনার অতিসংবেদনশীলতা এন্টিজেনিক ধর্ম দ্বারা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। **এড্রেনালিনাম ঃ** নিম্ন শক্তিতে হরমোন ঘটিত এলার্জিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর। **হিস্টামিনাম ঃ** শরীরের হিস্টামিনের বিপক্ষে কার্যকর।

মাত্রা ঃ

সাধারণত ৫-১০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার দেওয়া হয়। কিন্তু কিছু অতিসংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে এইমাত্রাও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে ওষুধ এক গ্লাস জলে মিশিয়ে তার থেকে অল্প পরিমাণ জলে মিশ্রিত ওষুধ রোগীকে সেবন করতে বলা হয়।

মন্তব্য ঃ

এলার্জির ক্ষেত্রে R16, R37, R43, R49 ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

নিদান ঃ

অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম ও ধকল বা অন্যান্য যেকোন বিষয়, যা সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকে অতিরিক্ত উত্তেজনা প্রদান করে, তা প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে হ্রাস করে। ভারসাম্যহীন শরীরে এন্টিবডির দ্বারা তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R85

উচ্চ রক্তচাপের ড্রপস

উপাদান ঃ

এ্যালিয়াম স্যাটিভাম D3, সাইট্রাস মেডিকা লিমোনাম D3, কর D30, গ্লান্ডুলি সুপ্রারেনালিস D30, ক্যালিয়াম জোডেটাম D3, ক্যালিয়াম ফস্ফরিকাম D4, মেসেনকেফালন D30, রেন D6, D12, D30, টার্টারাস ডেপুরেটাস D5, ভেলেরিয়ানা D3.

লক্ষণ ঃ

উচ্চ রক্তচাপ (সিস্টোলিক ১৪০ এর ওপর বা ডায়াস্টোলিক ৯০ এর ওপর)।

কার্যপ্রণালী ঃ

এ্যালিয়াম স্যাটিভাম ঃ রক্তচাপ কমায়। **সাইট্রাস মেডিকা লিমোনাম ঃ** মূত্র বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা। **কর ঃ** গ্রন্থির উদ্দীপক। **গ্লান্ডুলি সুপ্রারেনালিস ঃ** গ্রন্থির উদ্দীপক। **ক্যালিয়াম জোডেটাম ঃ** পটাসিয়াম শোষনে উদ্দীপনা যোগায়, রক্তের সান্দ্রতা হ্রাস করে। **ক্যালিয়াম ফস্ফরিকাম ঃ** হৃদযন্ত্রের তড়িৎ প্রবাহের সমস্যা। **মেসেনকেফালন ঃ** গ্রন্থির উদ্দীপক। **রেন ঃ** হরমোন দ্বারা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। **টার্টারাস ডেপুরেটাস ঃ** মূত্রবর্ধককারী ক্রিয়া। **ভেলেরিয়ানা ঃ** শরীর শান্ত করে।

মাত্রা ঃ

সাধারণত ১০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার অনেকটা জলে (কিডনির সহন ক্ষমতার মধ্যে) মিশিয়ে দিতে হয়। পুরাতন রোগের তীব্র আবির্ভাবে ৫-১০ ফোঁটা করে দিনে ৬ বার পর্যন্ত দেওয়া হয়, পটাসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্যদ্রব্য অথবা প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত পটাসিয়াম সম্পূরক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

মন্তব্য ঃ

হৃদপিণ্ডের স্নায়বিক প্রকার ভেদে ঃ R2 এবং R66. কিডনি জড়িত থাকলে ঃ R18 এবং R27. কিডনি দিয়ে প্রোটিন নিঃসরণ আটকানোর জন্য ঃ R64. সংবহন বাধাপ্রাপ্ত হলে ঃ R63 এবং R67. ভেনাস্টেসিস থাকলে ঃ R42. স্নায়বিক দুর্বলাবস্থায় ভিটা-সি ১৫, R22, R36 এবং R47 ব্যবহৃত হয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R86
নিম্ন রক্ত শর্করার ড্রপস

উপাদান ঃ
এডিনসিন ট্রাই ফস্‌ফেট D30, এড্রেনালিনাম D30, আর্সেনিকাম এল্বাম D12, হিপার D30, হাইপোফাইসিস D30, হাইপোথ্যালামাস D30, ইনসুলিনাম D30, নাক্স ভোমিকা D30, ওয়েনোথেরা বিনিস D3, স্যাকারাম D30.

লক্ষণ ঃ
ক্লান্তি, অবসাদ (খাবার পর), বিরক্তি, মাথা যন্ত্রণা, খাবারের প্রতি খুব আগ্রহ, হাইপোএড্রেনিয়া অথবা অন্যান্য হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ।

কার্যপ্রণালী ঃ
এড্রেনালিনাম, হিপার, হাইপোফাইসিস, হাইপোথ্যালমাস, ইনসুলিনাম ঃ রক্তের শর্করা শৃঙ্খল গ্রন্থি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে। **আর্সেনিকাম এল্বাম ঃ** মানসিক ক্লান্তি ও নির্জীবতা। **এডিনসিন ট্রাই ফস্‌ফেট ঃ** স্থিতিশীলতা রক্ষা করে। **নাক্স ভোমিকা ঃ** খাবারের প্রতি আগ্রহ। **ওয়েনোথেরা বিনিস ঃ** শর্করা বিপাক নিয়ন্ত্রন করে। **স্যাকারাম ঃ** আসক্তি-সৃষ্টিকারী অভ্যাস প্রতিরোধ করে।

মাত্রা ঃ
ভালো ফলাফলের জন্য ১০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার খাবার ১/২ ঘন্টা আগে দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি শুরু হলে, অল্প অল্প করে খাবার খেতে বলা হয়।

মন্তব্য ঃ
অধিক কায়িক পরিশ্রম হলে ভিটা-সি১৫, ভিটা-সি১৫ ফোর্ট দেওয়া হয়। হজম শক্তির উন্নতিকল্পে R5, R7, R37, R72 দেওয়া হয়; হরমোন সম্পর্কিত সমস্যায় R19, R20, রক্তাল্পতায় R31, R37, ডায়াবেটিস এর পরিণত পর্যায়ে R40, স্নায়বিক রোগীদের R22, R36, R47, মাথা ঘোরায় R29, মস্তিষ্কের কার্যগত সমস্যায় R54, রজঃনিবৃত্তি কালীন সমস্যায় R10, R28, R75.

নিদান ঃ
সাধারণত খাবারের প্রতি ইনসুলিনের অতিসক্রিয়তার ফলেই হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা রক্তে শর্করার পরিমাণ হ্রাস পায়। আদর্শ হাইপোগ্লাইসেমিয়ায় সবসময় রক্তে কেবলমাত্র শর্করার পরিমাণ কমে যায় তা নয়, বরং রক্ত শর্করা অতিউচ্চ ও অতিনিম্ন মাত্রায় ওঠা নামা করতে থাকে। রক্তে শর্করার মাত্রার এই অস্থিরতা মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালী ও পেশীর কর্মক্ষমতা বিঘ্নিত করে, যা মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি এনে দেয়, বিরক্তিভাব, অবসাদ, দ্বিধা এবং আরো অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

স্বাভাবিক ভাবে হাইপোথ্যালামাস ও পিটুইটারী গ্রন্থি রক্তে শর্করার মাত্রার নিরিখে হরমোন নিঃসরণ করে ও নিয়ন্ত্রিত করে। হরমোনের এই বার্তা তিন ভাবে কার্যকর হয়। যদি পাচন তন্ত্রের মধ্যে খাবার থাকে তবে এই হরমোন গুলি অগ্ন্যাশয়কে ইনসুলিন নিঃসরণের নির্দেশ দেয় অথবা গ্লাইকোজেনোলাইসিস পদ্ধতিতে হরমোন গুলি দ্রুততার সঙ্গে এড্রেনাল গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ এবং গ্লুকোকর্টিকয়েড মুক্ত করে যা যকৃৎকে উদ্দীপিত করে সংরক্ষিত গ্লাইকোজেন মুক্ত করে। গ্লাইকোজেনেসিস পদ্ধতিতে মেদ গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়, যা পিটুইটারী এবং হাইপোথ্যালামাস দ্বারা এড্রেনাল গ্রন্থির নিঃসরণের উপর নির্ভরশীল। এই প্রক্রিয়ার গোলযোগে প্রাথমিক ভাবে নিম্নবর্ণিত লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়।

১) কঠিন চাপের মধ্যে জীবন যাত্রা বিশেষ করে খাওয়ার অনিয়মতা থেকে হজম শক্তি অনিশ্চিত হয়ে পরে।

২) বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়াজাত শর্করা খাদ্য দ্রব্য যেমন চিনি, ময়দা ইত্যাদি অধিক মাত্রায় ইনসুলিন নিঃসরণ করে এবং শরীরে দ্রুততার সঙ্গে খাদ্য বস্তুর দহন হয়ে যায়।

৩) বিষাক্ত পরিবেশ থেকে যকৃতের বিষক্রিয়া অথবা খাদ্য দ্রব্যে অধিক মাত্রায় মিশ্রিত সংরক্ষণকর বস্তুর উপস্থিতিতে হেপাটিক সিস্টেম ভারগ্রস্থ হয়ে পরে।

৪) খাবারের প্রত্যাশায় শর্তসাপেক্ষে হাইপোথ্যালামাস আগে থেকেই প্ররোচিত হয়ে ইনসুলিন হরমোন নিঃসরণের ব্যবস্থা করে। যাদের মধ্যে এরকম লক্ষণাবলী দেখা যায় যেমন প্রেম ঘটিত সম্পর্কে, আত্মমর্যাদার অভাবে ও একঘেয়েমিতায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সন্তুষ্টির জন্য পুষ্টিগুন ব্যাতিরেকে অন্যান্য খাদ্য গ্রহনে বাধ্য হয়।

৫) মিষ্টি এবং অন্যান্য উদ্দীপকের প্রতি আসক্তি। প্রক্রিয়াজাত চিনি রাসায়নিক ভাবে কোকেন -এর অনুরূপ। কফি, নিকোটিন এবং চকোলেট ইত্যাদি জীবদেহে ভাল পুষ্টির পরিবর্তে কৃত্রিম উত্তেজকের কাজ করে। দীর্ঘ সময় ধরে নেশার দ্রব্য ব্যবহারে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রন বিপর্যস্ত হয় এবং রক্তে শর্করা-তাপস্থাপক সূচক-এর অফ অন সেটিং দীর্ঘায়িত হয়ে পরে।

৬) নিম্নমানের পুষ্টি। ক্রেবস সাইকেলের ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ প্রক্রিয়াজাত শর্করা খাদ্যে অনুপস্থিত থাকে, যা গ্লুকোজ থেকে ATP তৈরিতে সহায়তা করে। গম থেকে কৃত্রিম উপায়ে প্রাপ্ত এই সব ভিটামিন, সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য প্রাকৃতিক ভিটামিনের মত ক্রেবস সাইকেলে সক্রিয়তা দেখাতে পারে না। তরতাজা কাঁচা প্রকৃতিজাত ফল, শাকসব্জি, অসংরক্ষিত খাদ্য দ্রব্য, খনিজ লবণ শোষণের উপযোগী উচ্চ তন্তু জাতীয় খাবার, কম স্নেহ জাতীয় (বিশেষত তাপ পরিক্ষিত স্নেহ) দ্রব্য এবং পর্যাপ্ত শুদ্ধ পানীয় জল দীর্ঘসময় ধরে গ্রহন করলে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার উন্নতি হয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

৭) নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য পাচন ক্রিয়া দুর্বল করে দেয়। ফলে রক্তে উচ্চমানের শর্করা নিয়ন্ত্রনে প্রয়োজনীয় হরমোন তৈরি, স্বল্প মাত্রায় ফ্যাটি অ্যাসিড, খনিজ লবন, জলে দ্রাব্য ভিটামিন-এর অভাবে বিঘ্নিত হয়। এই ক্ষেত্রে পাচন ক্রিয়া উন্নত করার জন্য উৎসেচক এবং ইমালসিফাইং দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসার প্রয়োজন।

৮) বিপাক ক্রিয়া ভারাক্রান্ত হয়ে পরে। অক্সিজেনের সাহায্যে গ্লুকোজ ATP -তে রূপান্তরিত হয়। দুর্বল পরিস্থিতিতে অক্সিজেন পরিবহন কম হয় ফলে অক্সিজেনের ব্যবহারও কমে যায়। সুস্থতার আসল পরিমাপই হল অক্সিজেনের সদ্ব্যবহার। অক্সিজেন তথা বায়ব পরিবহন যতটা উন্নত হয় ক্রেবস সাইকেল ততটাই দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে।

৯) মানসিক অবস্থা দুঃখ, অবসাদ, নেতিবাচক চিন্তায় আটকে পরে, আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। আমরা জানি যে মনই সরাসরি দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা, পাচন তন্ত্র, হরমোন তন্ত্রর উপর প্রভাব ফেলে। যখন পুরো শারীরিক ব্যবস্থাপনাই অস্বাস্থ্যকর হয়ে পরে তখন মানসিকতাও নেতিবাচক হয়ে যায়। এমত অবস্থায় হাইপোগ্লাইসেমিয়া আটকানোর জন্য অবশ্যই রোগীকে শারীরিক দুরাবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসা উচিৎ। যদিও হাইপোগ্লাইসেমিয়ার মুখ্য কারণ বর্তমান সময়ের সাপেক্ষে জীবন ধারণ, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অধিক চাপ, অত্যাধিক চিন্তা, ভয়, কৃত্রিম খাদ্য খাবার, সংকীর্ণ পরিবেশ, দূষিত বায়ু ও জল।

হাইপোগ্লাইসেমিয়া আরো অনেক রোগ ব্যাধির দরজা খুলে দেয়, এই পথ বন্ধ করতে হলে আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। শুরু করার জন্য এটি একটি উত্তম ওষুধ, কিন্তু অনুগ্রহপূর্বক একই সঙ্গে জীবনধারা পরিবর্তনের জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া উচিৎ।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R87

জীবাণু নাশক ও রোগ প্রতিরোধকারী ড্রপস

উপাদান ঃ

বটুলিনাম D30, ই-কোলাই D30, গ্লান্ডুলি থাইমি D30, হাইড্রাসটিস D3, নিউমোকক্সিনাম D30, প্রোটীয়াস D30, সিউডোমোনাস D30, সালমোনেল্লা D30, স্কারলেটিনাম D30, স্টাফাইলোকক্সিনাম D30, স্ট্রেপ্টোকক্সিনাম D30, টিউবারকিউলিনাম D30.

লক্ষণ ঃ

জীবাণু ঘটিত সংক্রমণ, অভ্যন্তরীণ অথবা বাহিক। দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতায় বা জীবাণুর অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করতে ব্যবহৃত হয়।

কার্যপ্রণালী ঃ

বটুলিনাম, ই-কোলাই, নিউমোকক্সিনাম, প্রোটীয়াস, সিউডোমোনাস, সালমোনেল্লা, স্কারলেটিনাম, স্টাফাইলোকক্সিনাম, স্ট্রেপ্টোকক্সিনাম, টিউবারকিউলিনাম ঃ
উপরিউক্ত উপাদান সমূহ উচ্চশক্তিতে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর এন্টিজেনের মত কাজ করে শ্বেত রক্তকণিকা দ্বারা অতিরিক্ত রোগজীবাণু সনাক্ত করে ও ধ্বংস করে। প্রতিবেধক-এর নীতি মেনেই এই কাজ সংঘঠিত হয়, কেবল মাত্র উচ্চশক্তি বা উচ্চ তরলীকৃত অবস্থাতেই এইরূপ ক্রিয়ার কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না। **গ্লান্ডুলি থাইমি ঃ** গ্রন্থিগত ভাবে জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে। **হাইড্রাসটিস ঃ** শক্তিশালী প্রাকৃতিক জীবাণু নাশক।

মাত্রা ঃ

এই প্রাকৃতিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিহীন প্রতিবেধকটি ৩ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার ৩ দিনের জন্য প্রতিমাসে একবার করে প্রথম ২ বছর ব্যবহার করা হয়। বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে জীবাণু ঘটিত সংক্রমণ হলে ১০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার এবং সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ১০ ফোঁটা করে দিনে ১ বার দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ

[illegible] বা গলার ক্ষতে R1. ডায়রিয়ায় R4. মূত্রস্থলীর জীবাণু ঘটিত সংক্রমণে R18, R25. [illegible]ারিংসের প্রদাহে R45. আঘাতে R55. ব্রণতে R53.

নিদান ঃ

[illegible]কে এবং পেটে সমস্ত প্রকার জীবাণুই অবস্থান করে। এইসব জীবেরা অন্যোন্যজীবিত্ব প্রক্রিয়ায় পোষক প্রাণীর শরীরে সহবস্থান করে। পোষক শরীরের প্রতিরোধ শক্তি এইসব জীবাণুর উপর [illegible] রাখে, তাই এরা পোষকের পাচন, শোষন এবং বিষক্রিয়া নাশক প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। [illegible] থাকার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এইসব জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। জীবাণু নাশক ওষুধ [illegible] সরাসরি ধ্বংস করে এবং শরীরের প্রতিরোধ শক্তির কোন উন্নতি বিধান করে না।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R88
ভাইরাস বিরোধী ড্রপস

উপাদান ঃ
ক্যারিওফাইলাস এ্যারোমেটিকাস D3, কক্কেকি D30, D60, D200, ডিপথেরিনাম D30, D60, D200, এপস্টেইন বাড় D30, D60, D200, ইউক্রেশিয়া D5, হারপিস সিমপ্লেক্স D30, D60, D200, হারপিস জোস্টার D30, D60, D200, ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম D30, D60, D200, মনোনিউক্লিওসিস D30, D60, D200, মরবিলিনাম D30, D60, D200, পোলিও মায়েলাইটীস D30, D60, D200, ভি-গ্রিপ্পি D30, D60, D200.

লক্ষণ ঃ
যেকোন প্রকার ভাইরাস ঘটিত রোগ যেমন - হাম, মনোনিউক্লিওসিস, হারপিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা।

কার্যপ্রণালী ঃ
কক্কেকি, ডিপথেরিনাম, এপস্টেইন বাড়, হারপিস সিমপ্লেক্স, হারপিস জোস্টার, ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম, মনোনিউক্লিওসিস, মরবিলিনাম, পোলিও মায়েলাইটীস, ভি-গ্রিপ্পি ঃ উপরিউক্ত উপাদান গুলি অতিউচ্চ শক্তিতে তরলীকৃত থাকায় এদের মধ্যে কোন ভাইরাস থাকে না বরং ওষুধের মধ্যে ভাইরাসের এই শক্তি শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করে অনুপ্রবেশকারীদের প্রতিহত করে। এইভাবে এই নিরাপদ প্রতিষেধক (পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিহীন) শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে প্রাকৃতিক উপায়ে শক্তি বৃদ্ধি করে নিরাপত্তা প্রদান করে। **ক্যারিওফাইলাস এ্যারোমেটিকাস ঃ** প্রাকৃতিক ভাইরাস বিরোধী। **ইউক্রেশিয়া ঃ** প্রতিরোধী শক্তির উদ্দীপক।

মাত্রা ঃ
প্রাকৃতিক প্রতিষেধক হিসাবে এই ভাইরাস বিরোধী তৈরী বাচ্চাদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং ৩ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার ৩ দিন ধরে দেওয়া হয়। জীবনের প্রথম ২ বছর প্রতিমাসে একই মাত্রায় দেওয়া হয়। ছোট শিশু বাচ্চাদের প্রতিষেধকটি নাভিতে লাগিয়ে শিশুর হাত দিয়েই ঘষে দেওয়া হয়। বয়স্ক বাচ্চাদের এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভাইরাস ঘটিত রোগ নিবারণের জন্য ১০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য ১০ ফোঁটা করে দিনে ১ বার দেওয়া হয়।

মন্তব্য ঃ
ইনফ্লুয়েঞ্জায় R6. জ্বরে R1. চিকেন পক্স-এ R68. হারপিস জোস্টার-এ R68, R30. হামে ঃ R6. মাম্পস-এ ঃ R1, R26. কাশিতে ঃ R8, R9. রোগীকে প্রাণীজ প্রোটিন দেওয়া বন্ধ রাখা হয় এবং অত্যাধিক মাত্রায় ভিটামিন সি ও প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রয়োগ বাড়ানো হয়। জীবাণুর সংক্রমণ থাকলে ঃ R87. ছত্রাক দ্বারা সংক্রামিত থাকলে ঃ R82. অত্যাধিক কায়িক পরিশ্রমে ঃ ভিটা-সি 15 ফোর্ট।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

নিদান ঃ
ভাইরাসের প্রকাশে এলে এর অনুপ্রবেশ শুরু হয় এবং রোগের উৎপত্তি হয়। রোগের উন্মেষ পর্বে দেহের প্রতিরোধী শক্তি ভাইরাসের প্রজনন ও তীব্রতার উপর নজর রাখে। রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিরোধী শক্তিকে স্বাস্থ্যকর রাখলে ভাইরাস আক্রমণ করলেও কোষে প্রবেশের পর প্রজনন দ্বারা জীবদেহ বিপন্ন করতে পারে না। ভাইরাস হয় RNA অথবা DNA-এর একপ্রকার রূপান্তরিত প্রতিরূপ যা জীবের বার্তা বহন করে। প্রকৃতিতে জীবাণু ও ছত্রাক দ্বারা ভাইরাস নিয়ন্ত্রিত থকে। এইভাবে এইসব ক্ষুদ্রতিক্ষুদ্র জীবের ত্রিকোণ সমন্বয় প্রয়োজনীয় সাম্যতা রক্ষা করে যাতে করে কেউই অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। অতিরিক্ত জীবাণু নাশকের প্রয়োগ এই ত্রিকোণ সাম্যতার বিঘ্ন ঘটায়। ফলে ভাইরাস ও ছত্রাক প্রভাবশালী হয়ে বংশ বিস্তার করে।

কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের ব্যবহারের জন্য।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ R89

অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড ড্রপস, চুলের সমস্যা

উপাদান ঃ

আল্ফাল্ফা D3, হাইপোফাইসিস D30, জুগলেন্স D12, ক্যালিয়াম ফস্‌ফরিকাম D4, D6, D12, ল্যাকটিউকা স্যাটিভা D2, লেসিথিনাম D3, ওয়েনোথেরা বিনিস D3, পলিসরবেটাম D3, টেস্টিস D30.

লক্ষণ ঃ

কেশ শূন্যতা, টাক পড়া, অকালে চুল ঝরে যাওয়া, অকাল পক্কতা, দুর্বলতা, অতিরিক্ত সিদ্ধ খাবার খাওয়া ও মাথা যন্ত্রণা।

কার্যপ্রণালী ঃ

আল্ফাল্ফা, ল্যাকটিউকা স্যাটিভা, লেসিথিনাম, ওয়েনোথেরা বিনিস ঃ হরমোন বিরোধী ক্রিয়া, চুল ঝরে যাওয়ায় বাহ্যিক প্রয়োগ। **হাইপোফাইসিস ঃ** চুলের বৃদ্ধিতে সমতা আনে। **জুগলেন্স ঃ** রক্ত পরিশোধনকারী, অত্যাবশকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড। **ক্যালিয়াম ফস্‌ফরিকাম ঃ** চুলের পুনরুৎপাদনে একটি বহু পরিচিত জৈব রাসায়নিক কোষীয় লবণ। **পলিসরবেটাম ঃ** অকালে টাক পড়লে বাহ্যিক প্রয়োগে কার্যকর। **টেস্টিস ঃ** গ্রন্থিগত ক্রিয়া।

মাত্রা ঃ

২০-৩০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার খাবার পর, দিনে ১ বার টাক পড়া জায়গায় ৫ মিনিট ধরে ভালোভাবে রগড়ানো হয়।

মন্তব্য ঃ

টক্সেমিয়া (রক্তের বিষক্রিয়া) ঃ R26, R60. সেপ্টিসেমিয়া (রক্তদূষণ)-এ ঃ R82, R87, R88. ত্বকের সমস্যায় ঃ R21, R23. গ্রন্থির ভারসাম্যে ঃ R19, R20. রক্তাল্পতায় ঃ R31. কোষ্ঠকাঠিন্যে R37.

নিদান ঃ

অতিরিক্ত পুং যৌন হরমোন, ফ্যাটি অ্যাসিড ও স্নেহজাতীয় খাদ্যের বিপাক জণিত সমস্যা অথবা দূষিত রক্ত থেকে মাথায় টাক পড়ে ও চুল শূন্য হয়ে যায়। বংশগত কারণও কিছু অংশে দায়ী, কিন্তু যদি অল্পবয়স থেকেই বেঠিক জীবন ধারাকে অনুকরণ করা হয় তবে খাদ্যাভ্যাস থেকেই চুল পড়ে যেতে পারে। যেসব হরমোন এ বিষাক্ত পদার্থ থেকে চুল ঝরে তাদের ফ্যাটি অ্যাসিড প্রতিরোধ

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

করে। উপযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড শাকসব্জিতেই পাওয়া যায়। কিন্তু এরা তাপ-সুবেদী তাই ৪৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বা তার বেশী তাপমাত্রায় বিনষ্ট হয়ে যায়। অতিরিক্ত সিদ্ধ খাবার এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড শোষণ হ্রাস পায়। তাপ পরীক্ষিত প্রাণীজ চর্বি বা বনস্পতি শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, যকৃতের বিষক্রিয়া নাশক প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে আন্ত্রিক চিলিফারের মাধ্যমে লসিকাবহে প্রবেশ করে এবং শরীরের কলা কোষের বিনাশ শুরু করে। দূষিত বা বিষাক্ত রক্ত জণিত কারণ থেকেও চুল পড়ে যায় এবং ত্বকের সমস্যা সৃষ্টি হয়। এভাবে বিশেষ কিছু টক্সেমিয়া বা সেপ্টিসেমিয়া থেকে চুল পড়া শুরু হয়।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ আল্ফাল্ফা টনিক

সাধারণ টনিক - মুখ্য জৈব ক্রিয়ার শক্তিবর্ধক

উপাদান ঃ

অ্যাসিডাম ফস্ফরিকাম D2, আল্ফাল্ফা Ø, এভেনা স্যাটিভা Ø, ক্যালসিয়াম ফস্ফরিকাম D6, চায়না Ø, সিনামোনাম Ø, জিনসেঙ্গ Ø, হাইড্রাসটিস Ø, ম্যাগনেসিয়াম ফস্ফরিকাম D6, নাক্স ভোমিকা D3.

লক্ষণ ঃ

বিশেষ করে জ্বর, শল্য চিকিৎসা ও গর্ভাবস্থা জণিত কারণে দুর্বলতা ও রক্তাল্পতা, ক্ষুধা মান্দ, ওজন হ্রাস এবং বেড়ে ওঠা বাচ্চাদের জন্য কার্যকর।

কার্যপ্রণালী ঃ

অধিক পরিশ্রম থেকে ক্লান্তি, উদ্বেগ ও দুঃশ্চিন্তা খুব তাড়াতাড়ি দূরীভূত হয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ শারীরিক উন্নতি লাভ হয়। **অ্যাসিডাম ফস্ফরিকাম ঃ** শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি, পুরুষত্ব হীণতা, বীর্যপাত, মনঃসংযোগের অভাব, উদাসীনতা এবং দিনের বেলায় নিদ্রালুভাব। **এভেনা স্যাটিভা ঃ** স্নায়বিক অবসাদ, অত্যাধিক মানসিক চাপ, যৌন দুর্বলতা। ভিটামিন এবং খনিজ লবণ সমৃদ্ধ। **ক্যালসিয়াম ফস্ফরিকাম ঃ** ক্যালসিয়াম তৈরীর অভাব জণিত কারণে হাড়ের বৃদ্ধি বিঘ্নিত হয়। **চায়না ঃ** ধাতুক্ষয়, ক্লান্তি এবং অসুস্থতা থেকে সৃষ্টি পুরুষত্ব হীণতায় সাধারণ টনিক হিসাবে কাজ করে। **সিনামোনাম ঃ** যে কোন প্রকার রক্তক্ষরণের পর ক্রমশ আরোগ্য লাভ হয়। **জিনসেঙ্গ ঃ** ভিটামিন D_1 এবং B_2 (থিয়ামিন এবং রাইবোফ্লাভিন) উচ্চ মাত্রায় সালফার সহ অন্যান্য খনিজ লবণের উপস্থিতিতে এর অসাধারণ শক্তিশালী ওষুধি ফলাফল লক্ষ করা যায়। **হাইড্রাসটিস ঃ** শারীরিক ওজন হ্রাস পায়, ক্লান্তি ও নির্বলতা প্রভৃতি অসুস্থতায় একটি সাধারণ টনিক হিসাবে কাজ করে। **ম্যাগনেসিয়াম ফস্ফরিকাম ঃ** স্নায়ু ও পেশীর ব্যাথা, শিরটান ও স্নায়ুশূল উপশম করে ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে। **মেডিকাগো স্যাটিভা (আল্ফাল্ফা) ঃ** এতে অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, যা শারীরিক গঠনের জন্য অপরিহার্য। **নাক্স ভোমিকা ঃ** স্নায়ুর খিঁচুনি শান্ত করে।

মাত্রা ঃ

প্রাপ্ত বয়স্কদের এক টেবিল চামচ পরিমাণ এবং বাচ্চাদের এক চা চামচ পরিমাণ দিনে ৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

আপনিও এই পুস্তিকাটির একটি প্রতিলিপি নিতে পারেন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে !!!

কুপনটি পূরণ করে ভারতে ডাঃ রেকওয়েগ -এর উৎপাদনের ডিস্ট্রিবিউটরের ঠিকানায় মেল, ফ্যাক্স বা ই-মেল করুন ঃ

ডাঃ রোশনলাল আগরওয়াল এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

16, নেতাজী সুভাষ মার্গ, দরিয়া গঞ্জ, নিউ দিল্লী - 110002 (ভারত)

দূরভাষ ঃ 011-46540000

ই-মেল ঃ care@reckeweg-india.com

www.reckeweg-india.com

PLEASE USE CAPITAL LETTERS

FROM :

NAME ....

ADDRESS ....

....

....

CITY .... PIN

PROFESSION ....

LANGUAGE REQUIRED : ENG/HINDI/URDU/BENGALI ....

IMPORTANT : Request with incorrect postage will not be entertained.

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ-এর উৎপাদন - এক উত্তম নির্বাচন

TO,
DR. ROSHANLAL AGGARWAL & SONS PVT.LTD.
16, NETAJI SUBHASH MARG,
DARYA GANJ,
NEW DELHI 110002

AFFIX POSTAGE OF Rs. 6-00 HERE

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ক্লিনিকাল রেপ্যার্টরি - সূচিপত্র

Abscesses (ফোড়া) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1
Adams Stoke's Syndrome (এডাম স্টোক সিন্ড্রোম) .... ডাঃ রেকওয়েগ R66, R52
Adenoids (টনসিলের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1
Adiposity (Overweight) (মেদবহুল স্থূলতা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R59, R19, R20
Adnexitis (ডিম্বনালী ও ডিম্বাশয়ের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, R38, R39
Acne Vulgaris (ব্রণ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R53
Acro paraesthesia (মুখ, হাত ও পায়ে সুচ বা পিন ফোটানো অনুভূতি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R60, R63
Albuminuria (মূত্রে এলবুমিন) .... ডাঃ রেকওয়েগ R64
Allergies (এলার্জি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R23
Allergy, food (খাদ্য দ্রব্যে এলার্জি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R83
Allergy, inhalent (শ্বাস সম্বন্ধিত এলার্জি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R84
Alopecia (টাক বা কেশ লুপ্তি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R89
Anaemia (রক্তাল্পতা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R31, আল্ফাল্ফা টনিক
Anal eczema (মলদ্বারের একজিমা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R13
Anal fissures (মলদ্বারের চিড়) .... ডাঃ রেকওয়েগ R13
Angina pectoris (হৃদশূল) .... ডাঃ রেকওয়েগ R2, R3, R66
Ankylosing spondylitis (অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস) .... ডাঃ রেকওয়েগ R11
Aortalgia (মহাধমনীর প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R2
Aortic sclerosis (মহাধমনীর কাঠিন্য) .... ডাঃ রেকওয়েগ R12
Aphonia (স্বরভঙ্গ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R45
Apoplexy (সন্ন্যাস রোগ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R55, R67, R12
Appendicitis, acute (তরুণ এপেন্ডিসাইটিস) .... ডাঃ রেকওয়েগ R24, R38
Appendicitis, chronic (পুরানো এপেন্ডিসাইটিস) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, R24, R38
Appetite, loss of (ক্ষুধামান্দ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R31, আল্ফাল্ফা টনিক
Arteriosclerosis (ধমনীর কাঠিন্য) .... ডাঃ রেকওয়েগ R12
Arthralgia (সন্ধি শূল) .... ডাঃ রেকওয়েগ R81
Arthritis (সন্ধি বাত) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, R46, R24, এটোমেয়র বেকেরণ R30
Arthritis, Osteo (অস্থি সন্ধিবাত) .... ডাঃ রেকওয়েগ R73, এটোমেয়র বেকেরণ R30
Arthritis of vertebrae (কশেরুকার সন্ধি বাত) .... ডাঃ রেকওয়েগ R11
Ascaris (গোল কৃমি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R56
Ascites (পেটে জলস্ফীতি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R58, R7

কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের ব্যবহারের জন্য।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

Asthma (হাঁপানি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R43, R48, R34
জুটুসিন R8 (সিরাপ), জুটুসিন R9 (ড্রপস)

Asthma constitutional (হাঁপানি গ্রস্ত শারীরিক গঠন) .... ডাঃ রেকওয়েগ R76

Backpain, lower, in the female (স্ত্রীদের কোমরের নিম্নাংশের ব্যাথা) .... ডাঃ রেকওয়েগ
R11, R50, এটোমেয়র বেকেরণ R30

Bacteriuria (মূত্রে জীবাণু সংক্রমণ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R18

Baldness (টাক) .... ডাঃ রেকওয়েগ R89

Basedow's disease (বিষক্রিয়া জণিত গলগন্ড) .... ডাঃ রেকওয়েগ R51

Blackheads (কালো খিলযুক্ত ব্রণ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R53

Blepharitis (নেত্রপল্লবের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R78

Blood-Impurities (রক্ত দূষণ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R60

Blood pressure (রক্তচাপ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R85

Boil (ফোড়া, ফুস্কি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, এটোমেয়র বেকেরণ R30

Bronchitis (শ্বাসনালীর প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R6, R48, R57
জুটুসিন R8 (সিরাপ), জুটুসিন R9 (ড্রপস)

Bronchopneumonia (ফুসফুসে নিউমোনিয়া জণিত প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R6

Calcium, malassimilation of (ক্যালসিয়ামের ত্রুটিপূর্ণ আত্তীকরণ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R34

Calfmuscle, cramps (পায়ের ডিমে খিলধরা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R63

Carbuncle (বিস্ফোটক ফোড়া) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1

Cardiac decompensation (হৃদপিণ্ডের অসম্পূর্ণ ব্যার্থতা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R58, R3

Cardiac arrythmia (অনিয়মিত ও অসদৃশ্য হৃদস্পন্দন) .... ডাঃ রেকওয়েগ R66, R3

Cardiac neurosis (হৃদপিণ্ডের স্নায়বিক উদ্বেগ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R22

Cataract, incipient (প্রাথমিক পর্যায়ে চোখের ছানি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R78

Cerebral sclerosis (মস্তিষ্কের কাঠিন্য) .... ডাঃ রেকওয়েগ R12

Children, oversensitivity in (বাচ্চাদের অতিসংবেদনশীলতা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R54, R36

Cholangitis (পিত্তনালীর প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, R7

Cholecystitis (পিত্তথলির প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, R7

Cholelithiasis (পিত্তাশয়ের পাথর) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, R7, R37

Chorea, minor (করীয়া - স্নায়বিক মোচড় বা ঝাঁকি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R36

Chronic appendicitis (পুরানো এপেন্ডিক্সের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, R24, R38

Circulatory disturbances (রক্ত সঞ্চালন জণিত সমস্যা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R67

Cirrhosis of liver (যকৃতের পচন রোগ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R7

Climacteric complaints (রজঃনিবৃত্তিকালীন উপসর্গ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R10

Cold, common (সর্দি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R6

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

Colics (পেট ব্যাথা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R37

Colitis (অন্ত্রশূল) .... ডাঃ রেকওয়েগ R4

Collapse (পতন) .... ডাঃ রেকওয়েগ R67

Comendones (ব্রণর কালো খিল) .... ডাঃ রেকওয়েগ R53

Conjunctivitis (নেত্রবর্ত্মকলার প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, R62

Conjunctivitis, catarrhal (নেত্রবর্ত্মকলার সর্দিজ প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R78

Conjunctivitis, chronic (নেত্রবর্ত্মকলার পুরানো প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R78

Constipation (কোষ্ঠকাঠিন্য) .... ডাঃ রেকওয়েগ R7, R37, R77

Convalescence (ক্রমশ আরোগ্য লাভে) .... ভিটা-সি 15, আল্ফাল্ফা টনিক, R31, R41

Coronary insufficiency (হৃদধমনীর অপ্রতুলতা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R2, R3

Coronary sclerosis (হৃদধমনীর কাঠিন্য) .... ডাঃ রেকওয়েগ R2, R12

Craddle cap (ক্রেডল ক্যাপ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R34, R23

Craving stimulants (উত্তেজক খাবারের প্রতি আগ্রহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R86

Cystitis (মূত্রাশয়ের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R18, R25

Cysto-pyelitis (মূত্রাশয় ও বৃক্কের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R18, R27, R64

Dental root, Inflammation of (দাঁতের গোড়ায় প্রদাহ জণিত ব্যাথা) .... ডাঃ রেকওয়েগ
R1, R35

Depression (post prandial) (খাবার পর অবসাদ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R86

Diabetes mell (মধুমেহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R40

Diarrhoea (ডায়রিয়া) .... ডাঃ রেকওয়েগ R4

Diplopia (যুগ্ম দৃষ্টি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R78

Disc lesions (কশেরুকার ব্যাধি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R11

Dysmenorrhoea (যন্ত্রণাদায়ক ঋতু) .... ডাঃ রেকওয়েগ R75

Ear ache (কানের ব্যাথা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1

Ear itch (কানের চুলকানি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R82

Eating helps symptoms (খাবার খেলে উপশম) .... ডাঃ রেকওয়েগ R86

Eczema (একজিমা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R23, R21

Empyema (প্লুরার গহ্বরে পুঁয জমা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1

Endangitis obliterans (রক্তনালীকার অভ্যন্তরীন টিউনিকা ইন্টিমা স্তরেব প্রদাহ) ....
ডাঃ রেকওয়েগ R63

Endocrine glands, disturbances of (অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ত্রুটিপূর্ণ ক্রিয়া) ....
ডাঃ রেকওয়েগ R19, R20

Endocarditis (হৃদপিণ্ডের ঝিল্লি প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R3

Enteritis (আন্ত্রিক প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R4

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

Enterocolitis (ক্ষুদ্রান্ত্র ও কোলনের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R4
Enuresis (মূত্রের বেগ ধারণের অক্ষমতা বিশেষত বাচ্চাদের ঘুমের ঘোরে প্রস্রাব) .... ডাঃ রেকওয়েগ R74
Epilepsy (মৃগীরোগ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R33
Exhaustion (ক্লান্তি) .... ভিটা-সি 15
Eye strain (চোখ টাটানি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R78
Fatigue (অবসাদ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R86
Fever, debilitating (জ্বর জণিত দৌর্বল্য) .... আল্ফাল্ফা টনিক
Fingenails, discoloration (নখের সমস্যা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R82
Flatulence (বায়ুর প্রকোপ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R7, R37
Flu (ফ্লু) .... ডাঃ রেকওয়েগ R88
Food craving (খাবার ইচ্ছা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R86
Foot,athletes (পায়ে ছত্রাকের সংক্রমণ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R82
Furunculosis (ফোড়া, ফুস্কির প্রবণতা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, এটোমেয়র বেকেরণ R30
Gastritis (পাকাশয়ের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R5
Gastro-cardial syndrome (পাচন ও হৃদপিণ্ড সম্পর্কিত উপসর্গ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R5, R2, R3
Gastro-duodenitis (পাকস্থলী ও গ্রহণীর প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R5
Gastro-enteritis (পাকস্থলী ও আন্ত্রিক প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R4
Geriaticum (বার্ধক্য জণিত চিকিৎসা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R12, R2, R54
German measles (জার্মানি হাম) .... ডাঃ রেকওয়েগ R62
Glands, disturbances of (গ্রন্থিগত ব্যাধি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R19, R20, R59
Globus hystericus (হিস্টেরিক বল) .... ডাঃ রেকওয়েগ R47
Goitre (গলগণ্ড) .... ডাঃ রেকওয়েগ R51, R12, R59
Grave's disease (বিষক্রিয়া জণিত থাইরয়েড) .... ডাঃ রেকওয়েগ R51
Grey hair, premature (অকাল পক্ক চুল) .... ডাঃ রেকওয়েগ R89
Growing children (বাড়ন্ত বাচ্চাদের জন্য) .... আল্ফাল্ফা টনিক
Hair loss, premature (অকালে চুল ঝরা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R89
Headache (মাথা ব্যাথা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R16, R77, R81, R86, R89
Hemorrhoids (অর্শ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R13
Helminthiasis (কৃমির উপদ্রব) .... ডাঃ রেকওয়েগ R56
Hemicrania (আধকপালে) .... ডাঃ রেকওয়েগ R16
Hepatitis (যকৃতের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R7, R1
Herpes zoster (হারপিস জোস্টার) .... ডাঃ রেকওয়েগ R68, R88

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

HilarTB (হাইলার টি. বি.) .... ডাঃ রেকওয়েগ R57
Hordeolum (আঞ্জনি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R78
Hyperhidrosis (অত্যাধিক ঘাম) .... ডাঃ রেকওয়েগ R32
Hypertension (উচ্চরক্ত চাপ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R85
Hypertonia (পেশীটান বৃদ্ধি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R12
Hypoadrenia (এড্রেনাল গ্রন্থির কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়া) .... ডাঃ রেকওয়েগ R86
Hypotonia (নিম্নরক্ত চাপ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R44, R67, R29, R52
Immuneglobulin, formation of (ইমিউনোগ্লোবিউলিন তৈরী) .... ডাঃ রেকওয়েগ R26
Immune system weakend (রোগ প্রতিরোধী দুর্বলতা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R87
Impotence (পুরুষত্বহীনতা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R41
Inability to concentrate (মনঃসংযোগের ক্ষমতা হ্রাস) .... ডাঃ রেকওয়েগ R86, R54
Infections, bacterial (জীবাণুঘটিত সংক্রমণ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R87
Infections, external (বাহ্যিক সংক্রমণ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R87
Infections, fungal (ছত্রাক ঘটিত সংক্রমণ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R82
Infections, internal (আভ্যন্তরীণ সংক্রমণ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R87
Infiltration, bacterial (জীবাণুর অনুপ্রবেশ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R87
Influenza (ইনফ্লুয়েঞ্জা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R6
Injuries (আঘাত, ক্ষত) .... ডাঃ রেকওয়েগ R55
Intercostal neuralgia (আন্তঃপঞ্জরাস্থির স্নায়ুশূল) .... ডাঃ রেকওয়েগ R69, R68, R24
Intermittent claudication (লেংড়িয়ে চলা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R63, R12
Irritability (খিটখিটে ভাব) .... ডাঃ রেকওয়েগ R86
Jaundice (পাণ্ডুরোগ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R7
Jock itch (কুচকির চুলকানি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R82
Laryngitis (স্বর যন্ত্রের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R45
Leucorrhea (সাদা স্রাব) .... ডাঃ রেকওয়েগ R10
Liver, diseases of (যকৃতের রোগ সমূহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R7, R77
Lumbago (কোমর ব্যাথা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R11, এটোমেয়র বেকেরণ R30
Lung, TB of (ফুসফুসের যক্ষ্মা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R48
Lymphadenitis (লাসিকা গ্রন্থির প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1
Lymphangitis (লাসিকা বাহের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1
Mastitis (স্তনের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1
Measles (হাম) .... ডাঃ রেকওয়েগ R62, R88
Menorrhagia (অতি রজঃস্রাব) .... ডাঃ রেকওয়েগ R28
Meteorism (পাচনতন্ত্রের কলা বিনষ্টি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R7, R5

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

Metrorrhagia (অনিয়মিত রক্তস্রাব) .... ডাঃ রেকওয়েগ R28, R10
Migraine (মাইগ্রেন) .... ডাঃ রেকওয়েগ R16
Mononucleosis (রক্তে মনোসাইট-এর মাত্রা বৃদ্ধি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R88
Muscular rheumatism (পেশীবাত) .... ডাঃ রেকওয়েগ R11, এটোমেয়র বেকেরণ R30
Myocardial infarction (হৃদকলা বিনাশ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R67, R55, R2
Myocardial insufficiency (হৃদপিণ্ডের অপ্রতুলতা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R3
Myocarditis (হৃদপেশীর প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R3
Nausea (বমিভাব) .... ডাঃ রেকওয়েগ R52, R5, R77
Nephritis (বৃক্ক প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R64
Nephrolithiasis (কিডনির পাথর) .... ডাঃ রেকওয়েগ R27
Nephrosclerosis (কিডনির কাঠিন্য) .... ডাঃ রেকওয়েগ R12
Nephrosis (বৃক্কের রোগ সমূহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R64
Neuralgia (স্নায়ুশূল) .... ডাঃ রেকওয়েগ R70, এটোমেয়র বেকেরণ R30
Obesity, over weight (মেদ জণিত স্থূলতা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R59, R19, R20
Occipital neuralgia (পশ্চাৎ কপালি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R16, R70, R6
Oedema (শোথ) .... ডাঃ রেকওয়েগé R58, R64
Opacity of vitreum (ঘোলাটে ভিট্রিয়াস হিউমার) .... ডাঃ রেকওয়েগ R78
Operation.surgical (শল্য চিকিৎসায়) .... আল্ফাল্ফা টনিক
Osteo-arthritis (অস্থিসন্ধি বাত) .... ডাঃ রেকওয়েগ R73, এটোমেয়র বেকেরণ R30
Osteochondritis (অস্থি ও তরুনাস্থির প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R11
Osteomalacia (অস্টিও ম্যালেসিয়া) .... ডাঃ রেকওয়েগ R34
Osteoporosis (অস্টিও পরোসিস) .... ডাঃ রেকওয়েগ R34
Overitis (ডিম্বাশয়ের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1
Ovarian cyst (ডিম্বাশয়ের সিস্ট) .... ডাঃ রেকওয়েগ R38, R39
Oversensitivity of children (বাচ্চাদের অতিসংবেদনশীলতা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R54, R36
Oxyuriasis (কুচো কৃমি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R56
Panaritium (হাতের বা পায়ের আঙ্গুলে পূঁয জণিত প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1
Pains.myalgic (পেশীর বেদনা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R81
Pains.neuralgic (স্নায়ুর বেদনা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R81
Pains.stomach (পেট ব্যাথা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R5, R77
Palpitation–arrhythmic (বুক ধড়ফড়, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন) .... ডাঃ রেকওয়েগ R66, R77
Pancreatitis (অগ্নাশয়ের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R72
Paraesthesias (স্নায়ুর অসাড়তা, সুই ফোটানো অনুভূতি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R63, R71

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

Parametritis (প্যারামেট্রাইটিস) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, R38, R39, R10
Parotitis (প্যারোটিড গ্রন্থি প্রদাহ - মাম্পস) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1
Peripheral circulatory disturbances (প্রান্তীয় রক্তসংবহনে ত্রুটি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R63
Pertussis (হুপিং কাশি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R8, R9
Phlegmon (পূঁয সম্পর্কিত ব্যাধি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, R87
Pleuritis (প্লুরার প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R24
Pregnancy (গর্ভাবস্থা) .... আল্ফাল্ফা টনিক
Prostate, hypertrophy (প্রস্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R25
Prostatitis (প্রস্টেট গ্রন্থি প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, R25
Prostration (অবসাদ বলহীনতা) .... ভিটা-সি 15
Pruritus vulvae (যোনিদ্বারে চুলকানি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R10
Psoriasis (সোরিয়াসিস) .... ডাঃ রেকওয়েগ R65
Pyelitis (কিডনির প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R18
Quinsy (গলার বিশেষত টনসিলের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1
Raynaud's disease (রেনডস রোগ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R63
Rheumatism (বাত) .... ডাঃ রেকওয়েগ R11, R46, এটোমেয়র বেকেরণ R30
Rheumatoid arthritis, acute (তরুণ রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, R24
Rheumatoid arthritis, chronic (পুরানো রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস) .... ডাঃ রেকওয়েগ R11, R46, R34, এটোমেয়র বেকেরণ R30
Rickets (রিকেট) .... ডাঃ রেকওয়েগ R34
Scarlet fever (রক্তিম জ্বর, চোখ, নাক, মুখ ও কান লাল হয়ে ওঠে) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1
Sciatica (সায়াটিকা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R71, R11, এটোমেয়র বেকেরণ R30
Scrofulosis (গণ্ডমালা রোগ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R60
Sea-sickness (সমুদ্র ভ্রমণকালীন অসুস্থতা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R52
Shoulder-rheumatism (কাঁধের বাত) .... ডাঃ রেকওয়েগ R46
Sinusitis (সাইনাসের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, R49
Skin flaky (আস্তরণ যুক্ত ত্বক) .... ডাঃ রেকওয়েগ R82
Skin infections fungal (ত্বকের ছত্রাক জণিত সংক্রমণ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R82
Smoker's hangover (ধূমপান জণিত অপ্রীতিকর পরিণাম) .... ডাঃ রেকওয়েগ R77
Smoker's leg (ধূমপায়ীদের পা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R77
Soreness (বেদনাদায়ক ক্ষত) .... ডাঃ রেকওয়েগ R82
Spasmophilia (মাত্রাহীন পেশী সংকোচনের প্রবণতা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R34
Spondylosis (কশেরুকার সন্ধি প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R11
Stenocardia (হৃদশূল) .... ডাঃ রেকওয়েগ R2

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

Stomatitis (মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, R5
Symptoms hypoglycemic (রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে) .... ডাঃ রেকওয়েগ R86
Tonsillar hypertrophy (টনসিলের বৃদ্ধি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1
Tonsillitis (টনসিলের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1
TB of lung (ফুসফুসের যক্ষ্মা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R57, R48
Teething complaints in children (বাচ্চাদের দাঁত বেরোনোর সমস্যা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R35, R34
Thrombophlebitis (শিরার প্রাচীরের প্রদাহ জণিত কারনে রক্ত জমা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R42
Thrush in throat (গলার ক্ষত) .... ডাঃ রেকওয়েগ R82
Thyrotoxicosis (থাইরয়েড গ্রন্থির বিষক্রিয়া) .... ডাঃ রেকওয়েগ R51
Toothache (দন্তশূল) .... ডাঃ রেকওয়েগ R35
Torticollis (গলার খিঁচধরা পেশীশূল) .... ডাঃ রেকওয়েগ R11
Tumors, malignant, benign (কর্কট বা সাধারণ প্রকৃতির টিউমার) .... ডাঃ রেকওয়েগ R17
Tympanitis (মধ্যকর্ণের প্রদাহ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R1, R77
Typhoid fever (টাইফয়েড জ্বর) .... ডাঃ রেকওয়েগ R4
Ulcer, duodenal, parapyloric (গ্রহণী তথা পাইলোরিক অঞ্চলের ক্ষত) .... ডাঃ রেকওয়েগ R5
Ulcer, peptic (gastric) (পাকস্থলীর ক্ষত) .... ডাঃ রেকওয়েগ R5
Urticaria (আমবাত) .... ডাঃ রেকওয়েগ R23
Uric acid diathesis (রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R7, R27
Varicellas (জল বসন্ত) .... ডাঃ রেকওয়েগ R68
Varices (শিরা স্ফীতি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R42
Vascular disturbances, peripheral (প্রান্তীয় রক্তবাহকের সমস্যা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R63, R77
Vertigo (মাথা ঘোরা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R29
Weakness (দুর্বলতা) .... ডাঃ রেকওয়েগ R89
Weight.loss of (ওজন হ্রাস) .... আল্ফাল্ফা টনিক
Withdrawal of smokers (ধূমপান ছাড়ানোর জন্য) .... ডাঃ রেকওয়েগ R77
Worm (কৃমি) .... ডাঃ রেকওয়েগ R56
Yeast, vaginal (যোনির ছত্রাক সংক্রমণ) .... ডাঃ রেকওয়েগ R82

কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের ব্যবহারের জন্য।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

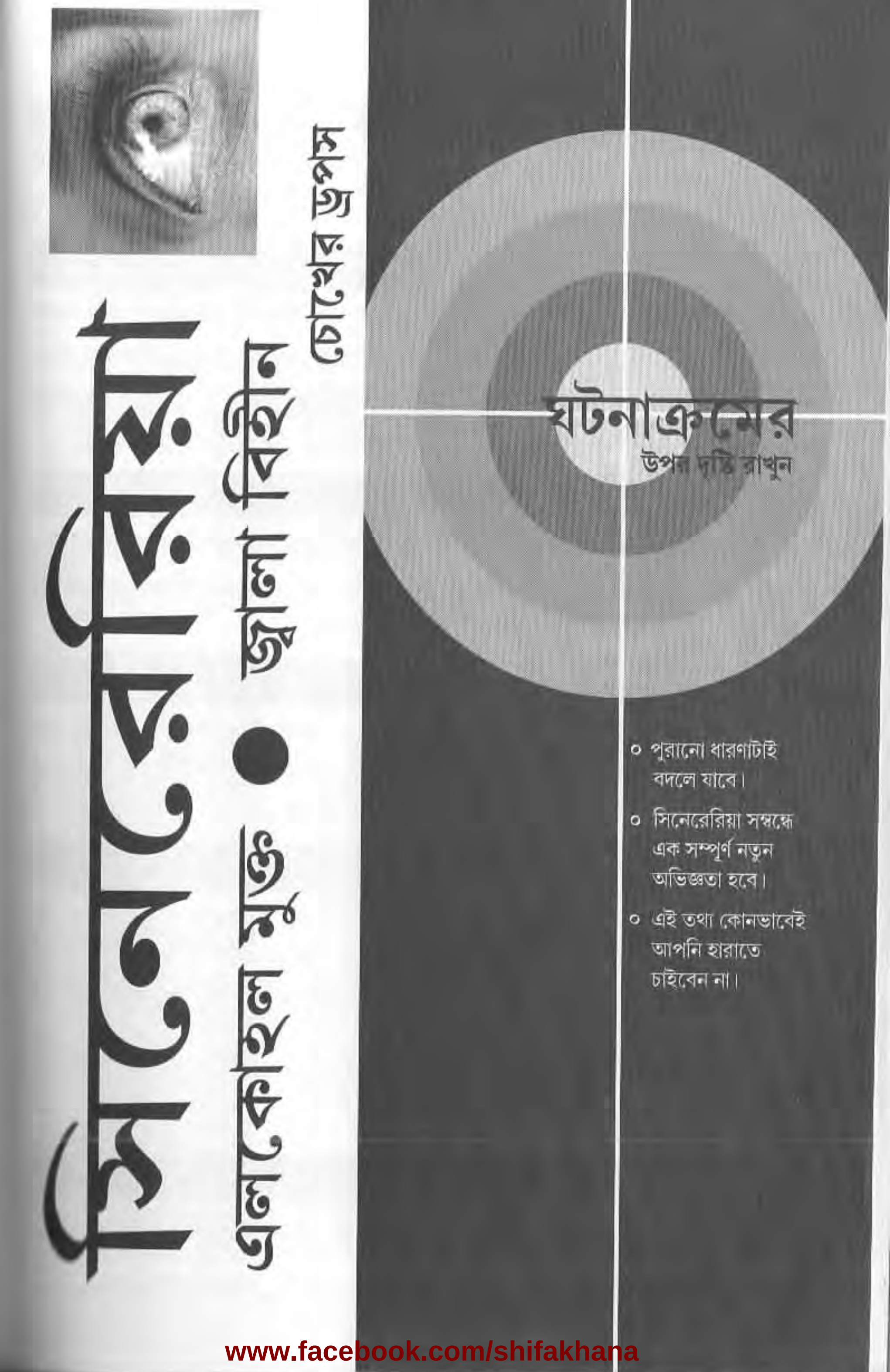

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

www.Shifakhana.com

বায়োকেমিক ট্যাবলেট

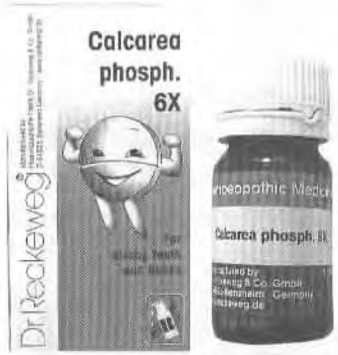

বায়োকেমিক ট্যাবলেট

1. ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা (ক্যাল ফ্লোর)
2. ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফরিকা (ক্যাল ফস্‌)
3. ফেরাম ফস্‌ফরিকাম (ফেরাম ফস্‌)
4. ক্যালিয়াম মিউরিয়েটিকাম (ক্যালি মিউর)
5. ক্যালিয়াম ফস্‌ফরিকাম (ক্যালি ফস্‌)
6. ক্যালিয়াম সালফিউরিকাম (ক্যালি সাল্ফ)
7. ম্যাগনেসিয়া ফস্‌ফরিকা (ম্যাগ ফস্‌)
8. ন্যাট্রাম মিউরিয়েটিকাম (ন্যাট মিউর)
9. ন্যাট্রাম ফস্‌ফরিকাম (ন্যাট ফস্‌)
10. ন্যাট্রাম সালফিউরিকাম (ন্যাট সাল্ফ)
11. সাইলিসিয়া
12. ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা (ক্যাল সাল্ফ)

উপলব্ধ শক্তি ঃ 3X, 6X, 12X, 30X, 200X.

www.youtube.com/shifakhana

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

www.Shifakhana.com

বায়োকেমিক ট্যাবলেট

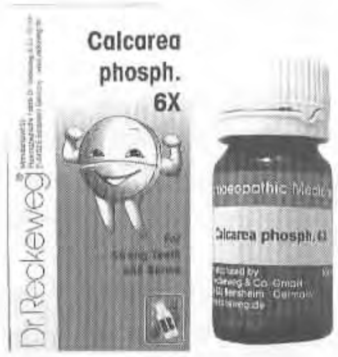

বায়োকেমিক ট্যাবলেট

1. ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা (ক্যাল ফ্লোর)
2. ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফরিকা (ক্যাল ফস্‌)
3. ফেরাম ফস্‌ফরিকাম (ফেরাম ফস্‌)
4. ক্যালিয়াম মিউরিয়েটিকাম (ক্যালি মিউর)
5. ক্যালিয়াম ফস্‌ফরিকাম (ক্যালি ফস্‌)
6. ক্যালিয়াম সালফিউরিকাম (ক্যালি সাল্ফ)
7. ম্যাগনেসিয়া ফস্‌ফরিকা (ম্যাগ ফস্‌)
8. ন্যাট্রাম মিউরিয়েটিকাম (ন্যাট মিউর)
9. ন্যাট্রাম ফস্‌ফরিকাম (ন্যাট ফস্‌)
10. ন্যাট্রাম সালফিউরিকাম (ন্যাট সাল্ফ)
11. সাইলিসিয়া
12. ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা (ক্যাল সাল্ফ)

উপলব্ধ শক্তি ঃ 3X, 6X, 12X, 30X, 200X.

www.youtube.com/shifakhana

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

বায়োকেমিক কম্বিনেশন ট্যাবলেট (BC) 1-28

BC 1. ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফরিকা 3X, ফেরাম ফস্‌ফরিকাম 3X, ন্যাট্রাম মিউরিয়েটিকাম 6X, ক্যালিয়াম ফস্‌ফরিকাম 3X; একই অনুপাতে।
রক্তাল্পতা ঃ দুর্বল হজম শক্তি, সাধারণত রুগ্নতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, মানসিক এবং শারীরিক অবসাদ ও উদ্বেগ।

BC 2. ক্যালিয়াম ফস্‌ফরিকাম 3X, ম্যাগনেসিয়া ফস্‌ফরিকা 3X, ন্যাট্রাম মিউরিয়েটিকাম 6X, ন্যাট্রাম সালফিউরিকাম 3X;একই অনুপাতে।
হাঁপানি ঃ শ্বাসনালীর হাঁপানি, সিঁড়িতে উঠতে গেলে শ্বাস কষ্ট, শুষ্ক সুড়সুড়ানি কাশি, খিঁচ ধরা কাশি ও হুপিং কাশি।

BC 3. ক্যালিয়াম ফস্‌ফরিকাম 3X, ম্যাগনেসিয়া ফস্‌ফরিকা 3X, ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফরিকা 3X, ন্যাট্রাম সালফিউরিকাম 3X, ফেরাম ফস্‌ফরিকাম 3X ; একই অনুপাতে।
পেটের শূল বেদনা ঃ পেট ফাঁপা ব্যাথা, প্রদাহ জণিত বেদনা, দাঁত ওঠার সময় বাচ্চাদের পেট ব্যাথা অথবা বায়ুর প্রকোপ বা কোষ্ঠ্যকাঠিন্য জণিত বেদনা।

BC 4. ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফরিকা 3X, ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা 3X, ক্যালিয়াম মিউরিয়েটিকাম 3X, ন্যাট্রাম মিউরিয়েটিকাম 3X, সাইলিসিয়া 6X; একই অনুপাতে।
কোষ্ঠ্যকাঠিন্য ঃ আন্ত্রিক কোষ্ঠ্যকাঠিন্য জণিত কারণে মল শুষ্ক ও শক্ত প্রকৃতির হয়। টিমে মাথা যন্ত্রণা থাকে, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হয় ও জিহ্বায় আস্তরণ পড়ে।

BC 5. ফেরাম ফস্‌ফরিকাম 3X, ক্যালিয়াম মিউরিয়েটিকাম 3X, ন্যাট্রাম মিউরিয়েটিকাম 3X, ক্যালিয়াম সালফিউরিকাম 3X ; একই অনুপাতে।
সর্দি ঃ প্রদাহ জণিত সর্দি-জ্বর, সর্দির সঙ্গে টিমে মাথা ব্যাথা, হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়ে।

BC 6. ক্যালিয়াম ফস্‌ফরিকাম 3X, ক্যালিয়াম মিউরিয়েটিকাম 3X, ম্যাগনেসিয়া ফস্‌ফরিকা 3X, ন্যাট্রাম মিউরিয়েটিকাম 6X, ন্যাট্রাম সালফিউরিকাম 3X ; একই অনুপাতে।
ঠান্ডা লাগা ও সর্দি কাশি ঃ তরুণ প্রদাহে কার্যকর। তরুণ সর্দিজ জ্বর ও কাশি, ঠান্ডা লাগা, মাথা যন্ত্রণা।

BC 7. ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফরিকা 3X, ফেরাম ফস্‌ফরিকাম 3X, ক্যালিয়াম ফস্‌ফরিকাম 3X, ন্যাট্রাম ফস্‌ফরিকাম 3X, ন্যাট্রাম সালফিউরিকাম 3X ; একই অনুপাতে।
ডায়াবেটিস ঃ ডায়াবেটিস সম্বন্ধিত বিভিন্ন প্রকার উপসর্গ উপশমে ব্যবহৃত হয়। শর্করা আত্তীকরণে সহায়তা করে। বিকার গ্রস্ত যকৃত ও বৃক্কের কার্যগত উন্নতি করে।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

BC 8. ন্যাট্রাম ফস্‌ফরিকাম 3X, ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফরিকা 3X, ফেরাম ফস্‌ফরিকাম 3X, ক্যালিয়াম ফস্‌ফরিকাম 3X, ক্যালিয়াম সালফিউরিকাম 3X, ন্যাট্রাম সালফিউরিকাম 3X ; একই অনুপাতে।
ডায়রিয়া ঃ দাঁত ওঠার সময় ডায়রিয়া, পাতলা জলের মত সবুজ দুর্গন্ধযুক্ত অপাচ্য মল। পায়খানা রক্ত মিশ্রিত লাল বা হলুদ রঙের হয়। সকালের দিকে বায়ু নিঃসরণের সময় অসাড়ে তরল মল বেড়িয়ে আসে।

BC 9. ফেরাম ফস্‌ফরিকাম 3X, ক্যালিয়াম মিউরিয়েটিকাম 3X, ক্যালিয়াম ফস্‌ফরিকাম 3X, ম্যাগনেসিয়া ফস্‌ফরিকা 3X ; একই অনুপাতে।
আমাশা ঃ শ্লেষ্মা ও রক্ত মিশ্রিত আমাশা।

BC 10. ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফরিকা 3X, ফেরাম ফস্‌ফরিকাম 3X,ক্যালিয়াম মিউরিয়েটিকাম 3X; একই অনুপাতে।
টনসিলের প্রদাহ ও বৃদ্ধি ঃ টনসিলের প্রদাহ, ফুলে ওঠা, ব্যাথা। জিহ্বা ও টনসিলের উপর সাদা বা ধূসর আস্তরণ পড়ে, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ ও ক্ষুধামান্দ্য।

BC 11. ফেরাম ফস্‌ফরিকাম 3X, ক্যালিয়াম মিউরিয়েটিকাম 3X, ক্যালিয়াম সালফিউরিকাম 3X, ন্যাট্রাম সালফিউরিকাম 3X; একই অনুপাতে।
জ্বর ঃ প্রদাহ জণিত পরিস্থিতি, শীতভাব, সাধারণত সবরকম মাঝারি ধরণের জ্বরে ব্যবহৃত হয়।

BC 12. ফেরাম ফস্‌ফরিকাম 3X, ক্যালিয়াম ফস্‌ফরিকাম 3X, ম্যাগনেসিয়া ফস্‌ফরিকা 3X, ন্যাট্রাম মিউরিয়েটিকাম 3X; একই অনুপাতে।
মাথা ব্যাথা ঃ ছাত্র-ছাত্রীদের রোদ লেগে, অধিক কায়িক পরিশ্রম থেকে মাথা ব্যাথা, মাথা ঘোরা, টনটনানি মাথা ব্যাথা, উদ্বেগ জণিত স্নায়বিক মাথা ব্যাথা, অনিদ্রা, যকৃতের কর্মক্ষমতা হ্রাস।

BC 13. ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা 3X, ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফরিকা 3X, ক্যালিয়াম ফস্‌ফরিকাম 3X, ক্যালিয়াম সালফিউরিকাম 3X, ন্যাট্রাম মিউরিয়েটিকাম 3X একই অনুপাতে।
সাদাস্রাব ঃ জ্বালাদায়ক ডিমের সাদা অংশের মত তরল স্রাব। বয়ঃসন্ধি কালে মেয়েদের ঋতুস্রাবে স্নায়বিক বেদনা থাক বা না থাক, সাধারণ দুর্বলতায় ব্যবহার্য।

BC 14. ফেরাম ফস্‌ফরিকাম 3X, ক্যালিয়াম মিউরিয়েটিকাম 3X, ক্যালিয়াম সালফিউরিকাম 3X, একই অনুপাতে।
হাম ঃ হাঁচি, নাক দিয়ে পাতলা জল পড়ে, চোখ দিয়ে জল আসে, টনটনানি মাথা ব্যাথা, কাশি ও জ্বর।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

BC 15.	ক্যালকেরিয়া ফস্ফরিকা 3X, ফেরাম ফস্ফরিকাম 3X, ক্যালিয়াম ফস্ফরিকাম 3X, ক্যালিয়াম সালফিউ- রিকাম 3X, ম্যাগনেসিয়া ফস্ফরিকা 3X; একই অনুপাতে।	**মাসিকের সমস্যা** ঃ অনিয়মিত মাসিক, এগিয়ে এলে উজ্জল লাল বর্ণের হয় এবং পিছিয়ে গেলে কালচে লাল বর্ণের হয়। বয়ঃসন্ধি কালে স্রাব কম হয় এবং বয়স্ক মহিলাদের স্রাব বেশী হয়, বেদনাদায়ক ঋতুস্রাব।
BC 16.	ক্যালকেরিয়া ফস্ফরিকা 3X, ফেরাম ফস্ফরিকাম 3X, ক্যালিয়াম ফস্ফরিকাম 3X, ম্যাগনেসিয়া ফস্ফরিকা 3X, ন্যাট্রাম মিউরিয়েটিকাম 3X ; একই অনুপাতে।	**স্নায়বিক দৌর্বল্য** ঃ ক্ষীণতা, অবসাদ, স্নায়বিক উদ্বেগ, বিরক্তি ভাব, হিস্টেরিয়া গ্রস্ত আচরণ, স্মৃতি শক্তি হ্রাস পায় বা লোপ পায়, বিভ্রান্তি, নিদ্রাহীণতা, মানসিক ও দৈহিক অসুস্থতা।
BC 17.	ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা 3X, ফেরাম ফস্ফরিকাম 3X,ক্যালিয়াম মিউরিয়ে- টিকাম 3X, ক্যালকেরিয়া ফস্ফরিকা 3X; একই অনুপাতে।	**অর্শ** ঃ রক্তপাত পূর্ণ অর্শ, মলদ্বারে চিড়,কোমর ব্যাথা, সমস্ত প্রকার অর্শেই উপকারী।
BC 18.	ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা 3X, ক্যালকে- রিয়া সালফিউরিকা 3X, সাইলিসিয়া 6X; একই অনুপাতে।	**পায়োরিয়া** ঃ মাড়ির পূঁয জাতীয় পাকা, অস্বাভাবিক ভাবে দাঁত নড়তে থাকে, ব্যাথা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, দাঁতের ব্যাথা, মাড়ি ঠান্ডায় সংবেদনশীল, দাঁতের গোড়ায় পূঁয জমে, মাড়ি স্পঞ্জের মত হয়ে যায় ও রক্তক্ষরণ হয়, মাড়িতে পূঁয ও নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়।
BC 19.	ক্যালকেরিয়া ফস্ফরিকা 3X, ফেরাম ফস্ফরিকাম 3X, ক্যালিয়াম সালফিউ- রিকাম 3X, ম্যাগনেসিয়া ফস্ফরিকা 3X, ন্যাট্রাম সালফিউরিকাম 3X; একই অনুপাতে।	**বাত** ঃ সন্ধিবাত ও পেশীবাত প্রদাহ ও জ্বরের উপসর্গ, ঘাড়ের পেশী শক্ত হয়ে যায়, ঘাড়ের বাতের ব্যাথা, ব্যাথা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করে, ফিক ধরা-খিঁচলাগা ব্যাথা, লেখক ও খেলোয়াড়দের ফিক ব্যাথা, মনে হয় অস্থিসন্ধি ভেঙে গেছে, কোমর ব্যাথা ও সায়াটিকা।
BC 20.	ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা 6X, ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা 6X, ক্যালিয়াম সালফি- উরিকাম 3X, ন্যাট্রাম মিউরিয়েটিকাম 6X, ন্যাট্রাম সালফিউরিকাম 6X; একই অনুপাতে।	**চর্মরোগ** ঃ ব্রণ, ত্বক ফাটা, নখকোণি, একজিমা, মাথার চামড়ায় ফুসকুড়ি, সিবাম ক্ষরণ, সোরিয়াসিস, হারপিস।

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

BC 21.	ক্যালকেরিয়া ফস্ফরিকা 3X, ফেরাম ফস্ফরিকাম 3X; একই অনুপাতে।	**দাঁত ওঠার সমস্যা** ঃ দাঁত দেরীতে ওঠে ও অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি করে; বাচ্চারা দাঁত কাটে; ক্ষুধা ও হজম শক্তি উন্নত করে, শরীর গঠনে সাহায্য করে।
BC 22.	ক্যালকেরিয়া ফস্ফরিকা 3X, ফেরাম ফস্ফরিকাম 3X, ক্যালিয়াম মিউরিয়ে- টিকাম 3X, সাইলিসিয়া 6X; একই অনুপাতে।	**গণ্ডমালা** ঃ শুষ্ক বা পূঁয জাতীয় যেকোন প্রকার গ্রন্থিগত পাকায় ব্যবহৃত হয়।
BC 23.	ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা 3X, ফেরাম ফস্ফ -রিকাম 3X, ক্যালিয়াম মিউরিয়েটিকাম 3X, ক্যালিয়াম ফসফরিকাম 3X, সাইলিসিয়া 6X; একই অনুপাতে।	**দাঁত ব্যাথা** ঃ অস্বাভাবিক ভাবে দাঁত নড়ে গিয়ে দাঁত ব্যাথা বা স্নায়ুশূল হয়। মাড়ি দিয়ে রক্ত আসে ও ফুলে ওঠে। দাঁতের কোটরে দাঁত পুনরায় শক্তিশালী হয়ে বসে।
BC 24.	ক্যালকেরিয়া ফস্ফরিকা 3X, ফেরাম ফস্ফরিকাম 3X, ক্যালিয়াম ফস্ফরিকাম 3X, ম্যাগনেসিয়া ফস্ফরিকা 3X, ন্যাট্রাম ফস্ফরিকাম 3X; একই অনুপাতে।	**ফাইভ-ফস্** ঃ স্নায়ু ও মস্তিষ্কের টনিক; ফস্ফেট যৌগ উপাদানের এই মিশ্রণ কলা কোষের গঠনমূলক প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে এবং স্নায়ু, মস্তিষ্ক ও হাড়ের প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায়। যে কোন প্রকার পুরাতন রোগগ্রস্ত জীর্ণতায়, যেমন রক্তাল্পতায়, সাধারণ দৌর্বল্য এবং জীবনী শক্তির দুর্বলতায় ব্যবহৃত হয়।
BC 25.	ন্যাট্রাম ফস্ফরিকাম 3X, ন্যাট্রাম সাল- ফিউরিকাম 3X, সাইলিসিয়া 12X; একই অনুপাতে।	**অম্ল, বায়ু ও বদহজম** ঃ পাচন ক্রিয়ার সমস্যা, অম্লাধিক্য, টক ঢেকুর, বায়ু নিঃসরণ, বায়ুজণিত পেট ব্যাথা, বদ হজম, পিত্ত বমি, বুক জ্বালা ও পাণ্ডুরোগ।
BC 26.	ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা 3X, ক্যালকেরিয়া ফস্ফরিকা 3X, ক্যালিয়াম ফস্ফরিকাম 3X, ম্যাগনেসিয়া ফস্ফরিকা 3X; একই অনুপাতে।	**সহজ প্রসব** ঃ প্রসব জণিত ব্যাথা উপশম করে এবং সহজ প্রসবে সহায়তা করে। গর্ভাবস্থায় ও উদ্বেগাবস্থায় তলপেটের অনির্দিষ্ট ব্যাথা লাঘব করে।

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

BC 27. ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফরিকা 6X, ক্যালিয়াম ফস্‌ফরিকাম 3X, ন্যাট্রাম সালফিউরিকাম 6X; একই অনুপাতে।

জীবনী শক্তির দুর্বলতা ঃ পুরুষত্বহীনতা, অবসাদ, যৌন অক্ষমতা, ক্ষীণতা, সাধারণ দৌর্বল্য; শীঘ্র পতন থেকে শারীরিক কম্পন, ক্লান্তি ও স্নায়বিক উদ্বেগ।

BC 28. ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফরিকা 6X, ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা 6X, ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা 6X, ক্যালিয়াম ফস্‌ফরিকাম 6X, ক্যালিয়াম মিউরিয়েটিকাম 6X ক্যালিয়াম সালফিউরিকাম 6X, ফেরাম ফস্‌ফরিকাম 6X, ম্যাগনেসিয়া ফস্‌ফরিকা 6X, ন্যাট্রাম ফস্‌ফরিকাম 6X, ন্যাট্রাম মিউরিয়েটিকাম 6X, ন্যাট্রাম সালফিউরিকাম 6X, সাইলিসিয়া 6X; একই অনুপাতে।

টনিক ঃ শারীরিক ক্ষয় ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আরোগ্য লাভের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনীয় কলাকোষের পুষ্টি সাধন দ্বারা সমগ্র শারীরিক গঠনগত উন্নতি ঘটায়; রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে এবং খাদ্য খাবারের সদ্ব্যবহার প্রক্রিয়া উপকৃত হয়।

হোমিওপ্যাথিক ট্যাবলেট (20 গ্রাম, 1 গ্রেইন ট্যাবলেট)

Anacardium Orient3x, Ant Crud3x, Ars.lod6x, Ars.Sulph Flav6x, Aurum Mur Nat6, Baryta Carb3x, Baryta Mur3x, Borax3x, Calc Carb Hah3x, Calc. Hypo3x, Calc. lod 3x, Calc Oxy3x, Calculi Renal3x, Carbo Veg3x, Chininum Sulph3x, Cholesterinum3x, Digitalis3x, Ferrum chlor3x, Ferrum Met3x, Fel Tauri3x, Graphites3x, GunPowder3x, Hekla Lava3x, Hepar Sulph3x Insulinum10x, Kali Bich3x, Kali Brom3x, Kali Iod3x, Lecithinum3x, Merc Sol3x, Oleum Jec3x, Ova Testa3x, Pancreatinum3x. Phytolacca Berry3x, Plumbum Met3x, Sang.Can3x, Sang. Nit3x, Selenium 3x,Testes 3x, Thyroidinum3x, Titanium3x, Yohimbinum3x.

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ভারতীয় বাজারে উপলব্ধ মাদার টিংচার

Aalserum 7X
Abrotanum
Absinthium
Acid Phos
Acid Sulfuric 2X
Aconite Nap
Actea Spicata
Adonis Ver.
Aesculus Hip
Agaricus M
Agnus Castus
Aletris Far
Alfalfa
Allium Sativum
Aloe Soc
Ammi Visnaga
Amylium Nitr. 3X
Angelica Archang
Apis Mell
Apocynum Can
Aralia Rac
Arnica
Artemisia Vulg
Aspidosperma
Ashwagandha
Avena Sat
Azadirachta Ind.
Bacopa (Brahmi)
Baptisia
Belladonna
Bellis Per
Berb Aquif.
Berb Vulg
Blatta Ori
Borax
Bryonia Alb.
Cactus Grand
Caladium Seg.
Calendula
Calotropis
Camphora
Cantharis
Carduus Mar.
Carica Papaya
Cascara Sag.
Caulophyllum
Causticum 2X
Ceanothus Amer
Cephalandra Indica
Chelidonium
Chelone G.
Chenopidium
Chimaphilla Umb
China
Chionanthus V.Ø
Cimicifuga
Cina
Colchicum
Collinsonia
Colocynthis
Condurango
Conium
Convallaria Maj.
Crataegus Oxy
Curcuma
Damiana
Digitalis Purp.
Dioscorea Vill
Echinacea Ang
Echinacea Purp
Epigaea 2X
Equisetum Hiem.
Erigeron Can.
Eupatorium Perf.
Euphrasia
Filix Mas
Formica Rufa 3X
Fraxinus Amer
Fucus Vesic
Galium Aparine
Gaultheria Pro
Gellsemium
Gentiana Lut
Ginseng
Ginko Biloba
Glonoinum 3X
Gossypium Herb.
Grindelia Rub
Guaiacum
Gymnema Sylvestre
Hamamelis Virg.
Hedera Helix
Helleborus Nig
Helonias Diodica
Hydrangea
Hydrastis Can.
Hydrocotyle Asiat.
Hyoscyamus
Hypericum
Iberis
Ignatia
Iodum
Ipecacuanha
Iris Vers.
Jaborandi
Jonosia Ashoka
Justicea Adh. 2X
Kalmegh
Kreosotum 3X
Lathyrus Sat.
Ledum Pal
Lemna Minor
Liatris Spicata
Lillium Tig
Lobelia Inflata
Lycopodium
Lycopus V.
Melilotus Off
Millefolium
Mullein Oil
Myrica Cerifera
Myristica Seb.
Nuphar Lut.
Nux Vomica
Ocium Can.
Oenanthe Crocata
Ornithogalum Umb
Pareira Brava
Passiflora Inc.
Phytolacca D.
Phytolacca Berry
Pinus Lamb.
Plantago M.
Podophyllum
Pothos
Pullsatilla
Quercus Gland S
Ratanhia
Rauwolfia Serp
Rhus Arom
Rhus Tox
Ricinus Com
Robinia Pseud.
Rubia Tinc.
Rumex Crisp
Ruta Grav
Sabal Serr.
Sabina
Salix Nig.
Sanguinaria Can.
Sarsaparilla
Scrophularia Nod
Secale Cor
Sempervivum Tect
Senecio Aur 2X
Senega
Sepia
Solidago Virg.
Spartium Scop
Spigelia
Sponia T. 2X
Staphysagria
Stellaria Media
Sterculia Acum
Strophanthus
Symphytum
Syzygium Jamb
Teucrium Mar.
Thlaspi B. P.
Thuja
Tribulus Terr
Trillium Pend
Uranium Nit 4X
Urtica Urens
Usnea Barbata
Ustilago M.
Uva Ursi
Valeriana Off.
Verbascum
Voburnum Op
Viburnum Pr.
Vinca Minor
Viscum Alb.
Xanthoxyllum
Yerba Santa
Yohimbinum

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

হার্ট ড্রপস

R-2 হৃদপিণ্ডের টনিক - গোল্ড ড্রপস
R-3 হার্ট ড্রপস - হৃদপিণ্ডের কপাটিকার ব্যাধি
R-44 নিম্ন রক্তচাপ
R-66 অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের ড্রপস
R-67 রক্ত সংবহনজণিত দুর্বলতা
R-85 উচ্চ রক্তচাপ

পুরুষদের সুস্বাস্থ্য

R-25 প্রস্টেট গ্রন্থির ড্রপস
R-41 পুরুষত্ব হীনতার ড্রপস
ভিটা- সি 15 স্নায়ুর টনিক মানসিক উদ্বেগ
ভিটা - সি 15 ফোর্ট শারীরিক ক্ষীণতা ও যৌন দুর্বলতা

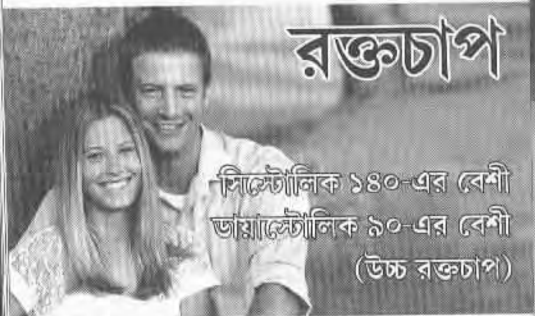

রক্তচাপ

সিস্টোলিক ১৪০-এর বেশী
ডায়াস্টোলিক ৯০-এর বেশী
(উচ্চ রক্তচাপ)

মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়

বিশেষ কিছু রোগ সাধারণত মহিলাদেরই দেখা যায় বা পুরুষদের থেকে অন্যভাবে প্রকাশিত হয়।

R10 অনিয়মিত ঋতুস্রাব
R20 গ্রন্থির কার্যগত সমস্যা
R28 রক্তক্ষরণ জণিত দৌর্বল্য
R50 স্ত্রীদের ত্রিকাস্থি-শ্রোণীচক্রের ব্যাধি
R75 প্রসব বেদনা, যন্ত্রণাদায়ক ঋতুস্রাব
ভিটা - সি 15 স্নায়ুর টনিক (মানসিক উদ্বেগ)

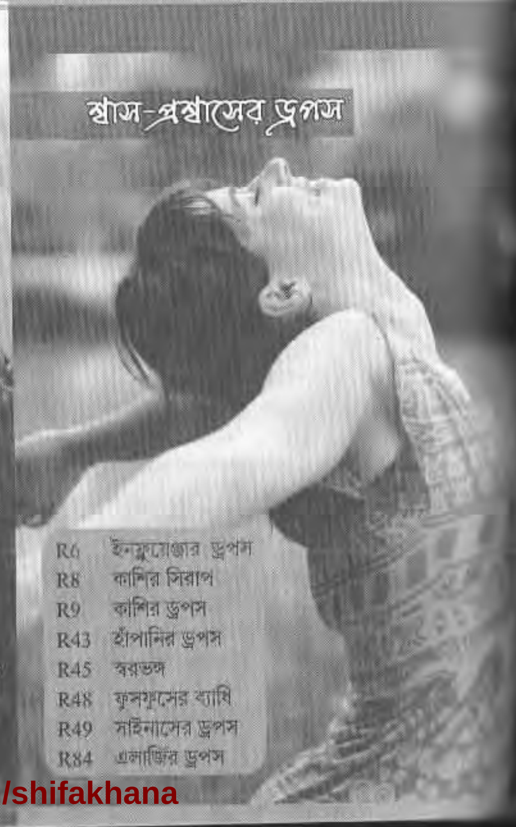

শ্বাস-প্রশ্বাসের ড্রপস

R6 ইনফ্লুয়েঞ্জার ড্রপস
R8 কাশির সিরাপ
R9 কাশির ড্রপস
R43 হাঁপানির ড্রপস
R45 স্বরভঙ্গ
R48 ফুসফুসের ব্যাধি
R49 সাইনাসের ড্রপস
R84 এলার্জির ড্রপস

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

অস্থিরোগ ড্রপস

R11 পিঠের ব্যাথার ড্রপস
R30 বাতের মলম
R34 ক্যালসিয়াম পুনর্গঠনের ড্রপস
R46 হাত ও বাহুর বাতের ড্রপস
R55 আঘাত ও ক্ষতের নিরাময়ী ড্রপস
R63 পেশীর ফিক্ ব্যাথা ও অবসতা
R69 আন্তঃ পঞ্জরাস্থির বেদনা
R71 সায়াটিকার ড্রপস
R73 সন্ধি বাতের ড্রপস

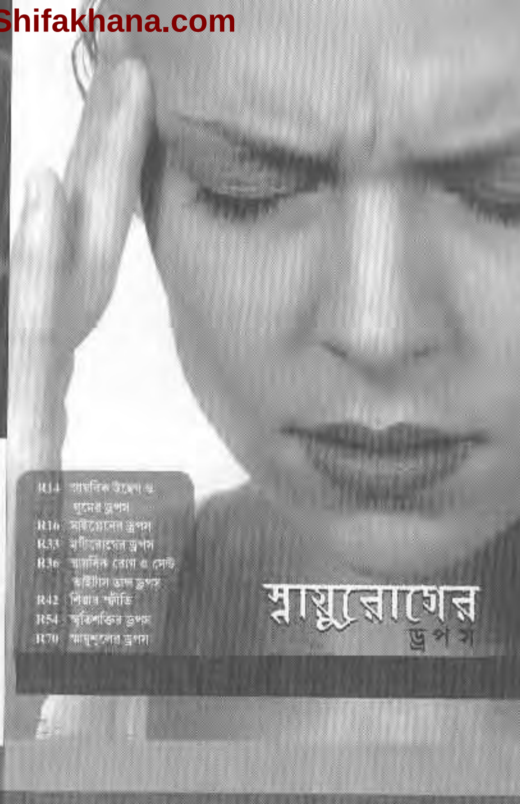

স্নায়ুরোগের ড্রপস

R14 মানসিক উদ্বেগ ও ঘুমের ড্রপস
R16 মাইগ্রেনের ড্রপস
R33 মৃগীরোগের ড্রপস
R36 স্নায়বিক রোগ ও সেন্ট ভাইটাস ডান্স ড্রপস
R42 শিরার স্ফীতি
R54 স্মৃতিশক্তির ড্রপস
R70 স্নায়ুশূলের ড্রপস

ঘুমের ড্রপস
মাইগ্রেন-এর ড্রপস
ডায়াবেটিস-এর ড্রপস
ওজন কমানোর ড্রপস
ধূমপান বিরোধী ড্রপস
চুলের ড্রপস
স্নায়ুর টনিক (মানসিক উদ্বেগ)

সুস্বাস্থ্য ও স্মার্ট জীবণ ধারার সমাধান

জীবণ শৈলী ড্রপস

মূত্ররোগের ড্রপস

R18 কিডনি ও মূত্রস্থলীর ড্রপস
R25 প্রস্টেট গ্রন্থির ড্রপস
R27 কিডনির পাথরের ড্রপস
R64 মূত্রে অতিরিক্ত প্রোটীন-এর ড্রপস
R74 ঘুমের ঘোরে প্রস্রাবের ড্রপস

www.facebook.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

বাচ্চাদের দাঁত বেড়োনোর সহায়তা করে আর মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গলে যায়।

ডাঃ রেকওয়েগ, জার্মান
ক্যালকেরিয়া ফস্

ছোট বাচ্চাদের জন্য এক স্বাস্থ্যকর পছন্দ

চুল পড়া !!!

ডাঃ রেকওয়েগ-এর উপাচার

টাক পড়া, অকালে চুল ঝরে যাওয়া, অকালপক্কতা ও কেশলুপ্তিতে সহায়তা করে।

এখনই
মাথা ব্যাথা ও মাইগ্রেন
মুক্তি হন

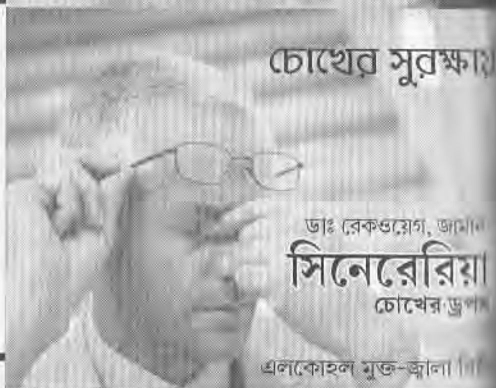

চোখের সুরক্ষায়

ডাঃ রেকওয়েগ, জার্মান
সিনেরেরিয়া
চোখের ড্রপস

এলকোহল মুক্ত-জ্বালা

ডাঃ রেকওয়েগ-এর সিনেরেরিয়া চোখের ড্রপস বৃদ্ধাবস্থায় বেদনাদায় অপারেশন থেকে বাঁচতে সহায়তা কর এবং অধিক পড়াশুনা, কম্পিউটার মনিটরে দীর্ঘক্ষণ নজর রাখা ও দূষি আবহাওয়া জণিত চোখের সমস্যা সমাধান করে।

সাবধাণতা ঃ চোখের ড্রপস-এ এলকোহল আপনার চোখের পক্ষে ক্ষতিকারক

www.youtube.com/shifakhana

www.Shifakhana.com

ডাঃ রেকওয়েগ-এর
বিশ্ববিখ্যাত বিশিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ R1 থেকে R89

হার্ট ড্রপস
- **R2** হৃদপিণ্ডের কার্যক্ষমতা বর্ধক - গোল্ড ড্রপস
- **R3** হৃদপিণ্ডের ড্রপস - কপাটিকার ব্যাধি
- **R44** নিম্ন রক্তচাপ
- **R66** অনিয়মিত হৃদস্পন্দন
- **R67** সংবহন জণিত ক্ষীণতা
- **R85** উচ্চ রক্তচাপ

চর্মরোগ ড্রপস
- **R13** অর্শের ড্রপস
- **R21** রক্ত ও ত্বকের পুনর্গঠনের ড্রপস (প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য)
- **R23** একজিমার ড্রপস
- **R32** অতিরিক্ত ঘামের ড্রপস
- **R53** ব্রণ ও ফুসকুড়ির ড্রপস
- **R60** রক্ত বিশোধক
- **R65** সোরিয়াসিস এর ড্রপস
- **R68** হারপিসের ড্রপস

শিশুরোগ ড্রপস
- **R1** প্রদাহ, জ্বর ও টনসিলের ড্রপস
- **R6** ইনফ্লুয়েঞ্জার ড্রপস
- **R31** ক্ষুধা ও রক্ত বর্ধক
- **R35** দাঁত ব্যাথা
- **R52** ভ্রমণকালীন অসুস্থতা
- **R56** কৃমির ড্রপস
- **R62** হামের ড্রপস
- **R74** বিছানায় প্রস্রাব

স্ত্রীরোগ ড্রপস
- **R10** অনিয়মিত ঋতুস্রাব
- **R20** গ্রন্থির কার্যগত সমস্যা
- **R28** অধিক রক্তক্ষরণ জণিত দুর্বলতা
- **R50** স্ত্রীদের ত্রিকাস্থি শ্রোণী চক্রের ব্যাধি
- **R75** প্রসব বেদনা, যন্ত্রণাদায়ক ঋতুস্রাব

পুরুষরোগ ড্রপস
- **R25** প্রস্টেট গ্রন্থির ড্রপস
- **R41** পুরুষত্ব হীনতার ড্রপস
- **ভিটা-সি15** স্নায়ুর টনিক (মানসিক চাপ)
- **ভিটা-সি15** ফোর্ট শারীরিক ক্ষীণতা ও যৌন দুর্বলতা

জীবণ শৈলী ড্রপস
- **R14** ঘুমের ড্রপস
- **R16** মাইগ্রেন-এর ড্রপস
- **R40** ডায়াবেটিস-এর ড্রপস
- **R59** ওজন কমানোর ড্রপস
- **R89** চুলের ড্রপস
- সিনেরেরিয়া চোখের ড্রপস- এলকোহল মুক্ত

অস্থিরোগ ড্রপস
- **R11** পিঠের ব্যাথা
- **R30** বাতের মলম
- **R34** ক্যালসিয়াম পুনর্গঠনের ড্রপস
- **R46** হাত ও বাহুর ব্যাথা
- **R55** চোট ও ক্ষতের নিরাময়ী ড্রপস
- **R63** পেশীর খিল লাগা ও অবসভাব
- **R69** আন্তঃপঞ্জরাস্থির বেদনা
- **R71** সায়াটিকার ড্রপস

স্নায়ুরোগ ড্রপস
- **R14** স্নায়ু ও ঘুমের ড্রপস
- **R16** মাইগ্রেন-এর ড্রপস
- **R33** মৃগী রোগের ড্রপস
- **R36** স্নায়বিক রোগ ও সেন্ট ভাইটাস ডান্স
- **R42** শিরার স্ফীতির ড্রপস
- **R54** স্মৃতি শক্তির ড্রপস
- **R70** স্নায়ুশূলের ড্রপস

শ্বাস-প্রশ্বাস ড্রপস
- **R8** কাশির সিরাপ
- **R9** কাশির ড্রপস
- **R43** হাঁপানির ড্রপস
- **R45** স্বরভঙ্গ
- **R48** ফুসফুসের ব্যাধি
- **R49** সাইনাসের ড্রপস

মূত্ররোগ ড্রপস
- **R18** কিডনি ও মূত্রস্থলীর ড্রপস
- **R25** প্রস্টেট গ্রন্থির ড্রপস
- **R27** কিডনির পাথরের ড্রপস
- **R64** মূত্রে অতিরিক্ত প্রোটিন নিঃসরণের ড্রপস
- **R74** বিছানায় প্রস্রাবের ড্রপস

www.facebook.com/shifakhana